উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৫৫৬.৪০ (+১৩০.০৬)
নিফটি : ২৫,৮৯১.৪০ (+২২.৮০)

রুশ তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত
বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে আবারও চাপে পড়েছে ভারতের জ্বালানি নীতি। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়া থেকে তেল আসা কার্যত 'শূন্যের কোঠায়' নামবে। » ৭

কার্বাইড গানে দৃষ্টিহীন ১৪ শিশু
ভাইরাল কার্বাইড গানে দুঃস্বপ্নের রাত মধ্যপ্রদেশের ১২২টি শিশুর পরিবারে। দীপাবলিতে কার্বাইড গান ব্যবহারের পর গত তিনদিনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ১৪ জন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২০°	২১°	২১°	২০°

মহাজোটে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বীই » ৭

শিলিগুড়ি ৬ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 24 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 154

উত্তরের খোঁজে

মুছেই যাচ্ছে কেরি সাহেবের গ্রাম

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নালাগোলা ও বংশীহারির মাঝে, মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুর সীমানার গায়ে একটি বিশাল পুষ্করিণী দাঁড়িয়ে। নামটা অদ্ভুত, মেঘডম্বুরদিঘি। গ্রামের নামটাও ইতিহাস মাখা, মদনাবতী।

মালদা থেকে ঠিক ৬০ কিলোমিটার দূরে এই দিঘির ধারে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করি, ইতিহাস ও ভূগোল এক এক সময় বড়ই অসহায়। এই জায়গাটা হতে পারত বাংলার ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় জায়গা। আমাদের উদ্যোগের অভাবে হয়ে উঠেছে গোরু ও ছাগলের চারণভূমি।

বাংলা এবং উত্তরবঙ্গের লজ্জা এটা। বাংলা ভাষায় প্রথম বইয়ের প্রকাশক, বহুচর্চিত উইলিয়াম কেরি একদিন উত্তরবঙ্গের এই এলাকাতেই এসেছিলেন নীলকুঠির ম্যানেজার হয়ে। পাঁচ থেকে ছয় বছর ছিলেন সেখানে। বই ছাপার যন্ত্রপাতি ব্রিটেন থেকে প্রথমে এখানেই এনে ফেলেছিলেন কেরি সাহেব। ছেলের মৃত্যুর পর স্ত্রীও অসুস্থ হয়ে পড়ায় অসহায়, বিপন্ন কেরি ফিরে যান কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীরামপুর।

মালদার ক্ষতি হয়ে ওঠে শ্রীরামপুরের বিশাল লাভ। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় আরও করুণ হয়ে উঠেছে আজ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন নামে একটি দপ্তর রয়েছে রাজ্য সরকারের। তাদের এত বছরেও মনে হল না, এই এলাকাকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরলে উত্তরবঙ্গেরই লাভ?

কালীপুজোর আগের দিন কেরির স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, দিঘির ধারে পুরোনো ইটের ধ্বংসস্তূপ।

সরকার বা জনপ্রতিনিধিরা কি এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না? নীলকুঠির ভগ্নদশার এক কোণে তৈরি হয়েছে সরকারি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। দেওয়ালে অনেক কিছু লেখা, তবু কেরির কোনও নাম উল্লেখ নেই।

এরপর দশের পাতায়

বাইশ গজে বোনেদের জয়জয়কার

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া শতরান এল ভারতের। ১০৯ রান করলেন স্মৃতি মান্ধানা (বাঁদিকে), প্রতিকা রাওয়াল (একেবারে ডানে) -এর ব্যাটে এল ১২২ রান। একইদিনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হল বিরাটদের। অ্যাডিলেডে শূন্য রানে ফিরতে হল কোহলিকে। ভাইফোঁটা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে থাকল বোনেদের।

নার্সিংহোমের একটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত

আগুনের 'ভয়ে' রোগীর মৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার রাতে হাকিমপাড়ার এক নার্সিংহোমে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগে। ডায়ালিসিস ইউনিটের একটি ঘর পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছে। সেখানে কেমিক্যাল ভর্তি কয়েকটি জার রাখা ছিল বলে দমকল সূত্রে খবর। এর জেরে মুহূর্তের মধ্যে গোটা নার্সিংহোমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, হইহট্টগোলের মধ্যে ভয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছেন পরিবারের সদস্যরা। মৃতের নাম কান্তি বাসফোর (৭০)। তাঁর জামাই বিনোদ বাসফোর বলেন, 'শ্বশুরমশাইয়ের শারীরিক অবস্থা ভালোই ছিল। পেটে পাথর থাকার কারণে ওঁকে নার্সিংহোমে আনা হয়। ওঁকে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়। এরমধ্যে আগুন আতঙ্কে হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে শ্বশুরমশাইয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, তিনি মারা গিয়েছেন। ভয়ের কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।' যদিও রোগীর পরিবারের এই দাবি অস্বীকার করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ।

ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে আসা দমকলকর্মীদের মতে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল। দমকল আধিকারিক অপূর্বকুমার দাস বলেন, 'নার্সিংহোমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল ঠিকই। তবে তার তদারকি ঠিকমতো হয়নি। ফলে গাফিলতি ছিলই।' যদিও বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোমের এক কর্তা বলেন, 'আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দমকল এবং পুলিশ তড়িঘড়ি পৌঁছোয়।'

এদিন রাতে নার্সিংহোমের নীচের তলার ঘর থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বেরোতে দেখেন রোগীর আত্মীয়পরিজন এবং কর্তব্যরত নার্সরা। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়া ছড়াতে শুরু করলে নার্সিংহোম চত্বরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে একে একে ওপর তলায় থাকা রোগীদের বের করতে শুরু করে পুলিশ। যদিও দ্রুত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তে থাকায় রোগীদের বের করে আনতেও রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় তাঁদের।

এরমধ্যে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। এদিন ঘটনায় চূড়ান্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন প্রবাল দে। তাঁর বাবা ওই নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। তিনি বলেন, 'বাবার কফ বের করার জন্য নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছিলাম। এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হবে, বুঝতে পারিনি। প্রথম তলা থেকে নামানোর পরেই বাবাকে টোটোয় করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।' গুরুতর অবস্থায় ভর্তি বেশ কয়েকজন রোগীকে অন্য নার্সিংহোমেও স্থানান্তরিত করা হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর স্বামীর খোঁজ করছিলেন মালবিকা মাহাতো। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'সত্যি এ রকম অভিজ্ঞতা যেন কারও না হয়।'

অগ্নিকাণ্ডের পর নার্সিংহোমের সামনে জটলা। বৃহস্পতিবার।

এডিশন স্পেশাল

বেঙ্গালুরুতে গণধর্ষিতা বাংলার তরুণী

» সাতের পাতায়

এসএসকেএমে যৌন হেনস্তা

» পাঁচের পাতায়

রেললাইনে নাশকতা, দেরিতে বহু ট্রেন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর : রেললাইনে নাশকতার অভিযোগ উঠল অসমে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে প্রায় ৮০ কিমি দূরে, অসমের সালাকাঠি ও কোকরাঝাড়ের মাঝখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রেল ট্র্যাক উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বুধবার রাতে। রেলকর্তাদের দাবি, প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ রেল ট্র্যাক টুকরো হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইনের মাঝে থাকা সিমেন্টের স্লিপার। এমনকি পঁচিশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী তারেরও ক্ষতি হয়েছে। ওই ঘটনার পর রেললাইন সংস্কারের জেরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেন লেটে চলেছে।

কী ঘটেছিল? রাত প্রায় ১টা নাগাদ ওই লাইন দিয়ে একটি চিনিবোঝাই মালগাড়ি যাচ্ছিল। মালগাড়িটি বিস্ফোরণস্থল থেকে কিছুটা দূরে ছিল। হঠাৎ ঝাঁকুনি বোধ হতেই লোকোপাইলট ট্রেন থামানোর চেষ্টা করেন। বিস্ফোরণ হয়েছে বলে অনুমান করে ঘটনাস্থলে পৌঁছান লোকোপাইলট ও ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড)। তারপরেই আরপিএফ, রেলকর্তা সহ পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও খবর দেওয়া হয়। বড়সড়ো নাশকতার ছক ছিল বলে মনে করছে রেলমন্ত্রক।

আরপিএফ ও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে বিস্ফোরণে ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তবে অন্য কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেখানে পেট্রলিং ও নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সেই মালগাড়ির পরে পরেই ওই লাইন দিয়ে সরাইঘাট ও বিবেক এক্সপ্রেসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রীবাহী ট্রেন যদি সেই ভাঙা লাইনে উঠে পড়ত, তবে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় চার ঘণ্টারও বেশি সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। এরপর দশের পাতায়

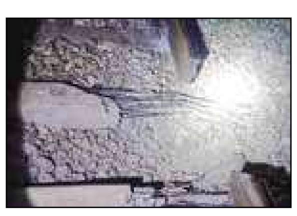

ক্ষতি

- রাত ১টা নাগাদ লাইনে বিস্ফোরণ
- প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ রেল ট্র্যাক টুকরো হয়ে গিয়েছে
- ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইনের মাঝে থাকা সিমেন্টের স্লিপার
- পঁচিশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী তারেরও ক্ষতি হয়েছে
- লাইন সংস্কারের জেরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে

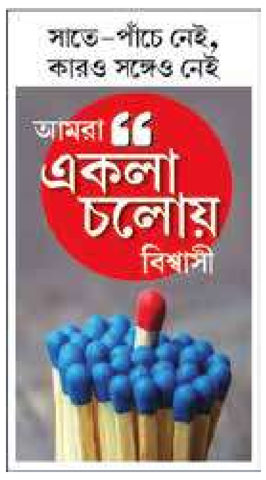

নভেম্বরে বড় যুদ্ধ মহড়া

উত্তরের পার্বত্য এলাকায় মজুত হচ্ছে অস্ত্র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে হিমালয়ের সুউচ্চ এলাকায় রণসজ্জা ভারতীয় সেনার। প্রস্তুতি শুরু করেছে বিমানবাহিনী ও নৌসেনাও। ইতিমধ্যেই সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ সহ পার্বত্য হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকায় মজুত করা হচ্ছে একের পর এক যুদ্ধাস্ত্র। কারণ, নভেম্বরেই তিন বাহিনী যৌথভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবথেকে বড় যুদ্ধ মহড়া করবে। ভারতীয় সেনার তরফে সেই মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'পূর্ব প্রচণ্ড প্রহার'। এখন পর্যন্ত সেনার তরফে জানানো হয়েছে, নভেম্বরের প্রথম দিকেই মহড়া শুরু হবে। তবে ক'দিন মহড়া চলবে তা এখনও জানানো হয়নি। হঠাৎ বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকাতে কতটা প্রস্তুত সেনা তা যাচাই করা এবং আক্রমণ প্রতিহত করে কীভাবে দ্রুততার সঙ্গে পালটা আক্রমণ করা যায় তা মহড়ার মাধ্যমে বুঝে নিতে চাইছেন তিন বাহিনীর কর্তারা। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিকের কথায়, 'পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারে শুধু একটি সামরিক অনুশীলন হবে না, বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর রণকৌশলে ভারতের যৌথ শক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন হবে।'

চিকেন নেকের নিরাপত্তায় এর আগে পূর্ব প্রহার, ত্রিশক্তি প্রহার-এর মতো মহড়া হয়েছে। তবে পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারে হিমালয়ের সুউচ্চ এলাকায় কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যুদ্ধ করতে এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতে হবে তার অনুশীলন হবে। তিন বাহিনীর মধ্যে প্রযুক্তি ও কৌশলের চূড়ান্ত সমন্বয় তৈরি করা হবে মহড়ায়। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে তিন বাহিনীর অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থাকে একত্রিত করে কাজ করা হবে বলে এক সেনাকর্তা জানিয়েছেন। লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করার পর তা নিখুঁতভাবে ধ্বংস করার জন্য ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট, দূরপাল্লার রকেট সিস্টেম, সশস্ত্র হেলিকপ্টার, সোয়ার্ম ড্রোন, এফপিভি ড্রোন-এর মতো চালকবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। উত্তর-পূর্বের কোনও অংশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেনা বা রসদ পাঠানোর প্রয়োজন হলে কীভাবে তা পাঠানো হবে সেটাও যাচাই করা হবে মহড়ায়। সেনা সূত্রের খবর, মহড়ার অধিকাংশই সম্পন্ন হবে সিকিমের চিন সীমান্তে।

চিকেন নেক সংলগ্ন বাংলাদেশে চিকিৎসা, বাঁধ নির্মাণ সহ নানা

এরপর দশের পাতায়

মহড়ার আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের কর্তারা।

মূর্তি দেখতে ভিড় ভাইফোঁটাতেও

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দুর্গাপুজো যদি আটদিনের হয়, তা হলে কালীপুজো পাঁচদিনের। থিমের প্রতিমা আর চোখধাঁধানো প্যান্ডেলে মা দুর্গার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন মা কালী। শিলিগুড়ি শহরে দর্শনার্থীদের ভিড়ও তো সেই কথাই বলছে।

দেবীপক্ষে বোধনের রীতি শিকেয় তুলে দ্বিতীয়া-তৃতীয়া থেকে এগিয়ে এখন মহালয়াতেই উদ্বোধন হয়ে যায় বিগ বাজেটের দুর্গাপুজোর। কিন্তু মা কালীর পুজোর উদ্বোধনও যে এগিয়ে যাবে, তা এতদিন কেউ ভেবেছিলেন? শিলিগুড়ির পুজো উদ্যোক্তারা ভেবেছেন। তাই রবিবারই শিলিগুড়ি শহরে অধিকাংশ বড় কালীপুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। দর্শনার্থীরাও পুজো সিরিজের শেষপর্বে এসে তাতে সাড়া দিয়ে চুটিয়ে প্যান্ডেল হপিং করেছেন পাঁচদিন ধরে।

এত আয়োজন, এসব ফেলে ঘরে বসে থাকা যায় নাকি? কালীপুজোর তিনদিন পরে বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিনে ঠাকুর দেখতে উপচে পড়া ভিড়ের এটাই যেন স্লোগান। রাস্তায় রাস্তায় মাঝরাতে ঘুরতে থাকা আট থেকে আশির জনতা দুর্গাপুজোর মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখেছেন, সেলফি তুলেছেন, গভীর রাতে রেস্তোরাঁ আর ক্যাফেতে ঢুঁ মেরেছেন।

রবিবার বিকেল থেকেই সুভাষপল্লি হয়ে হাকিমপাড়া, ফুলেশ্বরী থেকে লেকটাউন সর্বত্রই ঠাকুর দেখতে মানুষের ঢল। আর হায়দরপাড়া থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে সেবক রোডের কথা তো না বলাই ভালো। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের যেসব কর্তা গত চারদিন ধরে রাস্তায় ডিউটি দিচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা, এই চত্বরে প্রতিদিন এই সংখ্যাটা লাখ ছাড়াবে।

বছর পাঁচেক আগেও শহর শিলিগুড়ির কালীপুজো একটা ছকে বাঁধা ছিল। প্রথম একদিন পুজো আর বাজি পোড়ানো আর পরদিন বাজি পোড়ানোর পর বেশ রাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখা। দুর্গাপুজোর মতো 'হোল নাইট'-এর পরিকল্পনা কয়েকজন করলেও তাঁদের সংখ্যাটা নেহাতই কম ছিল। এ বছর ভিড়ের ছবিটা এতটাই বদলে গিয়েছে যে, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারাও রীতিমতো চমকে গিয়েছেন। এরপর দশের পাতায়

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জনপ্লাবন।

উন্নয়ন নয়, মুনাফা সর্বস্বতায় বাগানের সর্বনাশ

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় পর্ব

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভজিৎ দত্ত

এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই...

কবীর সুমনের গান বলে তো নয়, চায়ের মৌতাত নিয়ে বাঙালির নস্টালজিয়ার শেষ নেই। ডুয়ার্সের চা শিল্পের গোড়াপত্তনকেও বাঙালির উদ্যোগের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। কে বলে বাঙালি ব্যবসাবিমুখ! কে বলে শিল্পে মন নেই বাঙালির। ডুয়ার্সে চা শিল্পের গত ১৫০ বছরের ইতিহাস সেই ধারণাগুলি ভেঙে দিয়েছিল। অনেক প্রথিতযশা বাঙালি উদ্যোগপতির নাম জড়িয়ে আছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সঙ্গে।

ডুয়ার্সের সেই চা শিল্প এখন কার্যত বাঙালিবিহীন। শুদ্ধ বাঙালি মালিকানায় চলছে জলপাইগুড়ি জেলায় মাত্র ৮৮টি চা বাগান। আলিপুরদুয়ার জেলার ৬৩টির মধ্যে ওই সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। বাঙালিময় চা শিল্পের সেই ছবিটা আটের দশকের শুরু থেকে বদলাতে থাকে। এখন কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী, মেরিকো ও সম্মেলন গ্রুপের ১১টি এবং বামনডাঙ্গা-সামসিংয়ের মতো দু'-একটি ছাড়া কোনও বাগান আর বাঙালি কর্তৃত্বে নেই।

গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী দুর্যোগে সেই সুভাষিণীরও অস্তিত্বের সংকট। একই পরিস্থিতি বামনডাঙ্গার। ডুয়ার্সের চা বাগানের সামনে এখন সবচেয়ে বড় সংকট শিল্পটা সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণির ব্যবসায়ী বা ট্রেডারদের মালিকানা। যাঁদের বেশিরভাগ অবাঙালি। চটজলদি লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষাই যাঁদের মূল লক্ষ্য। চায়ের আবাদ বা পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যাঁদের নেই। যতদিন মিলবে, ততদিন কাঁচা পাতা বিক্রি এঁদের অনেকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অথচ চা এমন একটি শিল্প, যেখানে নিরন্তর পরিচর্যা ও লগ্নি ছাড়া একবিন্দু এগোনো অসম্ভব। এই অবহেলার ফল মিলছে হাতেনাতে। ক্রমশ অলাভজনক হয়ে উঠছে একের পর এক বাগান। যার জেরে কোথাও শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা পড়ছে না। কোথাও আবার মজুরিই অনিয়মিত। সময়ে মেলে না গ্র্যাচুইটি। শীতে এই শিল্পের শুখা মরশুম এলেই এই মালিকদের একাংশের বাগান ছেড়ে চলে যাওয়া ফি বছরের দস্তুর হয়ে গিয়েছে।

শুধু মালিকানায় নয়, বাগানগুলিতে কর্মচারী পদেও বাঙালির সংখ্যা কমতে কমতে এখন আনুবীক্ষণিক পর্যায়ে। বাঙালি শিল্পপতিদের হাত গুটিয়ে নেওয়ার নেপথ্যে আরও একটি তত্ত্ব রয়েছে। স্বাধীনতার আগে তাঁরা মূলত জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই শিল্পে লগ্নি করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ধনকুবেরও ছিলেন না। চা বাগানকে শুধু ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবে না দেখে এই বিনিয়োগে ছিল তাঁদের সমাজকল্যাণের ব্রত।

একসময় সেই ব্রত পালন করতে গিয়ে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের মতো নামজাদা চা শিল্পপতিরা চা বাগান থেকে

এরপর দশের পাতায়

পঞ্চানন্দপুরে রাস উৎসব শুরু ১ নভেম্বর

মোথাবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরের দামোদরটোলার সুবিখ্যাত রাস উৎসব এবছর শুরু হবে ১ নভেম্বর, শনিবার থেকে। তারই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। এই রাস উৎসবকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়। এলাকার সকল ধর্মের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বিশাল এক মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মোথাবাড়ির দামোদরটোলা গ্রামে এখন সাজোসাজো রব।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের চারপাশে চলছে পরিষ্কার করার কাজ। পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণের মিলন কীর্তনের জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ। গোটা এলাকায় বাঁশ-কাঠের কাজ চলছে জোরকদমে।

পঞ্চানন্দপুর রাস উৎসব কমিটির সম্পাদক টিংকু ঘোষ বলেন, 'এই রাস উৎসব ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ১ নভেম্বর শনিবার থেকে শুরু হবে। চলবে সাতদিন। ৭ নভেম্বর বিশাল শোভাযাত্রা ও প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ফলে রাস উৎসব ঘিরে এলাকায় একটি সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়।'

সভাপতি বিষ্ণু মণ্ডল বলেন, 'রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুজো করার পরেই রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন শুরু হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লীলাকীর্তনশিল্পী রাধাকৃষ্ণের বাণী উপস্থাপন করবেন। সমস্ত কাজকর্ম চলছে। চারিদিকে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। মঞ্চের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রাস উৎসবকে ঘিরে পঞ্চানন্দপুরের দামোদরটোলা গ্রাম সেজে উঠতে শুরু করেছে।'

২৫০ পুকুরে মাছ উধাও

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোর আগের রাতের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এলাকায় মৎস্যজীবীদের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কুল্লাপাড়া, বগরিবাড়ি, হোগলাপাতা এলাকা মিলিয়ে প্রায় ২৫০-এর বেশি পুকুরের মাছ ভেসে গিয়েছে। মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি মাথায় হাত মৎস্য দপ্তরেরও। ধূপগুড়ি মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, 'জলের তোড়ে পুকুর থেকে মাছ ভেসে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে জেলা আধিকারিকদেরও রিপোর্ট পাঠানো হবে। গত ৫ অক্টোবর জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়। স্থানীয়রা এখনও অনেকে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা বলেন, 'ফিশারি দপ্তরের আধিকারিকরা হিসেবনিকেশ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

তবে বাড়িঘরের খোঁজ নিতে তাঁদের বসতভিটেতে ঢুঁ মারতেই নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির ছবি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বগরিবাড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণ রায়ের কথায়, 'দুই বিঘা জমিতে পুকুর ছিল। জল ঢুকে পুকুরের মাছ ভেসে চলে গিয়েছে। জাল ফেলে মাছ দেখতে গিয়ে দেখছি হাতেগোনা কয়েকটি মাছ ছাড়া কিছুই নেই।' মিন্টু রায়ের কথায়, 'মাছ চাষ করেই সংসার চলত। বন্যায় বাড়িঘরের সঙ্গে আয়ের একমাত্র অবলম্বনও শেষ।'

এদিকে, ২৫০-এর বেশি পুকুরের গড় হিসেব ৫০ হাজার টাকা করে ধরলেও কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। যা নিয়ে এখনও হিসেব না কষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধর্মনারায়ণ রায়। তিনি

বগরিবাড়ি এলাকার পুকুর।

> বলেন, 'ফিশারি দপ্তরের আধিকারিকরা হিসেবনিকেশ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে।
>
> **পুষ্পা দোলমা লেপচা**, মহকুমা শাসক, ধূপগুড়ি

বলেন, 'পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উচিত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে ব্লক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো। রাজ্য সরকারের ত্রাণ দেওয়া দেখেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।'

বিজেপি পরিচালিত গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় রায় জানান, ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে। সেই পরিমাপ করতে একটু সময় লেগে যাবে।

হাসপাতালে ফোঁটা খগেনকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : প্রতিবছর ভাইফোঁটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুকে ফোঁটা দেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তবে এবছর দাদা বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৫ অক্টোবর দুর্যোগবিধ্বস্ত নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনি। তারপর থেকেই শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। তাই দাদাকে ফোঁটা দিতে নার্সিংহোমে এলেন বিধায়ক বোন। বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার বেসরকারী হাসপাতালে সাংসদ দাদাকে ফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন শ্রীরূপা। পাশাপাশি খগেনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত খোঁজ নেন।

ফোঁটা দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বেসরকারী হাসপাতালে সময় কাটিয়ে মালদা ফিরে যান ইংরেজবাজারের বিধায়ক। ফেরার আগে দাদার ওপর হামলা নিয়ে ফের একবার রাজ্যের শাসকদলকে দায়ী করেন শ্রীরূপা। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বড় ভাই, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা সাংসদ খগেন মুর্মুকে ঢিল মেরে আঘাত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শাসকদলের দুষ্কৃতীরা কীভাবে হামলা চালিয়েছে। আজ ভাইফোঁটার দিন খগেনদা এতদূরে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমি প্রতিবছরই ওঁকে ফোঁটা দিই। তাই আজ শিলিগুড়িতে চলে এসেছি।' বেডে শুইয়েও ফোঁটা পাওয়ায় খুশি সাংসদ খগেন। তিনি বললেন, 'উৎসবের দিনেও যে আমাকে মনে রেখেছেন এটাই অনেক। ভাইফোঁটা দিতে এতদূর ছুটে এসেছেন শ্রীরূপা। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা।'

দুর্যোগের পরে ৫ অক্টোবর সকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে নাগরাকাটার বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ বিলি করতে গিয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সেখানে তাঁদের ওপর হামলা হয়। বিজেপির অভিযোগ ছিল, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। ওই হামলায় বাঁ চোখের নীচে গুরুতর আঘাত পান সাংসদ খগেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা জানান, সাংসদের বাঁ চোখের নীচে হাড় ভেঙে গিয়েছে। অন্তত ৬ সপ্তাহ পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তাঁকে। তারপর থেকে মাটিগাড়ার চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

খগেনকে প্রতিবছর ফোঁটা দেন শ্রীরূপা। তাই দাদা বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তিনি বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় চলে আসেন। বিধায়ক জানান, প্রতিবছর দাদাকে ভাইফোঁটা দেন। কিন্তু এবছর দাদা শিলিগুড়ির হাসপাতালে ভর্তি থাকায় সেটা সম্ভব হবে না ভেবেছিলেন। তবে ভাইফোঁটায় দাদাকে ফোঁটা দেবেন না এমনটা তিনি হতে দিতে চাননি। তাই মালদা থেকে এদিন দুপুরে মাটিগাড়ার নর্সিংহোমে এসে দাদাকে ফোঁটা দেন।

মালদা থেকে শিলিগুড়িতে শ্রীরূপা

হাসপাতালে খগেনকে ভাইফোঁটা শ্রীরূপার।

বিকল্প চাষে উৎসাহ প্রাক্তন কৃষিকর্তার

তাপস যেন বাঞ্ছারাম

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অক্টোবর : পেশায় ছিলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক। অবসরের পরেও গাছের প্রতি ভালোবাসার টানটা রয়ে গিয়েছে তাপসকুমার দাসের মধ্যে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে রাজ্য সড়ক ধরে ভাটিবাড়ির দিকে প্রায় দশ কিলোমিটার গেলেই গদাধর সেতু। সেতুর ডানদিকে নেমে গিয়েছে সিমেন্টের ঢালাই রাস্তা। সেই রাস্তা ধরেই ৮০০ মিটার গিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই বাগান। ২৪ বিঘা জমিজুড়ে সেই বাগানে সারি সারি আম গাছের সঙ্গে চোখে পড়বে মুসম্বি ও মালটা গাছও। পেয়ারা, আপেল, কুল গাছ- কী নেই? সবক'টি গাছের নিজের হাতে যত্ন নেন তাপস।

নানা প্রজাতির আম গাছ লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন আগেই। গাছ ভরে আম ফলে। এবার মালটা এবং মুসম্বি চাষ করেও তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তাপস। পতিত জমিতে গাছ লাগিয়ে রসালো এবং মিষ্টি মালটা এবং মুসম্বি উৎপাদন করতে পেরেছেন তিনি। কথায় কথায় বলছিলেন, মূলত এলাকার মানুষকে বিকল্প চাষে উৎসাহিত করার জন্যই তাঁর এই উদ্যোগ।

তাপস কৃষি নিয়েই পড়াশোনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করার পর কৃষি দপ্তরের আধিকারিক পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বললেন, 'চাকরি জীবনের পুরোটাই কৃষির বিকাশ নিয়ে কাজ করেছি। তাই অবসর নেওয়ার পর গাছপালা থেকে দূরে থাকার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর পরেই ফলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিই।' তবে তাপস চেয়েছিলেন একটু অন্য ধরনের ফলের গাছ লাগাতে। ২০২১ সালে এই বাগান গড়তে শুরু করেছিলেন তিনি। পরের বছর থেকে ফল আসে গাছে। বছর পাঁচেকের মধ্যেই বাগানভর্তি গাছ, আর গাছভর্তি ফল। কয়েক হাজার ফলের গাছ রয়েছে ওই বাগানে। এর মধ্যে মালটা এবং মুসম্বি গাছ রয়েছে ৫০০টি। বাগানে নার্সারিও রয়েছে। দিনভর সেসবের পরিচর্যাতেই দিন কেটে যায় তাঁর।

সেই বাগান দেখতেও আসেন অনেকে। সলসলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা, পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী বরুণ সাহা বলছিলেন, 'আমি ওই ফল বাগানের খবর পেয়ে সেখানে দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি।' শামুকতলার বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক দুলাল সূত্রধর বলেন, 'ওই বাগানের আম, মুসম্বি, মালটা, আপেল, কুল, পেয়ারা- সবকিছুই আমি খেয়েছি। প্রতিটি ফল সুস্বাদু। এই এলাকায় যে ভালো ফল উৎপাদন করা সম্ভব সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাপস।'

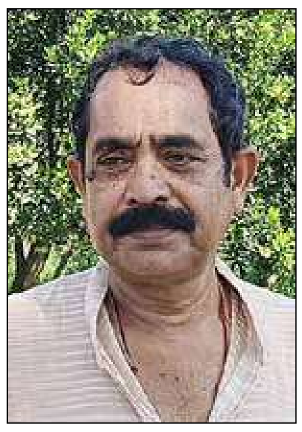

> চাকরি জীবনের পুরোটাই কৃষির বিকাশ নিয়ে কাজ করেছি। তাই অবসর নেওয়ার পর গাছপালা থেকে দূরে থাকার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর পরেই ফলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিই।
>
> **তাপসকুমার দাস**

দেউসি পরবে ভুটানে পাড়ি

নাগরাকাটা, ২৩ অক্টোবর : আত্মীয়রা থাকেন দু'পা বাড়ালেই প্রতিবেশী দেশে। দীপাবলির পরই শুরু হয়ে গিয়েছে আদিবাসীদের দেউসি পরব। পরিজনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পাশাপাশি সবাই মিলে দেউসির আনন্দে শামিল হওয়া। তাই চ্যাংমারি চা বাগানের আপার ডিভিশনের আদিবাসী সম্প্রদায় পাড়ি দিচ্ছেন ভুটানে। এর মাধ্যমে দু'দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন আরও মজবুত হচ্ছে।

চ্যাংমারি চা বাগানের আপার ডিভিশনের ওপারেই ভুটান। দু'দেশের সীমান্তে সুরক্ষাবাহিনীও রয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল ও ভুটান পুলিশের অনুমতি নিয়েই আপার চ্যাংমারির বাসিন্দারা সেখানে যাচ্ছেন। দিনভর দেউসিতে শামিল হওয়ার পর বিকেলে ফিরে আসছেন নিজেদের মহল্লায়। শংকর ছেত্রী নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এটাই এখানকার ট্র্যাডিশন। দেউসি শুধু আন্তজাতিকই হয়ে ওঠেনি, তার সঙ্গে নানা ভাষা ও নানা সংস্কৃতির আদানপ্রদানও নীরবে ঘটিয়ে যাচ্ছে।'

আপার চ্যাংমারির আদিবাসীরা মাদল, নাগরা নিয়ে নিজেদের এলাকার প্রতিটি বাড়িতে গিয়েও দেউসিতে শামিল হচ্ছেন। যে যা পারেন সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যও করছেন তাঁদের।

গয়নাভর্তি ব্যাগ থানায় জমা দিনমজুরের

শামুকতলা, ২৩ অক্টোবর : ব্যাগে বহু সোনার গয়না ছিল। সব মিলিয়ে দাম কয়েক লক্ষ টাকা হবে। সঙ্গে কিছু টাকাও। এই সুবাদে নিজের আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা ভালো করে নেওয়ার সুযোগও ছিল। কিন্তু তিনি 'অন্য মানুষ'। তাই জাতীয় সড়কে কুড়িয়ে পাওয়া গয়না সহ ব্যাগটি তিনি পুলিশে জমা দিলেন। রাকেশ বর্মন একজন দিনমজুর। দক্ষিণ পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দা। তাঁর এহেন কীর্তিতে প্রশংসার বন্যা বইছে।

মহাকাল চৌপথির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় রাকেশ বৃহস্পতিবার একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। খুলে দেখেন, তাতে কিছু টাকার পাশাপাশি সোনার গয়না রয়েছে। ব্যাগটি কার তা বের করতে তিনি বেশ খোঁজখবর করেছিলেন। পরে গয়নাভর্তি সেই ব্যাগ তিনি শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকের হাতে জমা দেন।

রাকেশের কথায়, 'আর্থিক অনটন থাকতে পারে কিন্তু অসৎভাবে কারও জিনিস নিতে বিবেকে বাধে। তাই গয়নাভর্তি ব্যাগ পেয়ে আমি থানায় জমা দিয়েছি।' শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি বললেন, 'সততা যে হারিয়ে যায়নি এই ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত। ব্যাগের মালিকের খোঁজ এখনও মেলেনি। ব্যাগের ভেতরে কিছু গয়না এবং টাকা রয়েছে। সমস্ত থানায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে খবর দিয়েছি। উপযুক্ত প্রমাণ দিলে মালিকের হাতে ওই ব্যাগ তুলে দেওয়া হবে।'

> আর্থিক অনটন থাকতে পারে কিন্তু অসৎভাবে কারও জিনিস নিতে বিবেকে বাধে। তাই গয়নাভর্তি ব্যাগ পেয়ে আমি থানায় জমা দিয়েছি।
>
> **রাকেশ বর্মন** দিনমজুর

কর্মখালি

Teachers (residential) for School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in interview at Siliguri on 23 to 26 October. M- 9799878678/ 9783251436. (K)

●

Required the following candidate in Siliguri for Real Estate Company :- a. Marketing, b. Accountant, c. Data Entry, d. Purchase. Contact No. 9609901134 or mail to: project.25@myyahoo.com (C/118820)

●

শিলিগুড়িতে ১জন কমার্সিয়াল লাইসেন্সযুক্ত প্রাইভেট Driver চাই। বেতন : ১৫০০০ টাকা। (M) 9434044342. (C/118369)

অ্যাফিডেভিট

আমি এজাজুল হক, পিতা- মজর আলী, গ্রাম: খারীজা নল ধোল্দ্রা, পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোচবিহার। আমার আধার কার্ডে ভুলবশত নাম আছে এজাজুল হোসেন, গত 8/10/25 জে.এম. কোর্ট ফার্স্ট ক্লাসে অ্যাফিডেভিট করে এজাজুল হোসেন থেকে এজাজুল হক নামে পরিচিত হলাম। (C/A)

অ্যাফিডেভিট

I, Hira Roy, S/O Kartik Roy, residing at South Station Para (Bhimram), Naxalbari, Derjeeling- 734429 W.B., have changed my name to Devraj Roy by affidavit dated 22.10.2025 before Notary Public, Siliguri court. (C/118370)

পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্যে অবশিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৬৪ অফ ২০২৫ তারিখ: ২২-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া মণ্ডলে: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/তিনসুকিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে পথের পাশের স্টেশনসমূহ এবং কলোনিসমূহে স্টোরেজ সুবিধার সঙ্গে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কাজ সহিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজ। টেন্ডার রাশি: ৭,৭০,৬৮,৩৩৩/- টাকা। বায়না রাশি: ৫,৩৫,৪০০/- টাকা। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: তিনসুকিয়া মণ্ডলে: এডিইএন/ শিমলুগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পথের পাশের স্টেশন, কলোনি এবং এএলপি সেটসমূহে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ সহিত পানীয় জলের সঙ্গে স্টোরেজ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কাজ। টেন্ডার রাশি: ৫,২৭,৮৫,০৪৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,১৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২০২৫-২৬ তারিখ: ২১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২০২৫-২৬। কাজের নাম: এই কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) - টিএসআর (পি)- ৬৫,৮০০ টিকেএম"। টেন্ডার রাশি: ৬৯,৩০,২৮০.৩৭/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৩৮,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **NIT. No- 43/BDO/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Dated: 23.10.2025, Last date for Submission of Bids- 13/11/2025 at 3.00 pm,** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

PWD (GOVT OF WB SHORT NOTICE INVITING SEAL BID

SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites Seal Bid (offline) for the following works :-

Construction of vented causeway and approach road near new Balasan Bridge (at DUDHIA) at chainage 5.70 km of Garidhura -Mirik - Simanabusty Road under Darjeeling Highway Division in the district of Darjeeling.

Rs. 2,82,42,032.80

SHORT NOTICE INVITING SEAL BID NO. 03 OF 2025-2026 OF SE NBHC

Date of application & finalization of Seal Bid on 27.10.25 at the office of the SE NBHC. Saktigarh, Siliguri - 734005

Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এলইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১ বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১ বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিনেমা

আজ টিভিতে

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ জানেমন, দুপুর ১.০০ রংবাজ, বিকেল ৪.০০ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ১০.৩০ টাইগার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ বেহুলা লখীন্দর, বিকেল ৪.০০ সাথী, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.১৫ বাদশা : দ্য ডন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেজবউ, দুপুর ১২.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ১১.০০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাহাড়ি ফুল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ দেবদাস, দুপুর ১২.০০ বুম বুম বোলে, বিকেল ৩.০০ গুন্ডারাজ, সন্ধে ৭.০০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, রাত ১০.০০ দোস্তানা

জি বলিউড : বেলা ১১.২৯ আরজু, দুপুর ১.৫৩ নসীব, বিকেল ৫.২১ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ৮.০০ জুদাই, ১০.৫৩ মাহির

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪২ সিং ইজ ব্লিং, দুপুর ১.২৪ সিরফ তুম, বিকেল ৪.০৪ মিস্টার জু কিপার, সন্ধে ৬.০৭ শার্কনাডো টু-দ্য সেকেন্ড ওয়ান, সন্ধে ৭.৪৫ হিম্মতওর, রাত ১০.০৬ স্নেক কেভ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০০ পূর্ণা, ২.৪১ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৫.১০ ঘুমর, সন্ধে ৭.২৭ ওমেরতা, রাত ৯.০০ ফররে, রাত ১০.৫৫ দ্য তাসখন্দ ফাইলস

এমএনএক্স : দুপুর ২.০০ মর্টাল কমব্যাট, বিকেল ৩.৩৫ টেক শেলটার, ৫.৪০ নো এস্কেপ, রাত ১০.৫৫ স্পিসিস

বেহুলা লখীন্দর দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

সত্যপ্রেম কি কথা দুপুর ২.৪১
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য ওয়ে অফ চিতা রাত ১১.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। বৃষ : আপনার কথার মাধুর্যে সমাজে সম্মানিত হবেন। কর্মস্থানে ভালো খবর আশা করতে পারেন। পারিবারিক বিবাদ মিটবে। মিথুন : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও খরচ বাড়বে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। কর্কট : সংসারে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। আপনার কারণে সংসারে বড় পরিবর্তন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। সিংহ : বহুদিন ধরে চলতে থাকা কোনও অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে কোনও নিকট আত্মীয়ের থেকে দূরত্ব বাড়বে। কন্যা : ভাগ্যোন্নতির সুযোগ পাবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। তুলা : প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায় শুভফল আশা করা যায়। বৃশ্চিক : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দলে আরও দায়িত্ব বাড়বে। সৃজনমূলক কোনও কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে পারেন। বিদ্যার্থীরা শুভ ফল পাবেন। ধনু : পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আনন্দলাভ। মকর : কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। বেহিসেবি খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। কুম্ভ : আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করে সংসারে অশান্তি। স্ত্রীর ভাগ্যে কোনও সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। মীন : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে সমঝোতা হয়ে যাবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য দেখে গর্বিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২ কার্ত্তিক, ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ৬ কাতি, সংবৎ ৩ কার্ত্তিক সুদি, ১ জমাঃ আউছ। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।২। শুক্রবার, তৃতীয়া রাত্রি ১০।২৮। অনুরাধানক্ষত্র অহোরাত্র। সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৫।২৯। তৈতিলকরণ দিবা ৯।২৫ গতে গরকরণ দিবা ১০।২৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।২৮ গতে নৈর্ঋতে। বারাবেলাদি ৮।৩২ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১২ গতে ৯।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫২ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ১০।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবসয্যাসনাদ্যুপভোগ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারিনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৫।২ গতে রাত্রি ৮।১২ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৯।৫৭ গতে ১০।২৮ মধ্যে মেষ বৃষ ও মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাষ্ট্রসংঘ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৫।২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোচবিহারে দ্যুতিমানের জায়গায় সন্দীপ কাররা

বিতর্কের পরই এসপি বদল

কোচবিহার, ২৩ অক্টোবর : কালীপুজোর রাতে প্রতিবেশী শিশু ও মহিলাদের মারধরের ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই বদলি হলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তাঁর জায়গায় নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসছেন সন্দীপ কাররা। দ্যুতিমান স্টেট আর্মড পুলিশের থার্ড ব্যাটালিয়নের সিও পদে বদলি হলেন। বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' সোমবার রাতে মাথায় ফেট্টি বেঁধে, হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরে প্রতিবেশীদের বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে তাঁর এই বদলির পিছনে সেই ঘটনাই কারণ, এমনটা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেননি। পুলিশ বা প্রশাসনের কেউ পুলিশ সুপার বদলির বিষয়ে মুখ খোলেননি। পুলিশ কেবল জানিয়েছে, বাজি কাণ্ডের পর এসপির বদলির দাবিতে মঙ্গলবার তাঁর বাংলোর সামনে অবরোধ করেছিলেন বাসিন্দারা। সেখানে লাঠিচার্জ করে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলাকে জামিন দেওয়া হলেও বাকিরা পুলিশি ও জেল হেপাজতে রয়েছেন। শুক্রবার ফের তাঁদের আদালতে তোলা হবে।

সূত্রের খবর, বাজি কাণ্ডের তদন্তের জন্য নবান্ন থেকে জেলার এক শীর্ষ আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়। সেই রিপোর্ট জমা পড়তেই দ্যুতিমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যে প্রতিবেশীদের পিটিয়েছিলেন সেকথা উল্লেখ রয়েছে সেই রিপোর্টে। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে পুলিশ সুপারের স্ত্রীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে তিনি ব্যবসায়িক সুবিধা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পুলিশ মহল থেকেও অভিযোগ জমা পড়েছে। এর আগেও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। দিল্লি পুলিশ দিনহাটায় গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তা রাজ্যকে না জানানোয় পুলিশ সুপারের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই শেষ নয়। ডিএসপি পদমর্যাদায় এক আধিকারিককে কাজে লাগানো হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ফের এক সভা থেকে দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে তুলোধোনা করেছিলেন। শালবাগানে পিকনিক নিষিদ্ধ থাকলেও কয়েকমাস আগে সেখানে পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতেই পুলিশের মোচ্ছব চলে। তা নিয়েও বিতর্কে জড়ান দ্যুতিমান।

তাঁর আমলে মাদক বাজেয়াপ্তের পরিমাণ বাড়ানো, সাইবার ক্রাইম নিয়ে ভালো কাজ করা ও পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমলেও জেলার আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছিল বলে অভিযোগ। পুলিশের সামনেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূল নেতারাও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দুই মাস আগে প্রকাশ্যেই তৃণমূল নেতা অমর রায় গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন। অথচ সেই খুনের মাস্টারমাইন্ডকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। ডাওয়াগুড়িতে বাবা, দাদাকে খুন করে প্রণব বৈশ্য নামে এক তরুণ পালিয়ে যান। তিনি এখনও অধরা। বারবার এধরনের ঘটনায় রীতিমতো চাপে ছিলেন পুলিশের এই শীর্ষকর্তা।

বাজি কাণ্ডের পর তাঁর হঠাৎ বদলির খবর প্রকাশ্যে আসায় পুলিশ মহলেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য পরিবেশপ্রেমী হিসেবে পরিচিত। সাংস্কৃতিক মহলের সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর হঠাৎ বদলিতে মন খারাপের রেশ নেমে এসেছে সেই মহলের একাংশের মধ্যে। তবে বাজি কাণ্ডে ধৃতদের পক্ষের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'এতে আন্দোলনকারীদের জয় হল। মামলা মামলার মতোই চলবে।'

পুলিশ সুপারের বদলির দাবিতে বুধবার কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করেছিল বিজেপি। দাবি মেটার পর বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র গলায় নরম সুর। তিনি বললেন, 'সত্যের জয় হল। প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা খুশি। মনে রাখতে হবে, যে যত বড়ই আধিকারিক হোন না কেন, নিয়মের বাইরে কেউ নন।' অবশ্য বদলির সঙ্গে বাজি কাণ্ডের যোগ রয়েছে বলে মনে করতে নারাজ তৃণমূল। দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের কথা, 'এটা রুটিন বদলি হতে পারে। পুলিশ সুপারের বদলির সঙ্গে বাজি কাণ্ডের যোগ রয়েছে বলে মনে হয় না।'

নেপথ্য কারণ

বাজি কাণ্ডের তদন্তের জন্য নবান্ন থেকে জেলার এক শীর্ষ আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়

সেই রিপোর্ট জমা পড়তেই দ্যুতিমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

রিপোর্টে পুলিশ সুপারের স্ত্রীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে

স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে তিনি ব্যবসায়িক সুবিধা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ

স্ট্রেচার লুকিয়ে টাকা আদায় মেডিকেলে

শেষপর্যন্ত বেরোল নতুন ৩০টি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কয়েকদিন আগেই সময়মতো স্ট্রেচার না পাওয়ায় করিডরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন বাগডোগরার তরুণ বিশ্বজিৎ চন্দ। সময়মতো রোগীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার, ট্রলি না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অনেক সময়ই ভাঙা, চাকাহীন স্ট্রেচার দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। হাসপাতালের দাবি ছিল, পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ট্রেচার, ট্রলি না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু নতুন যে তথ্য হাতে এসেছে তাতে চমকে যাওয়ার জোগাড়! দেখা যাচ্ছে, স্ট্রেচার লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে রোগীদের কাছ টাকা তোলার জন্য কর্মীদের একাংশ এই কারবার করছিলেন। কেননা স্টোর রুম থেকে নতুন ৩০টি স্ট্রেচার পাওয়া গিয়েছে। হাসপাতালের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে যে, এই স্ট্রেচারগুলি কেন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'নতুন স্ট্রেচারগুলি কেন ভিতরে রাখা ছিল বলতে পারব না। সম্ভবত সেগুলি খাতায় এন্ট্রি না হওয়ায় সেখানে রাখা ছিল। তবে, বর্তমানে পর্যাপ্ত স্ট্রেচার রয়েছে। স্ট্রেচার দেওয়ার জন্য একাধিক কাউন্টার করা হয়েছে। কিন্তু এত বিশাল হাসপাতালে স্ট্রেচার, ট্রলির সমস্যা এত সহজে মিটবে না।'

২৬ সেপ্টেম্বর বাগডোগরার ত্রৈলোক্যনগরের বাসিন্দা বিশ্বজিতকে মেডিকেলে নিয়ে এলে তাঁকে জরুরি বিভাগ থেকে মেডিসিন ভর্তি করা হয়। কিন্তু রোগীকে অন্তর্বিভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করেও দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় স্ট্রেচার পাওয়া যায়নি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে বাবা গোপালচন্দ্র চন্দ কাঁধে করে রোগীকে নিয়ে করিডর হয়ে অন্তর্বিভাগে যাচ্ছিলেন। সেখানে পৌঁছানোর আগে করিডরেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীমৃত্যুর পর পরিবার দেহ নিয়ে করিডরেই বিক্ষোভ শুরু করায় হাসপাতাল কর্মীরা একটি স্ট্রেচার সেখানে এনে খাড়া করেন। সেই স্ট্রেচার উলটে ফেলে দেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, দাবি মতো ২০০ টাকা না দেওয়ায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা হয়রানি করা হয়েছে। সময়মতো স্ট্রেচার পেলে ছেলেকে বাঁচানো যেত বলে গোপালচন্দ্র দাবি করেছিলেন।

সেই সময় স্ট্রেচার সরবরাহকারী ২৫ নম্বর কাউন্টারের কর্মীরা দাবি করেছিলেন, তুলনায় কম স্ট্রেচার, ট্রলি রয়েছে। বেশ কিছু স্ট্রেচার, ট্রলি খারাপ হয়ে গিয়েছে। রোগীর পরিজনরা স্ট্রেচার, ট্রলি নিয়ে গেলে ফেরত দিতে দেরি করছেন। এদিকে এক আধিকারিক খবর পান যে, স্টোররুমে বেশ কিছু নতুন স্ট্রেচার রাখা রয়েছে। সুপারের অফিস থেকে সেই স্ট্রেচারগুলি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলেও সেগুলি বের করা হয়নি। খবর পেয়ে সেই আধিকারিক গোপনে স্টোরের ভিডিও করেন। সেখানে দেখা যায়, ৩০টি নতুন স্ট্রেচার গচ্ছিত রয়েছে। সেই ভিডিও হাসপাতাল সুপারকে পাঠানো হয়। এর পরেই বুধবার স্ট্রেচারগুলি বের করা হয়েছে। এক আধিকারিক অবশ্য বলেছেন, 'মানুষের দুর্ভোগ কমাতে আমরা স্ট্রেচারগুলি ব্যবহারের জন্য দিয়েছি। কে কেন এগুলি লুকিয়ে রেখেছিল সেই বিষয়ে হাসপাতাল সুপারই যা বলার বলবেন।' অভিযোগ, বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্মীরাই এভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মানুষের কাছে টাকা দাবি করেন। গরিব মানুষ বাধ্য হয়ে রোগীর জীবন বাঁচাতে দ্রুত স্ট্রেচার বা ট্রলি পেতে ২০০-৩০০ টাকা করে দিয়ে দেন। এই চক্র ভাঙতে কড়া পদক্ষেপের দাবি উঠছে।

বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে বিশেষভাবে সক্ষম ৪১ বছরের মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৬২ বছরের এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। মাটিগাড়া থানার ঘটনা। বুধবার ওই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতার বাবা। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, 'বুধবার সকালে আমি এবং স্ত্রী কাজে গিয়েছিলাম। বাড়িতে মেয়ে একাই ছিল। সেই সুযোগে প্রতিবেশী ওই বৃদ্ধ মেয়েকে ধর্ষণ করে।' দুপুরে বাড়ি ফিরলে মেয়ে সবকিছু জানায়। রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলার মেডিকেল টেস্ট হয়েছে।

নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, তাঁরা বারবার পুলিশের কাছে গেলেও প্রতিবার শুধু আশ্বাস পেয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর প্রতিবাদে এবং নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের পরিবারের লোকজন এবং গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে মাটিগাড়া থানার আইসিকে স্মারকলিপি দেন। থানার এক আধিকারিক বলছেন, 'নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।'

২০ শতাংশ বোনাস

নাগরাকাটা, ২৩ অক্টোবর : ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হল বানারহাটের রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের কর্মীদের। দুর্গাপুজোর আগে থেকে অবশ্য বাগান দুটি অচল হয়ে রয়েছে। দু'কিস্তিতে ওই বোনাস দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল। এরপর কালীপুজোর আগে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। বর্তমানে বাগান দুটির দায়িত্বে রয়েছেন ঋত্বিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও সরকারি নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। অচলাবস্থার বিষয়টি নিয়ে শ্রম দপ্তর বৈঠক ডাকলে সেখানে বিশদে আলোচনা হবে।'

জাতীয় চ্যাম্পিয়নের ঝুলন্ত দেহ

ময়নাগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কোচিং থেকে বান্ধবীদের নিয়ে পুজো দেখতে গিয়েছিল নবম শ্রেণির ছাত্রী ময়ূরাক্ষী দে। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় মা ফোন করে সামান্য বকুনি দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ন্যাশনাল আর্টিস্টিক যোগা ও যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন ময়ূরাক্ষীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার শোয়ার ঘর থেকে। পুজোর আবহে সারা শহরে খুশির মেজাজ এমন ঘটনায় শোকের আবহে বদলে গিয়েছে।

বুধবার রাতে মেয়েকে বাড়ি ফিরতে বলে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গল্প করছিলেন ময়ূরাক্ষীর মা পিংকি। পরিবারের ধারণা, এরমধ্যেই সম্ভবত ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আসে মেয়ে। কিছুক্ষণ পর বাড়িতে ফিরে মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন পিংকি। প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে ছুটে আসেন। তাঁরাই খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে ময়ূরাক্ষীকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন দুপুরে তার নিথর দেহ আসে বাড়িতে।

এদিন বিকেলে ময়নাগুড়ি শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ময়ূরাক্ষীর। মা পিংকি এবং বাবা সুবল কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সামান্য বকুনিতে এমন চরম সিদ্ধান্ত নেবে মেয়ে। তাঁরা কার্যত বাকরুদ্ধ। ময়ূরাক্ষী চলতি বছরের ২৬ অগাস্ট কলকাতার চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল যোগা স্পোর্টস ২০২৫-এ আর্টিস্টিক যোগা এবং যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন হয়। দুটি ট্রফি ও একটি স্কুটি উপহার পায় সে।

ভাইফোঁটার দিন দিদির নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে নয়ন। একটি বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সে। সুবল পরিবহণ ব্যবসায়ী, স্ত্রী পিংকি গৃহবধূ। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ময়ূরাক্ষীকে স্কুল তো বটেই, শহরের সকলেই চিনতেন। এদিন তাকে শেষবার দেখতে এসে অনেকেই শোকস্তব্ধ। আইএনটিটিইউসি-র ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি কল্যাণ সাহা বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। কিছু বলার ভাষা নেই।'

কাকা শ্যামল দে বলেন, 'খুবই শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল ও। প্রাইভেট টিউশন সেরে বান্ধবীদের নিয়ে পুজো দেখছিল। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় মা মোবাইল ফোনে খুব সাধারণভাবেই বকাবকি করেন। মায়ের ফোন পেয়েই সে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে এমন কাজ করে বলে অনুমান। আমাদের ভাবতেই অবাক লাগছে ওর মতো মেয়ে এমন কাজ করল।'

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা

বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শ্রীকৃষ্ণপুর বাইপাসে রাজু দাসের তোলা ছবি।

গ্রেপ্তার পাঁচ বাংলাদেশি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোরাডাবরির সীমান্ত সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বাড়ির মালিক রশিদুল রহমানের স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রশিদুল এবং তাঁর সঙ্গে সীমান্তে চোরাকারবারে জড়িত রাজ্জাক হোসেন, বাবুল হোসেন, আইনুল হকের খোঁজ করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'বুধবার রাতে এই ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। চোরাচালানের তথ্যও সামনে এসেছে।'

দুর্যোগের পাহাড়ে ম্লান ভাইটিকা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৩ অক্টোবর : পাহাড়ে পালিত হওয়া উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম ভাইটিকা। সমতলে যেদিন ভাইফোঁটা পালন করা হয়, সেদিন পাহাড়ে পালিত হয় এই উৎসব। অন্যবছর এই বিশেষ দিন পাহাড়জুড়ে উদযাপন করা হলেও, বৃহস্পতিবার দুধিয়া, মিরিক, সৌরিণী, সুখিয়াপোখরির মতো দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকায় ভাই টিকায় সেই উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা লক্ষ করা যায়নি। অনেকে ত্রাণশিবিরে কোনওরকমে ভাইটিকা সেরেছেন। যাঁরা বাড়িতে রয়েছেন তাঁরাও খুবই স্বল্প আয়োজনের মধ্যেই উৎসবে শামিল হয়েছেন।

ভাইটিকায় বোনেরা ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা করে পুজোপাঠ করেন। ভাইয়ের কপালে পঞ্চ রংয়ের তিলক এঁকে গলায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দেন। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে কার্যত লন্ডভন্ড দার্জিলিং পাহাড়ে এই উৎসব ম্লান হয়ে গিয়েছে। সুখিয়াপোখরির বিডিও অর্ঘ্য গুহ বলছেন, 'ত্রাণশিবিরগুলিতে থাকা বাসিন্দারা অনাড়ম্বরভাবে দিনটি পালন করেছেন। যাঁদের বাড়িঘর ঠিকঠাক রয়েছে, তাঁরা বাড়িতেই উৎসব পালন করেছেন।'

গত ৫ অক্টোবর একরাতের ভয়াবহ বৃষ্টিতে পাহাড়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি, সুখিয়াপোখরি, মিরিকের বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু বাড়ি ধসে পড়ে। ধসে চাপা পড়ে অনেকের মৃত্যু হয়। বালাসন নদীতে অস্বাভাবিক জলস্ফীতির জেরে দুধিয়ায় লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের সঙ্গে সমতলের সড়ক যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন। দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু তৈরির কাজ শুরু হলেও তা এখনও সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, এই পথ চালু হতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে।

দুধিয়ায় এখনও শুনসান রাস্তাঘাট। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

দুধিয়ার বালাসন সেতু সংলগ্ন এলাকায় বেশিরভাগ বাড়ি তালাবন্ধ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এরই মধ্যে একটি বাড়ি ফুলের মালায় সেজে উঠেছে। দরজায় টোকা মারতেই বীণা রাসেইলি নামে এক প্রবীণা বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমাদের অন্যতম বড় উৎসব ভাইটিকা। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এবার সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। অনেকের ঘর ভেসে গিয়েছে। কৃষিজমি, দোকানের অস্তিত্ব নেই। কর্মহীন এবং বাসস্থানহীন দুধিয়ায় এবার আর ভাই টিকা উৎসবের আকারে হচ্ছে না।' ভাইকে টিকা পরাতে দুধিয়া বাজারে এসেছিলেন কালিম্পংয়ের ন'মাইলের গৃহবধূ সুমিত্রা তামাং। তাঁর কথায়, 'অন্যবার ভাই আমার বাড়িতে যায়। কিন্তু বৃষ্টি, ধসে আমাদের বাড়িটাই তলিয়ে গিয়েছে। মা, বাবা এবং ভাই একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই আমিই এসে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইটিকা দিয়ে গেলাম।'

মিরিকের সৌরিণীর ত্রাণশিবিরেই স্থানীয় সমাজের তরফে ভাইটিকার আয়োজন করা হয়। সেখানে আশ্রয় নেওয়া ভাইবোনদের মধ্যে মিষ্টি বিলি, ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

ফলন বেশি, দাম নেই আনারসের

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অক্টোবর : চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বা জোগান বেশি হলে যে কোনও পণ্যের দাম খুব স্বাভাবিক নিয়মেই কমে আসে। ছটপুজোর প্রাক্কালে বহু দশক আগে অর্থনীতির জনক লর্ড কেইনসের প্রমাণিত এই তত্ত্বের মর্ম হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন বিধাননগরের আনারসচাষিরা। গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর আনারসের জন্যই পরিচিত। সব থেকে বেশি আনারস উৎপাদন এবং রপ্তানি হয় এই এলাকা থেকেই। ছটপুজোর আগে ব্যাপক ফলনের কল্যাণে পড়েছে দাম। আর সেকারণেই লাভের মুখ দেখা তো দূরের কথা, খরচের টাকাও উঠবে না বলে আশঙ্কা করছেন আনারসচাষিরা।

গত বছর ছটপুজোর আগে আনারস প্রতি কেজি দাম ছিল ৪০ থেকে ৪২ টাকা। এবছর সেই দাম গিয়ে ঠেকেছে মাত্র ৫ থেকে ১২ টাকায়। অথচ, গাছ প্রতি পরিচর্যা খরচ প্রায় ২০ থেকে ২৫ টাকা।

এই অবস্থায় কৃষকরা কার্যত চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। আড়তদাররাও এত আনারস কোথায় বিক্রি করবেন তা নিয়ে বিচলিত। গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর আনারসের জন্যই পরিচিতি। ছটপুজোর আগে বিহার, দিল্লি,

বেঙ্গালুরু সহ উত্তর ভারতে আনারসের চালান হয়। কিন্তু, এবছর পণ্যবাহী গাড়ির সংখ্যা কম থাকায় ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। একদিকে, চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি, অন্যদিকে গাড়ির ভাড়াও অনেক বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদিত ফসল বাইরে পাঠানো যাচ্ছে না। যে কয়েকজন ব্যবসায়ী অল্প পরিমাণ আনারস বাইরের রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরাও পড়েছেন সমস্যায়। সবমিলিয়ে আনারসচাষিদের কার্যত মাথায় হাত। বিধাননগর আনারস ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত যা আমদানি হয়েছে, তার সিকিভাগ মাত্র বিক্রি হয়েছে। চাহিদার তুলনায় কয়েকগুণ আমদানি হয়েছে। গাড়ি কম থাকায় ১০ হাজারের গাড়ি ভাড়া ২০ হাজার হয়ে যাওয়ায় দূরের রাজ্যে ছোট ব্যবসায়ীদের অর্ডার থাকলেও, আনারস পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।'

চটহাটের আনারসচাষি গোলাম মোস্তফা বলেন, '১২ বিঘা জমিতে আনারস চাষ করেছি, খরচের অর্ধেক টাকাও উঠবে না।' মুড়িখাওয়াতে ৭ বিঘা জমিতে আনারস চাষ করেছেন এরশাদ আলি। তাঁর কথায়, 'আনারস চাষ করার থেকে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভালো ছিল। ৩ বিঘা জমিতে এখনও আনারস পড়ে রয়েছে। শ্রমিকের খরচ কয়েকগুণ বেড়েছে। কী করব বুঝতেই পারছি না।' বিধাননগরের আনারসচাষি পরিতোষ সিংহ, গোবিন্দ সরকারদের গলাতেও একই সুর। ছটপুজোর আর মাত্র তিনদিন বাকি, ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন এমন চাষিরাও এত আনারসের কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

রাস্তায় দুই শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : রাতের শহরে দুই শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পকসো অ্যাক্টে মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায় রাতের শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা ফের একবার প্রশ্নের মুখে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রের খবর, আট ও নয় বছরের ওই দুই শিশুকন্যার বাড়ি পাশাপাশি। তারা বুধবার রাতে পাড়ার দোকানে চকোলেট কিনতে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগে এক তরুণ এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। রাস্তাতেই মেয়ে দুটিকে যৌন হেনস্তা করে অভিযুক্ত। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে এরপর দুজন ছুটে বাড়িতে চলে আসে। তাদের মুখে ঘটনার কথা শুনে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অভিযুক্ত দুই শিশুকন্যারই চেনা। তাদের কথামতো রাতেই ওই তরুণকে পাকড়াও করেন পরিবারের লোকেরা। এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকায় সেখানে পৌঁছায় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভি ফুটেজ। ফুটেজে চিহ্নিত হওয়ার পর অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এক শিশুকন্যার দাদা বললেন, 'চকোলেট খেতে ইচ্ছে হওয়ায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দোকানে গিয়েছিল বোন ও তার বান্ধবী। বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পর বোন ছুটে বাড়িতে ঢোকে। আতঙ্কে রীতিমতো কাঁপছিল ওরা দুজন। একটু ধাতস্থ হতেই বোন ধীরে ধীরে গোটা ঘটনা খুলে বলে। এরপর দুই পরিবার মিলে আমরা ওই তরুণের খোঁজ শুরু করি।'

দুই শিশুকন্যা যৌন হেনস্তার শিকার হওয়ায় রাতের শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শহরের নাগরিক অভিজিৎ চৌধুরী বললেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও বয়সি নারীই সুরক্ষিত নয়। প্রশাসনের উচিত টহলদারি আরও বাড়ানো। সেইসঙ্গে প্রয়োজন দোষীদের কড়া শাস্তি নিশ্চিত করা।'

অষ্টমঙ্গলা কালীপুজোর প্রস্তুতি

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : কালীপুজো শেষ হয়েছে চারদিন হল। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মণ্ডপে ইতিমধ্যেই প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোপড়ার প্রেমচাঁদগছে এখন সবে প্রস্তুতির ছবি। ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেমচাঁদগছে প্রতিবার কালীপুজোর আটদিন পর কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। এলাকায় যা অষ্টমঙ্গলা কালীপুজো নামে পরিচিত। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এবছর আগামী ২৭ অক্টোবর সোমবার পুজো অনুষ্ঠিত হবে। পুজোকে ঘিরে তিনদিনব্যাপী মেলা চলবে। মেলা প্রাঙ্গণে প্রথম দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দু'দিন পালাগানের আসর বসানো হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, টানা চার দশক ধরে অষ্টমঙ্গলা কালীপুজোর আয়োজন করে আসছেন প্রেমচাঁদগছ এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু কেন অসময়ে কালীপুজোর আয়োজন হয়? স্থানীয়রা বলছেন, একসময় এলাকার আশপাশে কোথাও কোনও বড় দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজো হত না। ফলে চার দশক আগে স্থানীয়রা এই পুজো চালু করেছিলেন। এখন স্থায়ী মন্দির রয়েছে। একসময় ওই এলাকায় একটি বড় মাটির ঢিপি ছিল। সেখানেই পুজো ও মেলার আয়োজন হত। কয়েকদিন ধরে চলত পালাগানের প্রতিযোগিতার আসর। এখনও প্রতি বছর সেই রেওয়াজই চলে আসছে। এনিয়ে পুজো কমিটির সহ সম্পাদক রাজেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'সব জায়গায় পুজো শেষ হওয়ার পর অষ্টমঙ্গলা কালীপুজোয় আমাদের এলাকায় পুজোর আমেজ ফেরে। পুজো ঘিরে প্রতিবার জমজমাট মেলা, গানের আসর বসে। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ আসেন।' অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিবার পালাগানের আসর বসানো হয় বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

কালী মন্দিরে সারাবছর প্রতিমা থাকে। প্রতিবার এইসময় পুজোর আগে পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমায় রীতি মেনে পুজোর আয়োজন করা হয়। আগত ভক্তদের জন্য ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। পুজো ও মেলা কমিটির উপদেষ্টা শ্রীবাস্ত সিংহ এনিয়ে বললেন, 'এবার পুজোর ৪১তম বর্ষ। সোমবার সন্ধ্যায় পুজো হবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী মেলা, অনুষ্ঠান ও পালাগান চলবে।'

ভারী যান চলাচলের অনুমতি এখনই নয়

প্রায় শেষ দুধিয়ায় অস্থায়ী রাস্তার কাজ

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ২৩ অক্টোবর : দুধিয়ায় বালাসন নদীর উপর হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। পূর্ত দপ্তর সূত্রের খবর, আগামী রবি অথবা সোমবার থেকে এই রাস্তায় যান চলাচল শুরু হতে পারে। তবে, অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র যাত্রীবাহী এবং ছোট পণ্যবাহী গাড়িই চলাচল করতে পারবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সেতুতে পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থাও থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

৪ অক্টোবর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হয়। জলের তোড়ে ১২ নম্বর রাজ্য সড়কের দুধিয়ায় বালাসন নদীর উপর থাকা লোহার সেতু ভেঙে গিয়েছে। এর জেরে ৫ অক্টোবর থেকে মিরিকের সঙ্গে এই পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তার কাজ শুরু করে। কিন্তু তীব্র স্রোতের কারণে কাজে বেগ পেতে হয়। প্রথমে বলা হয়েছিল, ১৫ দিনের মধ্যে এই অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে যান চলাচল সম্ভব হবে। সেই সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও হিউমপাইপের রাস্তার কাজ শেষ হয়নি। বৃহস্পতিবার দুধিয়ায় পৌঁছে দেখা গেল, দুটি বাদে বাকি সমস্ত হিউমপাইপ বসানোর কাজ শেষ। হিউমপাইপের উপর লোহার জালি দিয়ে বোল্ডার বসানো হয়েছে। এদিন ভাইফোঁটার ছুটি থাকায় কর্মীরা কাজে আসেননি। শুক্রবার সকাল থেকে পুনরায় কাজ শুরু হবে বলে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তবে, দু'দিকের সংযোগকারী রাস্তার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে প্রদীপ প্রধান বলেছেন, 'হিউমপাইপ বসানোর কাজ প্রায় শেষ। রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করতে একদিন সময় প্রয়োজন। তবে, দু'দিকের সংযোগকারী রাস্তার কাজ কিছুটা বাকি। আপাতত এভাবেই যান চলাচল করবে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সংযোগকারী রাস্তায় বিটুমেনের প্রলেপ দেওয়া হবে।'

ছবিটা যেমন

- ৪ অক্টোবর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্ফীতি হয়
- দুধিয়ায় লোহার সেতু ভাঙে
- ৬ অক্টোবর পূর্ত দপ্তর হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তার কাজ শুরু করে
- প্রথমে বলা হয়েছিল, ১৫ দিনের মধ্যে এই অস্থায়ী রাস্তা দিয়ে যান চলাচল সম্ভব হবে
- সেই সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও হিউমপাইপের রাস্তার কাজ শেষ হয়নি

ভেঙে আছে লোহার সেতু। বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলছে ঝুঁকির পারাপার। দুধিয়ায়। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

দুর্ঘটনার কবলে চিকিৎসক

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : গাড়ি চালিয়ে নৌকাঘাট থেকে মেডিকেলের দিকে যাওয়ার সময় কাওয়াখালি এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন এক চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনার জেরে সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আহত চিকিৎসককে উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কাওয়াখালি এলাকা পার হওয়ার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে থাকলেও ব্রেক না করে দ্রুতগতিতে একটি টোটোকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই চিকিৎসক। এমন সময় উলটোদিক থেকে একটি পিকআপ ভ্যান আসছিল। পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় চিকিৎসকের গাড়ির। আহত হন চিকিৎসক। তবে পিকঅ্যাপ ভ্যানের চালকের আঘাত লাগেনি। দুর্ঘটনার পর পিকঅ্যাপ ভ্যান ও চিকিৎসকের গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

গোডাউনে আগুন

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : চোপড়া থানার দাসপাড়া বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি পাটের গোডাউনে আগুন লাগে। স্থানীয়দের তৎপরতায় বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়।

দাসপাড়া বাজারের ফুটবল মাঠ এলাকায় পাশাপাশি তিনটি পাটের গোডাউন যাছে। এদিন সন্ধেবেলা একটি গোডাউন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এদিন হাটবার হওয়ার কারণে তখন অনেকেই ওই এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে তৎপর হন। তাঁদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় গোডাউনে রাখা কিছু পাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে অবশ্য আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছিল তা এখনও জানা যায়নি।

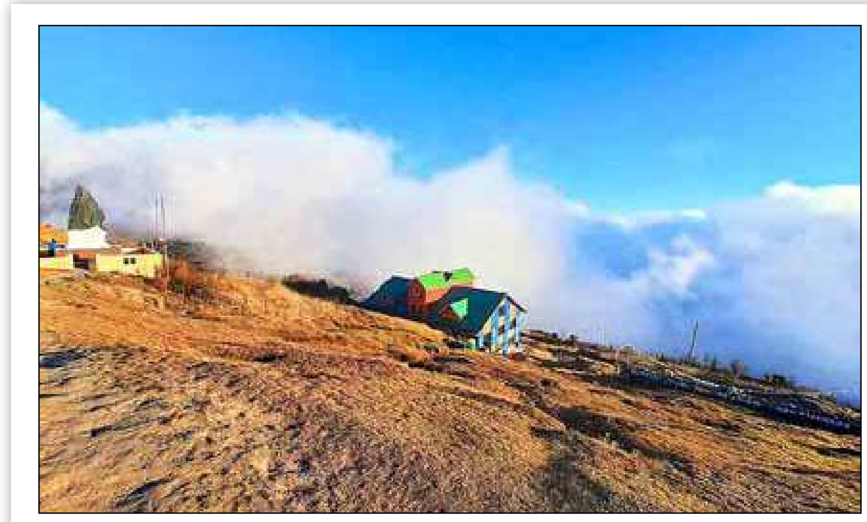

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেঘের কোলে।। সান্দাকফুর পথে টুমলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন জয় কর্মকার।

খাটাল উচ্ছেদে গা ঘামছে না পুরনিগমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবৈধ খাটাল উচ্ছেদে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারল না শিলিগুড়ি পুরনিগম। অভিযোগ, একটি খাটাল উচ্ছেদ করতে গিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। তারপরই হাত গুটিয়ে বসে পড়েছেন পুর আধিকারিকরা। এদিকে, শহরের খাটালগুলিতে অবাধে ছড়াচ্ছে দূষণ। খাটালের জমা জলে জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা। সরাসরি খাটালের জল গিয়ে নদীতে মিশে মহানন্দাকে দূষিত করছে।

মাসকয়েক আগে শিলিগুড়ি পুরনিগম বোর্ড মিটিং করে খাটাল সরানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু কেন এখনও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে পুরনিগম তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। বিরোধী নেতাদের দাবি, সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে খাটাল উচ্ছেদ করে ভোটব্যাংক নষ্ট করতে চাইছে না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। যদিও খাটাল যে সরানো উচিত, তা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সব খাটাল সরানো সম্ভব নয়। তবে কিছু খাটাল অবশ্যই সরাতে হবে। আমরা বিষয়টা দেখছি।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় শতাধিক খাটাল রয়েছে। সবগুলিই শহরের মধ্যে, জনবসতি এলাকায়। পুরনিগমের ৪ নম্বর, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে খাটাল রয়েছে। তেমনই ৩ নম্বর ওয়ার্ড, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড সহ আরও বেশ কিছু এলাকায় গোরু এবং মোষের খাটাল রয়েছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডে কেউ কেউ আবার অবৈধভাবে শুয়োর প্রতিপালন করেন বলে অভিযোগ। যে ওয়ার্ডে খাটাল রয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ড মহানন্দা ছুঁয়ে গিয়েছে। এই খাটালগুলি মূলত নদীর কাছাকাছি তৈরি করা হয়। যে কারণে দূষিত জল সরাসরি এসে নদীতে পড়ে মহানন্দাকে দূষিত করছে। অন্যদিকে, খাটালগুলিতে জমা জলে মশার লার্ভা জন্মে চারদিকে উপদ্রব বাড়ছে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকায় বুধবার এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গা-ব্যথা, পেটের সমস্যার উপসর্গ ছিল। তার বাড়ির পাশেও খাটাল রয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দা সবিতা দেবীর বক্তব্য, 'খাটাল থাকায় মশা এবং মাছির খুবই উপদ্রব। খেতে বসলে খাবারে মাছি বসছে। এলাকায় সাফাইকর্মীরা আসেন না। কাউন্সিলারকেও দেখা যায় না এলাকায়।' ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এয়ারভিউ মোড়ের মহানন্দা সেতুর ঠিক নীচেই রয়েছে খাটাল। সেই জলও সরাসরি এসে নদীতে পড়ছে।

এর আগে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি খাটাল উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিল পুরনিগম। যদিও তাতে পিছু হটতে হয়েছিল। কোনও এক প্রভাবশালীর ফোনে পুরকর্মীদের ফিরতে হয়েছিল সেবার। এরপরই সুযোগ বুঝে ওই খাটাল মালিক উচ্ছেদের বিপক্ষে হাইকোর্টে গিয়েছেন। পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'শাসকদলের নেতাদের মদতেই তো খাটালগুলি চলছে! তাই উচ্ছেদ হচ্ছে না। সামনে আবার নির্বাচন রয়েছে। এখন তো আরও উচ্ছেদ হবে না।'

উচ্ছেদে 'অনীহা'?

- অবৈধ খাটাল উচ্ছেদে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারল না শিলিগুড়ি পুরনিগম
- উচ্ছেদ করতে গিয়ে মামলা হয়। অভিযোগ, তারপর থেকেই চুপ পুরনিগম
- যদিও খাটাল সরানো উচিত, স্বীকার করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব
- অন্যদিকে, খাটালগুলিতে জমা জলে মশার লার্ভা জন্মে চারদিকে উপদ্রব বাড়ছে
- ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকায় বুধবার এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে

রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন শিখা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পুনর্বাসন ছাড়া ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে পারবে না রেল! রেলের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রেলমন্ত্রীকে চিঠি দেবেন বলে জানালেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। রেলের জমিতে থাকা এনজেপির এরিয়া অফিসের সামনে থেকে রেল হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তায় থাকা ২৫টি দোকানকে ওই এলাকা থেকে সরে যাওয়ার জন্য নোটিশ ধরানো হয়েছে। যা নিয়ে কয়েকদিন ধরে এনজেপির এডিআরএমের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন দোকানদাররা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধায়ক শিখা পৌঁছে যান সেই অবস্থান মঞ্চে। সেখানে গিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি জানান, কোনওভাবেই পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না। রেলের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ নয়

শিখা বলেন, 'বছর ৪০ আগে এই দোকানগুলি বসেছিল, তখন কেন রেলের তরফে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল না। এতদিন পর এসে হঠাৎ করে পুনর্বাসন ছাড়া রেল উচ্ছেদ করতে চাইলে তা হতে দেব না। এই দোকানদারদের সংসার চলে দোকান থেকে রোজগার করে। এডিআরএমের সঙ্গে কথা বলার পর রেলমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তুলে ধরব।'

রেলের তরফে এনজেপির এরিয়া অফিসের সামনে থেকে ২৫টি দোকানকে উচ্ছেদের জন্য গত প্রায় দেড় মাস ধরে পরপর তিনটি নোটিশ করা হয়েছে। দোকানদারদের কথায়, বছর ৪০ আগে এলাকাটি জঙ্গল ও নীচু ছিল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে উঁচু করে দোকান করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে রেল কোনও পুনর্বাসনের কথা না বলেই সকলকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। রেলের এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বুধবার বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এডিআরএম অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। সেই অবস্থান এখনও জারি রয়েছে।

দোকানদারদের অভিযোগ, তাঁদের উচ্ছেদ করে রেল সেখানে কোচ রেঁস্তোরা তৈরি করতে চাইছে। তবে রেল সূত্রে খবর, রাস্তা চওড়া করার জন্য উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এনজেপির এডিআরএম অজয় সিংয়ের বক্তব্য, 'উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিয়ম মেনে ব্যবসায়ীদের সরে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রেলের উচ্চপর্যায় থেকেই নোটিশ করা হয়েছে।'

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতিতে অভিযুক্ত

নবজিতের জেল হেপাজত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত এজেন্ট নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয়। বিচারকের নির্দেশে তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এদিকে, প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত জাল শংসাপত্রগুলি বাতিল করতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর স্ক্রুটিনির কাজ শুরু করেছে। যদিও মূল অভিযুক্ত রেজিস্ট্রার সহ বাকিদের গ্রেপ্তার করার দাবি তুলেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ ও সিপিএমের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ এরিয়া সম্পাদক বাদল সরকার।

গত ১৭ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক অন্যতম অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর তথা তৃণমূল নেত্রীর ছেলে পার্থ সাহার নামে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিএমওএইচ তাঁর অভিযোগের সঙ্গে জুড়ে দেন পার্থর দেওয়া একটি মুচলেকা। পুলিশ সেই সূত্র ধরে বুধবার প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট টানা জেরার পর নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহ নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, তদন্তের স্বার্থে এদিন বিচারক অভিযুক্ত নবজিৎকে ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

এদিকে, নবজিতের কাছ থেকে প্রচুর জাল শংসাপত্রের সফট কপি পেয়েছে পুলিশ। এছাড়া তাঁর মোবাইল থেকে বিভিন্ন এলাকার মানুষের নথিপত্রের সফট কপি পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের নকশালবাড়ি সার্কেলের এসডিপিও আশিস কুমার বলেন, 'অভিযুক্তের তালিকায় নাম ছিল নবজিতের। তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার কাজ চলছে। তদন্তের স্বার্থে বাকি বিষয়গুলি এখন বলা সম্ভব নয়।'

এদিকে, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত ১০,০১৪টি জাল শংসাপত্র স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭০০টি শংসাপত্র স্ক্রুটিনির কাজ শেষ হয়েছে। এরমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে ৬১৭টি শংসাপত্র জাল। স্বাস্থ্য ভবনে সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে শংসাপত্র বাতিল করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত এজেন্ট নবজিৎ গ্রেপ্তার হওয়ার পর অন্যতম অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের পার্থ সাহা গ্রেপ্তার না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল। পাশাপাশি জন্মমৃত্যু শংসাপত্র তৈরির রেজিস্ট্রার তথা হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও কোনও পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা বাদল বলেন, 'জালিয়াতি কাণ্ডের এজেন্ট ধরা পড়ল। অথচ অভিযোগ দায়েরের সাতদিন পরেও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর অধরা। হাসপাতালের একজন ডাক্তার এই ঘটনায় রেজিস্ট্রার হওয়ার সুবাদে সরাসরি যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।' এদিকে, বিধায়ক শংকরের প্রতিক্রিয়া, 'তৃণমূল নেত্রীর ছেলে অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। যিনি শংসাপত্র তৈরিতে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। আমি চাই সঠিক তদন্ত হোক। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুমতিক্রমে দ্রুত জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হবে।'

খড়িবাড়ি থানায় অভিযুক্ত নবজিৎ গুহ নিয়োগী।

> জালিয়াতি কাণ্ডের এজেন্ট ধরা পড়ল। অথচ অভিযোগ দায়েরের সাতদিন পরেও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর অধরা। হাসপাতালের একজন ডাক্তার এই ঘটনায় রেজিস্ট্রার হওয়ার সুবাদে সরাসরি যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।
>
> **বাদল সরকার** সিপিএম নেতা

রাস্তা ও নিকাশি নালা বেহাল, ক্ষুব্ধ শিশুডাঙ্গি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বহুতলের সংখ্যা কম নেই এলাকায়। সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা। তবে ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা যে নেই গোটা এলাকায়, তা পরিষ্কার হয় মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশুডাঙ্গিতে পা দিয়েই। কবে রাস্তায় পিচের প্রলেপ পড়েছিল, তা ভুলে গিয়েছেন স্থানীয়রা। নিকাশিনালা কবে পরিষ্কার হয়েছিল, তাও মনে করতে পারেন না কেউ। এমন পরিস্থিতির থেকে মুক্তি মিলবে কবে, বুঝতে না পেরে শিশুডাঙ্গির বাসিন্দারা প্রকাশ করছেন ক্ষোভ।

মাটিগাড়া যাওয়ার মূল রাস্তার পাশ দিয়ে শিশুডাঙ্গি এলাকায় পা রাখলেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়বে। এলাকার রাস্তায় নেই পিচের প্রলেপ। খানাখন্দ সর্বত্র। এর মধ্যে নিকাশিনালার আবর্জনা রাস্তায় উঠেছে অনেক জায়গাতেই। স্থানীয় রজত শাহ বললেন, 'এই রাস্তা দিয়ে মোটরবাইক, স্কুটার নিয়ে চলাচলই কঠিন। এলাকায় এত বহুতল হচ্ছে, বাইরের মানুষ আসছেন। কিন্তু রাস্তার হাল ফিরছে না।'

এলাকার বাড়িঘর, পরিবেশ দেখলে শহর মনে হলেও, নাগরিক পরিষেবা যেন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকার বাস্তবতাকেই তুলে ধরে। শুধু রাস্তার ধারের নিকাশিনালা নয়, এলাকার যত্রতত্র আবর্জনার পাহাড়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুস্মিতা দে বলেন, 'আমাদের এখানে সমস্যা কম নেই। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা নিকাশি ব্যবস্থা। প্রায়ই নালার উপচে পড়া জল ও আবর্জনা রাস্তায় চলে আসে। বর্তমান নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে আরও সমস্যা বাড়বে।'

নিকাশি ও রাস্তার সমস্যার একাধিকবার তুলে ধরে সরব হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

মিহির সিনহা, লক্ষ্মী সরকার, তুলিকা দত্তদের বক্তব্য, আশ্বাস ছাড়া বছরভর তাঁরা কিছুই পান না। বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষকে টেলিফোন করা হলেও তা তিনি না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শিশুডাঙ্গি এলাকার রাস্তার এমনই দশা।

> আমাদের এখানে সমস্যা কম নেই। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা নিকাশি ব্যবস্থা। প্রায়ই নালার উপচে পড়া জল ও আবর্জনা রাস্তায় চলে আসে। বর্তমান নিকাশি ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে আরও সমস্যা বাড়বে।
>
> **সুস্মিতা দে** বাসিন্দা

মা-মেয়েকে পিষল হাতি

মাদারিহাট, ২৩ অক্টোবর : কালীপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাবার চোখের সামনে মা ও বছর দুয়েকের মেয়েকে পিষে দিল হাতি। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য খয়েরবাড়ির মাধোধুরায়। মৃতদের নাম সোনাই মুন্ডা (৩৫) ও লক্ষ্মী মুন্ডা। তবে হাতির হানা নিয়ে বিভীষিকার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ওই ঘটনার আগে, বুধবার সন্ধ্যাতেও সেই এলাকাতেই হাতির হানায় প্রাণ গিয়েছে কাদের আলি নামে আরও একজনের। কিলোমিটার পাঁচেক দূরত্বের মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় ৩ জনকে মারল হাতি। যদিও এসব কাজ একটি হাতিরই কি না, সেটা অবশ্য বনকর্তারা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। বলেন, 'ধুমচিপাড়া জঙ্গলে একটা স্পেশাল টিম নজরদারির জন্য পাঠানো হয়েছে বৃহস্পতিবার। তিনি জানালেন, সরকারি নিয়মে যা ক্ষতিপূরণ তা দেওয়া হবে ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে।

বিএলএদের নজরদারি চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : চৌকিদার চাই! বিএলএ টু বা বুথ ভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগে নজরদারি করতে চৌকিদার চাই বলে কার্যত বিজ্ঞাপন দিতে বাকি বিজেপির। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সব রাজনৈতিক দলকে প্রতি বুথে দলীয় এজেন্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। উদ্দেশ্য, ভোটার তালিকা সংশোধনে কমিশনের প্রতিনিধি বিএলও'কে সাহায্য করা। কিন্তু বিএলও'দের সাহায্য করার বদলে তাদের ওপর নজরদারি করতে নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি।

সম্প্রতি জেলায় জেলায় বিএলএ টু'দের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দলের এজেন্টদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিএলও'দের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকতে হবে। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, কাদের সঙ্গে তাঁদের ওঠাবসা করতে দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিদিনকার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পাঠাতে হবে দলকে।

কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিতে যাওয়া এক রাজ্য নেতা বলেন, 'বিএলএ টু'দের কাজ হবে বিএলও'দের ওপর কড়া নজরদারি করা। সঙ্গে অভিযোগের পক্ষে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ হাতে রাখা।'

সম্প্রতি, খড়গপুরে তৃণমূলের একটি দলীয় সভায় ৮ বিএলও'র উপস্থিত থাকার গোপন ভিডিও তুলে রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিএলএ টু'রা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'খড়গপুরে দলের বুথ লেভেল এজেন্টরা যা করেছেন। সব বিএলএ টু'দের তা করতে হবে। বিএলও'দের ওপর চৌকিদারি করাই আপনাদের মূল কাজ।'

এসআইআর-এর প্রস্তুতিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে প্রভাব খাটাতেই স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। অযোগ্য, তৃণমূল অনুগামী বিএলও'দের বদলে বিকল্প কয়েক হাজার কর্মীর নামের তালিকাও জমা দিয়েছিল কমিশনে। বিজেপির অভিযোগের জবাব জানতে চেয়ে জেলা শাসকদের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছিল জেলা প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর-এর কাজে বিএলও'দের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারির নির্দেশ দিল বিজেপি।

এরকমই এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে বুথে বুথে দলের এজেন্ট হিসাবে যারা কাজ করবেন তাঁদের সতর্ক করে বলেছেন, 'এই কাজকে নিছক দায়িত্ব পালন ভেবে চললে এসআইআর-এর উদ্দেশ্য সফল হবে না। আর এসআইআর সফল না হলে বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে বিজেপি করাও মুশকিল হয়ে যাবে। এটা মাথায় রেখেই আপনাদের কাজ করতে হবে।' গণ্ডগোল বাধিয়ে এসআইআর সম্পূর্ণ হতে দেবে না তৃণমূল। আর এসআইআর-এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা না হলে ভোটই হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে ভোট না হলে সংবিধান মেনেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে কেন্দ্রকে।

শমীক থেকে শুভেন্দুরা যখন প্রতিদিন নিয়মকরে এই আশ্বাস কথা শোনাচ্ছেন, তখন বিজেপি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হবে ধরে নিয়েই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

প্রতি নির্বাচনের অন্তত ৬ মাস আগে দলের সর্বক্ষণের কাজে বিস্তারক নিয়োগ করে বিজেপি। এবার সেই নিয়োগ সেরে ২৫ ও ২৬ অক্টোবর রাজ্যের ২৯৪ বিধানসভার বিস্তারকদের নিয়ে প্রথম কর্মশালা করতে চলেছে বিজেপি। তারাপীঠে দু'দিনের এই কর্মশালায় থাকবেন রাজ্যের কেন্দ্রীয় নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশলরা। এর আগে, শুক্রবার সল্টলেকে দুই কলকাতা, দমদম ও যাদবপুরের ২৮টি বিধানসভার সাংগঠনিক ও নির্বাচনি পরিস্থিতি জরিপ করতে বিশেষ ম্যাপিং মিটিং করতে চলেছে বিজেপি।

ছটের প্রস্তুতি। আখ আসছে কলকাতা শহরে। বৃহস্পতিবার। ছবি : পিটিআই।

১ কোটি টাকার বেশি প্রতারণায় শীর্ষে কলকাতা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : কয়েকদিন আগেই ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবি-র রিপোর্টে মহিলাদের জন্য নিরাপদ শহর হিসেবে কলকাতাকে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ওই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১ কোটি বা তার বেশি আর্থিক প্রতারণায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কলকাতা। এনসিআরবি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে কলকাতা পুলিশ ১ কোটি বা তার বেশি আর্থিক প্রতারণার একাধিক মামলা রুজু করেছে। যার মধ্যে কলকাতা শীর্ষস্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে আর্থিক প্রতারণায় কলকাতা পুলিশে ১৫৪৪টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে ১৩৪৭টি মামলাই ১ কোটি টাকার বেশি প্রতারণার অভিযোগ। চলতি বছরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত এনসিআরবি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১৭৩টি মামলায় ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকারও বেশি। তবে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা মামলা এই রাজ্যে রুজু হয়নি। রাজধানী দিল্লিতে ৫০ কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রতারণার মামলা ১৯টি এবং ১০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার মামলা ১১টি নথিভুক্ত হয়েছে। কলকাতা পুলিশের কর্তারা বলেছেন, দিল্লিতে বেশি পরিমাণ টাকা প্রতারণার ঘটনা বেশি। এই রাজ্যে প্রতারণা মামলার তদন্ত চলছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

তবে এনসিআরবি-র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য আর্থিক প্রতারণা মামলায় রাজ্যের অন্যান্য পাঁচটি রাজ্যের থেকে কলকাতাই সংখ্যায় কম। দিল্লিতে ৪৫৮০টি, মুম্বইয়ে ৬৭৪৬, বেঙ্গালুরুতে ৩৮৫৮, জয়পুরে ৫৩০৪ এবং লখনউয়ে ২৪৬৬টি মামলা রুজু হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৫৪৪টি যে প্রতারণার মামলা রুজু হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের মামলা ছিল ১৮৯টি ও জাল নোটের মামলা ছিল ৮টি। বাকি ছিল জালিয়াতি ও প্রতারণা মামলা। এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত রুজু হওয়া মামলার মধ্যে ১০৬৪টি ক্ষেত্রে পুলিশ চার্জশিট জমা দিয়েছে। এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই মামলার তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ।

সে আমার ছোট বোন... ভাইফোঁটার দিন কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

নভেম্বরের শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : প্রায় ৯০ হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি শেষ রাজ্য সরকারের। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই আবেদনের আর্জি পেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। শিক্ষা দপ্তরকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনার পর আবেদনের আর্জির বিষয়ে অনুমোদনও দিয়েছেন। আর তারপরই শারোদৎসবের ছুটির মধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ সেরে ফেলেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্বয়ং এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন বলে তাঁর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

টেট-রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

সারা দেশে কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেট পাশ করতেই হবে বলে অতিসম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কর্মরত প্রায় ৯০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমনিতেই রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের পর কম ভোগান্তি হয়নি রাজ্য সরকারের। যার জের এখনও চলছে। এবার আবার প্রায় লাখ খানেক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি হারানোর আশঙ্কায় নতুন করে উদ্বেগের দিন গুনতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই ব্যাপারে আবার বিচলিত বোধ করছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে এই ইস্যু নিয়েও নবান্নের কপালে ভাঁজ পড়েছে। নবান্নের অন্দরমহল ও শিক্ষা দপ্তরের তৎপরতাও তার জানান দিচ্ছে।

রাজ্যে ৫১ হাজার বুথে পাখির চোখ তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হলে এই রাজ্যে দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই রাজ্যের ৯৪ হাজার বুথের মধ্যে ৩৪ হাজার বুথ পুরোপুরি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। আরও ১৭ হাজার বুথে সংখ্যালঘুরা ভোটের ফলাফলে যথেষ্ট নির্ণায়ক ভূমিকা নেন। এই পরিস্থিতিতে ওই ৫১ হাজার বুথে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে তৃণমূল। এই বুথের বিএলএ-১ ও বিএলএ-২-দের সঙ্গে আগামী সপ্তাহেই বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত সংখ্যালঘু এলাকায় ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যে বিজেপির মূল লক্ষ্য হতে চলেছে, তা বুঝতে পেরেছে রাজ্যের শাসকদল। তাই আগামী সপ্তাহের প্রথমেই রাজ্যের প্রায় ৫১ হাজার বিএলএ-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নেবেন অভিষেক।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া রুখতে কী কী করণীয় তা যেমন ওই বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে, একইভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজের কারণে ভিনরাজ্যে রয়েছেন। তাঁরা যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটার রয়েছেন, তা তাঁদের ফর্মে ফিল-আপ করে জানাতে হবে। কিন্তু তাঁদের অনেকের পক্ষেই হঠাৎ করে গ্রামে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে আসতে না পারলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ওই ফর্ম পূরণ করার উদ্যোগ নেবেন বিএলএ-রা।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। আর সেই কারণেই আমরা বুথ লেভেল এজেন্টদের অনেক বেশি সক্রিয় থাকতে নির্দেশ দিয়েছি। এই নিয়ে দলের শীর্ষনেতৃত্ব যাবতীয় নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবেন। তবে বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়াবে।' তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিএলওরা যখন বাড়ি বাড়ি তালিকা সংশোধনের কাজে যাবেন, তখন তৃণমূলের বিএলএ-রা তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। কোনও নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠলে বিএলএরা তার প্রতিবাদ করবেন ও প্রয়োজনীয় নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেবেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য কী কী নির্দেশ থাকছে, তা এখনও নির্বাচন কমিশন আমাদের জানায়নি। তবে কোনও ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে।'

এসএসকেএমে নাবালিকাকে হেনস্তা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের পর এবার রোগী হেনস্তার অভিযোগ। রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এরই মধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালের ভিতরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ১৪ বছরের ওই নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে যায়। ওপিডি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, ওই সময় তাঁদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন অভিযুক্ত। তার পরই নাবালিকাকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে তার শ্লীলতাহানি করা হয়। পুলিশ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। তারই মধ্যে দুর্গাপুর ও উলুবেড়িয়া কাণ্ড সেই বিতর্ক আরও সুস্পষ্ট করেছে। এই প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এর আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কাজ করতেন। এছাড়া এসএসকেএম হাসপাতালে আগে চুক্তিভিত্তিক ওয়ার্ডবয়েরও কাজ করেছেন। এখন এনআরএস হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেন। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত ওয়ার্ডবয়ের পোশাক পরে এসেছিলেন। তিনি বহির্বিভাগের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরই ট্রমা কেয়ারে শৌচাগারে নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়। নাবালিকার চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তবে প্রশ্ন উঠছে, আগে কাজ করার সুবাদে এসএসকেএমে প্রবেশ করলেও কীভাবে নজরদারি এড়িয়ে নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন তিনি? কেন ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করছিলেন? সূত্রের খবর, অভিযুক্ত এসএসকেএম হাসপাতালে দালালচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিযুক্তকে এদিনই আদালতে তোলা হলে তাঁকে হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বুধবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করার পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ তাঁকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করেন। অভিযুক্ত ধরার চেষ্টা করা হলে হাত ছেড়ে পালিয়ে যান। একের পর এক এই ঘটনায় রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গণ আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন আরজিকর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মণ্ডল। এদিনই রাজ্য পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যাঁরা ভাই-বোন সম্পর্কের বিশ্বাস করেন না, কিছু পিশাচ কিংবা অসুরবৃত্তি মনোভাবের মানুষ আছেন, তাঁদের এই সমাজে থাকা উচিত নয়। একটা নারীর অসম্মানের অর্থ গোটা সমাজের অসম্মান।

মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় অজয়ে

বোলপুর, ২৩ অক্টোবর : প্রায় দেড় মাস আগে অজয় নদ থেকে উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা। তাঁরা প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবদিক খতিয়ে দেখে তারপর শেলটিকে নিষ্ক্রিয় করে। নিষ্ক্রিয় করার সময় কেঁপে ওঠে আশেপাশের এলাকা। তবে শেলটি নিষ্ক্রিয় হতেই আতঙ্ক অনেকটা দূর হয় নদ সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দাদের।

চলতি বছরের ১২ সেপ্টেম্বর বোলপুর থানার সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউডোহা গ্রাম সংলগ্ন অজয় নদের চরে একটি মর্টার শেল পরে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা প্রথমে সেটিকে দেখে কৌতূহলবশত ভিড় জমালেও দ্রুতই আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াড ও সেনাবাহিনীকে।

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ফোঁটা নিলেন দিলীপ

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : রাজনীতিকদের প্রকাশ্য ফোঁটাতে নেই শুভেন্দু অধিকারী। দিনভর রাজ্য রাজনীতির হেভিওয়েট রাজনীতিকদের ফোঁটায় কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। এদিন বিরোধী দলনেতার একমাত্র প্রকাশ্য কর্মসূচিটি ছিল সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরে ছটের একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে তাঁর পাশে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। খুবই সংগোপনে একান্ত ঘরোয়া পরিসরে ভাইফোঁটা সারলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার নিভৃতে দেশের বাড়িতে বোনেদের থেকে ফোঁটা নিয়েছেন তিনি। খানিককটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দিনের শেষে তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন দিলীপ। তবে, দিলীপের সঙ্গে ফোঁটার উৎসব উদযাপনে মিল রয়েছে বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। এদিন শমীকও ভাইফোঁটা সেরেছেন একেবারে হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি মেনে ঘরোয়া পারিবারিক পরিবেশে। দুই দিদি ও বোনের থেকে ফোঁটা নিয়েছেন শমীক।

গেরুয়া শিবিরের ফোঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে ঘাসফুল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে এদিন ফোঁটা নিতে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে। সদ্য এনকেডিএ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে কালীঘাটের আরও কাছে চলে এসেছেন তিনি। সাত সকালে নিউ আলিপুরে দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটার আসর একেবারে জমজমাট। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে থেকে লাভলি মৈত্ররা দলবেঁধে এসে অরূপকে মিষ্টিমুখ করিয়ে ফোঁটার নামে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন কপালে। বর্ষীয়ান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ফোঁটায় অবশ্য সাবেকিয়ানা। নিজের বাড়িতে বোনের থেকে ফোঁটা নিয়েছেন। সঙ্গে উপহার।

অস্ত্রকারবারি ধৃত তারাপীঠে

রামপুরহাট, ২৩ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই আন্তঃরাজ্য অস্ত্রকারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের থেকে দুটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল এবং চারটি মাগজিন উদ্ধার করা হয়েছে।

ধৃতদের নাম অভয়কুমার শর্মা এবং মিনাররুল শেখ। অভয়ের বাড়ি বিহারের মুঙ্গের। মিনারুল মল্লারপুর থানার বিশিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে তারাপীঠ থানার বেসিক মোরের কাছে একটি হোটেলে অস্ত্র কেনাবেচার সময় স্পেশাল ট্যাস্ক ফোর্স এবং তারাপীঠ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা রজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এরা দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত। মুঙ্গেরে তৈরি অস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করত অভয়। এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত তার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দূরত্ব ঘুচিয়ে সাধপূরণ ভার্চুয়াল ভাইফোঁটায়

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : জানলার গরাদ পেরিয়ে স্নিগ্ধ রোদ স্পর্শ করেছে থালায় সাজানো চন্দন, সিঁদুর, কালি, ঘি, ধান, দূর্বার ওপর। বোন প্রিয়াংকা ঘোষ সকাল থেকে উপবাস করে দাদার জন্য অপেক্ষায়। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল দাদা প্রিয়ম ঘোষের মুখ। ভিডিও কলেই ক্যামেরার দিকে থালা বাড়িয়ে দাদাকে বরণ ও ফোনের স্ক্রিনে চন্দনের আঙুল পড়ল বোনের। দাদার কপালে ফোঁটা পড়ল না, কিন্তু কৃত্রিমতাতেই ভাইফোঁটার আস্বাদ নিলেন তাঁরা। বর্তমান যুগে কর্মসূত্রে ভাই বা বোনেরা থাকেন প্রবাসে। এই দিনটিতে অনেকের ফেরা হয় না বাড়ি।

তবে প্রযুক্তির দৌলতে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচেছে ভাই-বোনের। আগে ভাইফোঁটা মানেই উপহারের তালিকায় শাড়ি, পাঞ্জাবি, মিষ্টির প্যাকেট মাস্ট। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভাইফোঁটাও এখন ডিজিটাল। সেই সঙ্গে উপহারের ক্ষেত্রেও এসেছে ট্রেন্ডি ছোঁয়া। ই-ভাউচার, গিফট কার্ড, অনলাইন সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ, গ্যাজেটের উপহার এখন আবদারের। এছাড়াও অনলাইন এবং স্পিড পোস্টের মাধ্যমেও উপহার পাঠানোর রেওয়াজ বাড়ছে।

গত ৮ বছর ধরে ভাইফোঁটায় বাড়ি আসা হয় না দীপাঞ্জন ভৌমিকের। বোন থাকেন কলকাতায়। একরাশ মন খারাপ নিয়ে বললেন, 'কাজের জন্য এখন মুম্বইয়ে রয়েছি। বাড়ি যাওয়া হয় না। কৈশোরের ভাইফোঁটার দিনের কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়। একসঙ্গে কত খুনশুটি করতাম।' ৬ বছর ধরে ভার্চুয়ালি তিন ভাইকে ফোঁটা দেন প্রমিতা মুখোপাধ্যায়।

কপালে ফোঁটা ছোঁয়ানোর আনন্দই আলাদা। নদিয়ায়। বৃহস্পতিবার।

হোক ডিজিটাল, কিন্তু কমেনি অনুভূতি। বললেন, 'বিষয়টি এক দিকে আবেগের, আরেক দিকে দুঃখেরও। মুখোমুখি বসে ভাইফোঁটা দেওয়ার যে রেওয়াজ সেই অনুভূতি যেন পাই না। অনলাইনেই দু'জনে উপহার পাঠিয়ে দিই।'

একসময় এই দিনটিতে আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গমগম করত ঋষিতা ভৌমিকের। ভাইফোঁটা নেওয়ার জন্য কলেজ থেকে ভাই অর্ণব দৌড়ে আসত। কিন্তু এখন ভাইয়ের গলাও শুনতে হয় ভার্চুয়ালি। ঋষিতা বললেন, 'পুজোর সময় ও আসে। কিন্তু কালীপুজোর আগে ফিরে যায় বেঙ্গালুরুতে। এই দিনটায় থাকা হয় না। আগে এই সময় মামা-পিসিতে মিলে ঘর ভর্তি থাকত।' এবছর বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন পীযুষ মাইতি। কিন্তু শেষমুহূর্তে ছুটি বাতিল হওয়ায় মন খারাপ তাঁর। বললেন, 'এবার কাজের জায়গায় ফোন রাখার অনুমতি নেই। তাই আর ভার্চুয়াল ভাইফোঁটারও সুযোগ নেই।' প্রিয়মের বোন এবার আবদার করেছে একমাসের নেটফ্লিক্সের রিচার্জ করে দিতে হবে। তিনি বললেন, 'এখন অনলাইনেই গিফট ভাউচার না ইন্সটামার্টের মাধ্যমে উপহার পাঠিয়ে দিই।'

ক্লাস বসবে সিপিএমের

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : শীঘ্রই রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও দলীয় অবস্থান ঝালিয়ে নিতে ক্লাস বসবে সিপিএমের। শনিবার ও রবিবার সেই ক্লাস রয়েছে। তখনই আবার রাজ্য কমিটির বৈঠকও হবে। তাতেই ভোট-প্রস্তুতি ও এসআইআর নিয়ে আলোচনা করবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সূত্রের খবর, বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের। দু'দিন রাজ্য কমিটির নেতারা আলোচনা করবেন প্রস্তুতি নিয়ে।

দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন। এই প্রেক্ষিতে শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের এই পার্টি ক্লাস গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, বিশ্ব রাজনীতি, আরএসএস-এর শতবর্ষপূর্তিতে তাদের অ্যাজেন্ডার নেতিবাচক দিক সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলবেন প্রকাশ কারাত, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিমরা। তারপর রাজ্য নেতারা বৈঠক সারবেন। দলের অন্দরে চর্চা, এসআইআর হলে নাম বাদ পড়বে অনেকের। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের ভোটব্যাংক বাঁচানোর চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই বিএলও-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নিদান দিয়েছেন তৃণমূল নেতারা। কংগ্রেসও বিএলও-২ নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএমও চাইছে তাদের ভোটব্যাংক রক্ষা করতে। সংগঠনের হাল বিবেচনা করে এখন শক্তি বাড়ানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৬ কার্তিক ১৪৩২

প্রশ্নে নিরাপদ তকমা

কাণ্ডের আর শেষ নেই। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড, কামদুনি কাণ্ড, হাঁসখালি কাণ্ড, আরজি কর কাণ্ড, কসবা কাণ্ড, দুর্গাপুর কাণ্ড ...। চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট জমানার পর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলায় নারী নির্যাতনের একের পর এক ঘটনার রেকর্ড। অথচ কলকাতাকে ভারতের নিরাপদতম শহর বলে দাবি করা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) রিপোর্টে। দেশের সেই নিরাপদতম শহরেই আরজি কর মেডিকেল কলেজ বিশ্বের অন্যতম ভয়ংকর ধর্ষণ, খুনের সাক্ষী হয়েছে।

আরজি কর মেডিকেল ছিল নিহত তরুণী চিকিৎসকের কর্মস্থল। যাঁকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলের প্রমাণ এমনভাবে লোপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ, যাতে নির্যাতিতার বাবা-মা ঘটনার তদন্ত বা বিচার, কোনওটাতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আরজি করে ওই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের নাইট ডিউটি না দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও অনুরোধ করেন।

দশদিনে বিচার শেষ করে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজ্য সরকার বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করায়। কিন্তু বাংলায় ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। বছর না ঘুরতেই সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের এক ছাত্রীকে নিরাপত্তারক্ষীর রুমে গণধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্ত তিনজনই তৃণমূল কর্মী। মূল অভিযুক্ত এক তৃণমূল বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। তার রেশ না কাটতেই আবার দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ। নির্যাতিতা ওড়িশার বাসিন্দা হওয়ায় ওই রাজ্যের সরকার নিন্দায় সরব।

অভিমানী নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, 'সোনার বাংলা সোনার থাকুক। আমরা আর আসব না।' বড় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন নির্যাতিতা। এই ঘটনায় পরীক্ষায় বসা হয়নি তাঁর। পরে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু নির্যাতিতার বাবা যেমন বলেছেন, তাতে সকলের আশঙ্কা, মেয়েকে আর এখানে তিনি রাখতে চান না।

দুর্গাপুর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য নির্যাতিতার পরিবারকে বারবার অনুরোধ করেছে, মেয়েটিকে যেন এখানেই এমবিবিএস পড়া শেষ করতে দেওয়া হয়। নির্যাতিতা যদি দুর্গাপুর ছেড়ে চলে যান, তাহলে বাংলার পক্ষে এর চেয়ে অসম্মান ও লজ্জার আর কিছু হবে না। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নয়, মুখ পুড়বে রাজ্যবাসীরও।

২০২৪-এর অগাস্টে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-আন্দোলনের আঁচ রাজ্য এবং দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্তত পঁচিশটি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজ্য সরকার দশদিনে ধর্ষকের বিচার ও ফাঁসি চেয়ে বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবেছিলেন, আরজি করের পর আর নিশ্চয় এমন কাণ্ড ঘটবে না। কিন্তু ভুল ভেবেছিলেন বঙ্গবাসী।

২০১১ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডের পরেও তৎকালীন ইউপিএ সরকার নারী নির্যাতন ঠেকাতে নানা আইনি পদক্ষেপ করেছিল। নাগরিক আন্দোলনে টলমল হয়ে গিয়েছিল শীলা দীক্ষিতের কংগ্রেস পরিচালিত দিল্লি সরকার। ভারতে 'রাত দখল' কর্মসূচির সূচনা সেই সময়ে। দেশবাসী ভেবেছিলেন, এদেশে ভবিষ্যতে আর এমন বীভৎস যৌন নির্যাতন ঘটবে না।

কিন্তু আমাদের সকলকে ভুল প্রমাণিত করে একের পর এক ধর্ষণ, গণধর্ষণ ঘটেই চলেছে। পরপর ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর ছড়ালে রাজ্যের বদনাম হয়। পর্যটন ব্যবসা মার খায়। নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে রাজ্যের স্বাভাবিক জীবন ও সামাজিক পরিবেশের ওপর।

তৃণমূল এরাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠামাত্র যোগী-রাজ্যের দৃষ্টান্ত টানে। এনসিআরবি-র রিপোর্ট দেখায়। কিন্তু বাস্তব যদি অন্যরকম পরিস্থিতি আঙুল দিয়ে দেখায়, তাহলে ওই রিপোর্টের আর কী গুরুত্ব থাকে সাধারণ মানুষের কাছে?

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

অভিনয়ে কি এবার এআই অভিনেতাই?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তৈরি হয়েছে টিলি নরউড। তার আগমনে এমিলি ব্লান্ট, কিয়ারসি ক্লেমন্সের মতো অভিনেতারাও শঙ্কিত।

অতনু বিশ্বাস

কেমন হয় যদি অদূরভবিষ্যতে অস্কার পান টিলি নরউড নামের কোনও এক অভিনেত্রী? এমনিতে অস্কার বা কোনও পুরস্কার পেতেই পারেন যে কোনও অভিনেত্রী। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটাও সহজ নয়। কারণ সেটা একটা হুলুস্থুল ঘটাবার মতো ঘটনা হবে। অবশ্য হইচই তো পড়েইছে। বিষয়টা একটু খোলসা করা যাক।

আসলে টিলি নরউড নামে বাস্তবে এক অভিনেত্রী আছে, এবং নেইও। কারণ সে মানুষ নয়। ১০০ শতাংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নির্মিত এই নরউড। প্রবলভাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সেপ্টেম্বরের শেষে, জুরিখ ফিল্ম ফেস্টিভালে। তাকে তৈরি করেছে মূল এআই প্রোডাকশন কোম্পানি পার্টিকেল৬ থেকে উৎসারিত এআই ট্যালেন্ট স্টুডিও শিকোইয়া। টিলি নরউড-কে দেখলে মনে হবে গ্যাল গ্যাডোট, আনা ডে আরমাস, আর ভানেসা হাজেন্স-এর মিশেল। তার প্রস্তুতকারীরা অবশ্য তাকে প্রোজেক্ট করছেন পরবর্তী নাটালি পোর্টম্যান কিংবা স্কারলেট জোহানসন হিসেবে। মনে রাখতে হবে, নাটালি পোর্টম্যান একজন অস্কার বিজেতা, আর জোহানসন মনোনীত হয়েছিলেন অস্কারের জন্য। স্কারলেট জোহানসনের উল্লেখটা অবশ্য আর একটা কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জোহানসনের ভাবমূর্তি। সেটা অবশ্য ১২ বছর আগেকার তাঁর এক চরিত্রাভিনয়ের জন্যই। মনে পড়তে পারে, ২০১৩-র হলিউড ছবি 'হার'-এ জোহানসন কণ্ঠ দিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের।

এখনও পর্যন্ত নরউড অভিনয় করেছে কেবলমাত্র একটি শর্ট ফিল্মে, যার নাম 'এআই কমিশনার'। সেখানে তার অভিনয় কিংবা অভিব্যক্তি দেখে সমালোচকরা কিন্তু আদৌ উচ্ছ্বসিত নন। তবু তাকে নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে হলিউডে। ঝড় উঠেছে কানাডা কিংবা ব্রিটেনের অভিনয় জগতেও। কারণটা সহজবোধ্য। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে প্রচুর মানুষের রুটিরুজি ধরে টান দিয়েছে, অভিনয়ের জগৎটাও তো তার বাইরে নয়। অভিনয় এবং এর সঙ্গে জড়িত ক্ষেত্রগুলিতে এআই-এর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এমনকি ২০২৩ সালে দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাইক পর্যন্ত করে হলিউডের অভিনেতাদের সংগঠন এবং স্ক্রিপ্টরাইটারদের সংগঠন। এর ফলাফল ছিল আংশিক সাফল্য। এআই-কে নিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে। কিন্তু সবাই জানে, এআই দৈত্যকে বোতলের মধ্যে আটকে রাখা বড্ড কঠিন।

এআই অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করালে খরচ নাকি প্রায় ৯০ শতাংশই কমে যাবে। প্রযোজকরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকবেন এমন অভিনেতাদের দিকে। আর দর্শকদের রুচি সেই অনুসারেই তৈরি হয়ে যাবে, এমনই মনে করেছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। টিলি নরউডের আত্মপ্রকাশে তাই শঙ্কিত অভিনেতারা, যাদের জীবিকা সরাসরি প্রভাবিত হবে এমন সব নরউড-দের দাপটে। এমিলি ব্লান্ট, কিয়ারসি ক্লেমন্স, মেলিসা ব্যারেরা এবং লুকাস গেজ-এর মতো অভিনেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এইসব এআই অভিনেতাদের নিয়ে। 'আক্ষরিক অর্থেই যে অভিনয় শিল্পকে আমরা জানি এ হল তার সমাপ্তির চিহ্ন', এমনটাই বলেছেন অস্কার মনোনীত অভিনেতা লুকা গুয়াডাগ্নিনো। 'একে কারোরই সমর্থন করা উচিত নয়,' বলেছেন তিনি।

রক্তমাংসের যে নয় তা বোঝার সাধ্য কার! এআই-এর সৃষ্টি 'টিলি নরউড'।

হলিউড অভিনেতাদের ইউনিয়ন, স্যাগ-আফট্রা'র মতে, সৃজনশীলতা মানব-কেন্দ্রিক ছিল এবং তাই থাকা উচিত। ইউনিয়ন অবশ্যই নরউডের মতো কৃত্রিম অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে মানব অভিনেতাদের প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে রয়েছে আরও জটিল প্রশ্ন। যেমন, নরউডকে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে। তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বহু অভিনেতার অভিনয়ের ক্লিপিং দিয়ে। সেগুলো এই এআই-এর ট্রেনিং ডেটা, তার তথ্যভাণ্ডার। এইসব তথ্যকেই পুরে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে। আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেই তথ্যভাণ্ডার মন্থন করে তৈরি করে তার অভিব্যক্তি, তার অভিনয়। কিন্তু যে অসংখ্য পেশাদার অভিনয়শিল্পীদের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে নরউডকে, সেজন্য নেওয়া হয়নি তাঁদের অনুমতি বা তাঁদের দেওয়া হয়নি কোনও ক্ষতিপূরণ। ঠিক যেমনটা হয়ে আসছে অধিকাংশ জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে। তাই অনেকেই মনে করেন, এই সমস্ত শিল্পীর নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত প্রস্তুতকারী সংস্থটির পক্ষ থেকে, এবং ভবিষ্যতে নরউডের যে কোনও কাজের জন্য তাঁদেরও দেওয়া উচিত রয়্যালটির একটি অংশ। 'চুরি করা অভিনয় ব্যবহার করে অভিনেতাদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং অভিনয়শিল্পীদের জীবিকা বিপন্ন করেছে আর অবমূল্যায়ন করেছে মানুষের শৈল্পিকতার,' বলেছে স্যাগ-আফট্রা।

অভিনয়ের মধ্যেই কিন্তু নরউডের মতো এআই মডেলদের নিয়ে ভয়ের শিরশিরানি থেমে যায় না। রয়েছে একটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন শিল্প, যাও বিপুলভাবে প্রভাবিত হতে পারে এই এআই অভিনেতাদের দ্বারা। নরউডই যেমন ইতিমধ্যে পুনরাভিনয় করেছে সিডনি সুইনির বিতর্কিত 'গ্রেট জিন্স' বিজ্ঞাপনে। এছাড়াও অভিনয় ইন্ডাস্টির সঙ্গে জড়িত বহুসংখ্যক কলাকুশলীর জীবিকা প্রভাবিত হতে পারে এআই-এর ফলশ্রুতিতে।

ডিজনি, ইউনিভার্সাল এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স সম্প্রতি মামলা দায়ের করেছে মিডজার্নির বিরুদ্ধে। অভিযোগ এই যে, ফোটো এবং ভিডিও নির্মাতা মিডজার্নি তাদের কন্টেন্ট সহ অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তাদের এআই-কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বেআইনিভাবে। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান সমস্যা হল, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও, এ সংক্রান্ত আইনগুলি বেশ জটিল এবং নতুন আইন প্রণয়নও হচ্ছে বেশ ধীরগতিতে।

কিন্তু, এই না-মানুষ অভিনেত্রী নরউড আসলে কী? কৌতুকাভিনেতা এবং পার্টিকেল৬-এর পরিচালনাকারী ব্যবসায়ী এলিন ভ্যান ডের ভেলডেন-এর মতে, এই ধরনের এআই রোবট মানুষের বিকল্প নয়। তিনি টিলি নরউডকে তুলনা করেছেন পেইন্টব্রাশের মতো টুলের সঙ্গে। এআই-এর অভিনয় যেন আদপে অ্যানিমেশন, পুতুলনাচ কিংবা কম্পিউটার-জেনারেটেড ইমেজারি।

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, নরউড কিন্তু কোনও 'শিল্প' নয়। সে কেবল তথ্য এবং কম্পিউটার কোডের সমাহার। যতই তাকে পরবর্তী স্কারলেট জোহানসন হিসেবে প্রচার করা হোক না কেন! এবং নরউড-দের আবির্ভাবও কিন্তু প্রত্যাশিতই ছিল। সাম্প্রতিক অতীতে প্রযুক্তি এগিয়েছে অবাক গতিতে। আর বোতল থেকে যে জিন বেরিয়ে গিয়েছে তাকে আবার বোতলে বন্দি করার কোনও উপায় কিন্তু নেই। এমনকি ভয় পাওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে। ভ্যান ডার ভেলডেন যেমন বলেছেন, 'কৃত্রিম অভিনেতাদের যুগ 'আসছে' না-- তা এসে গিয়েছে।'

চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করে আসছে কম্পিউটার-নির্মিত ছবি, সাম্প্রতিক অতীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত সফটওয়্যার দিয়ে অভিনেতাদের বয়স কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে মৃত অভিনেতাদেরও। ২০০২-এর সায়েন্স ফিকশন 'সিমোন'-এ এক পরিচালক কম্পিউটার ব্যবহার করেন আদর্শ অভিনেত্রী তৈরি করার জন্য। ২০১৩-র 'দ্য কংগ্রেস'-এ একজন বয়স্ক সেলেব্রিটিকে দেখানো হয়েছে ডিজিটালভাবে স্ক্যান করে। এবং ২০১৩-র 'হার' তো ছিলই। এসবই যেন আশ্চর্যজনকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চলচ্চিত্র। তাই সত্যি বলতে কী, কিছুদিন ধরেই হলিউড অপেক্ষা করেছে নরউড-দের আসার জন্য।

যাই হোক না কেন, বিনোদন জগতের মানুষরা, যাঁরা নরউড-এর মতো সৃষ্টিকে মানুষের শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রকাশের এক দুর্বল বিকল্প হিসেবে দেখেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি বেশ গুরুতর। নরউডের অভিনয় স্কারলেট জোহানসনের মতো নাই হতে পারে, অস্কারের ধারেকাছে নাই পৌঁছাতে পারে তার অভিনয়, অভিনয় শিল্পে এআই অভিনেতাদের অনুপ্রবেশের এই তো শুরু। ক্রমে নরউডরা আরও দক্ষ হবে, পরিশীলিত হবে। তাদের সঙ্গে মানুষ অভিনেতাদের ফারাক কমবে। যদিও পার্থক্য হয়তো একটা থেকেই যাবে-- আর সেখানেই তো মানুষের জিৎ। সব মিলিয়ে টিলি নরউড তাই মানব সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়েই থাকবে। এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতীকও হতে পারে এই এআই অভিনেত্রীটি। বলিউড সহ প্রধান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলিতেও এআই যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, সেক্ষেত্রেও এক পথিকৃৎ হয়ে উঠতে পারে টিলি নরউডের সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা ত্রুটিগুলো।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

২০১৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে।

১৯৩৬

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা যথেষ্ট ভালো রান করেছিলাম। কিন্তু ক্যাচগুলি যদি ধরা যেত, গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। তাছাড়া খেলা যত গড়িয়েছে বল পুরোনো হওয়ায় উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হয়ে গিয়েছিল। আগের ম্যাচের মতো টস ততটা প্রভাব ফেলেনি। পিচও পরে ভালো হয়ে গিয়েছিল।

- শুভমান গিল

ভাইরাল/১

রাজস্থানে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম) ও পেট্রোল পাম্পের কর্মীদের হাতাহাতি। গাড়িতে তেল ভরা নিয়ে তর্কাতর্কি গড়ায় চড়, থাপ্পড়ে। এসডিএম জানান, তাঁর স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করাতেই তিনি চড় মারেন। ৩ কর্মী ধৃত।

ভাইরাল/২

সিআইএসএফের চোখ এড়িয়ে বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটে এক অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি উঠে পড়েছিলেন। টেক-অফের সময় তিনি সিটে বসতে অস্বীকার করেন। ক্রু-দের কথা অমান্য করে চিৎকার করতে থাকেন। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলেও বিমান দেরিতে ছাড়ে।

জনমন

জনমত

মৃত্যুকূপ আশিঘর মোড়

ছোট-বড় মিলিয়ে গোটা বিশেক গর্ত, ড্রেন উপচে নোংরা জলে ছয়লাপ পুরো রাস্তা, দিনভর সহস্রাধিক গাড়ির চলাচল, ডানে-বাঁয়ে হেলেদুলে চলতে চলতে প্রতিদিন এক বা একাধিক গাড়ি উলটে ঘটছে মারাত্মক দুর্ঘটনা, কারও হাত-পা ভাঙছে, কারও মাথা ফাটছে, কোনও যাত্রী জ্ঞান হারাচ্ছেন। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এই দৃশ্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নয়, শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আশিঘর মোড়ের। প্রায় এক বছর ধরে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন পথচলতি মানুষজন, স্থানীয় দোকানি, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সহ অনেকেই। মাত্রাতিরিক্ত বিড়ম্বনার জন্য অনেক লোক এই রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে যাতায়াত করছেন। ফলে আশিঘর মোড়ের আশপাশের দোকানিদের ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে। আধাখন্দ রাস্তার দু'পাশের অপরিকল্পিত ড্রেনের অনিয়মিত নিকাশি ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা, ডাবগ্রাম-২'এর প্রধান, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক, শিলিগুড়ির মেয়র, জলপাইগুড়ির সাংসদ, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সহ প্রশাসনের অনেকেই অবগত রয়েছেন, কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসছেন না। প্রত্যেকে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক ব্যস্ততম মোড় প্রায় এক বছর যাবৎ বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি আমরা পথ অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেমন যেন উদাসীন। জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন আধিকারিকরা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে রয়েছেন। আর কতদিন টোটোযাত্রীরা উলটে গিয়ে মাথা ফাটাবেন? আর কতদিন নাকে রুমাল দিয়ে মানুষ হাঁটবেন? আর কতদিন সাইকেল, বাইক, স্কুটি আরোহীদের হাত-পা ভাঙবে?

রাজীব দাস, আশিঘর মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নদীর মৃত্যুতে সভ্যতা ধ্বংসের ইঙ্গিত

নদীর ওপর সভ্যতার বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে। সেই নদীকে বিপন্ন করে আমরাই নিজেদের বিপদ ডাকছি।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে প্রথম নগরায়ণ তথা সভ্যতার জন্ম নদীকে কেন্দ্র করেই। নদী কৃষি, জলজ সম্পদ তথা সভ্যতার উৎস। কিন্তু সেই নদীই আজ সংকটে। দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মতো আধুনিক শহরগুলি আজ জলসংকটে ভুগছে। এই শহরগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠামোগত বিশেষ করে জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। দুটি শহরই ভূগর্ভস্থ জলের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভরশীল। এখানে বৃষ্টির জল সংরক্ষিত না হওয়ায় জলস্তর প্রতি বছরই নীচে নেমে যাচ্ছে। আধুনিক নগরায়ণ পদ্ধতিতে কংক্রিটের রাস্তা ও ভবন বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকতে পারছে না। দিল্লির যমুনা ও বেঙ্গালুরুর হ্রদগুলি ভীষণ মাত্রায় বর্জ্য ও রাসায়নিক দূষণে দূষিত হবার কারণে পানের অযোগ্য।

পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একসময় সবুজে ঘেরা প্রাণের শহর শিলিগুড়িরও একই পরিস্থিতি। আধুনিক নগরায়ণের জাঁতাকলে জর্জরিত ও অধিক জনসংখ্যার চাপে এই শহর আজ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। এই শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একাধিক নদী আজ বিলুপ্তপ্রায়। নদীবাঁধগুলি বহুতলের গ্রাসে লুপ্ত। শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ফুলেশ্বরী, চামটা, পঞ্চনইয়ের মতো নদীগুলি এই শহরের পানীয় জলের ধারা অব্যাহত রাখতে পারত। তবে পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের চাপে আজ তারা আত্মপরিচয়হীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবর্জনা ও দখলদারির চাপে ফুলেশ্বরী আজ লাবণ্যহীন, কঙ্কালসার, মৃতপ্রায়। মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের মতো এক

ফুলেশ্বরী নদী। শিলিগুড়িতে।

রূপকথার গল্প মাঝেমধ্যে আকাশে বাতাসে ভেসে উঠলেও সরকারি সদিচ্ছা, উদাসীনতা ও ভোটব্যাংক রাজনীতির চাপে সেটাও ফানুসের মতো উড়ে যায়। ভোটব্যাংকমুখী উন্নয়ন ও নগরায়ণের চাপে অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদন, বনভূমির হ্রাস একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী, পাশাপাশি জলস্তর হ্রাস ও পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ায় দিল্লি, বেঙ্গালুরুর মতো শিলিগুড়িও আজ নিত্য জলকষ্টের শিকার।

শিলিগুড়ি এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল মূলত পানীয় জলের উৎস হলেও এর গুণমান ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। মোট ভূগর্ভস্থ জলের একটি বড় অংশ অত্যন্ত খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শিলিগুড়ির জল সরবরাহের অন্যতম উৎস তিস্তা ও মহানন্দাতে বৃষ্টিপাত বাড়লে নদীর জলে রুক্ষকণিকা বেড়ে যায়। ফলে শোধনাগারে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যার চাপে শিলিগুড়িতে প্রত্যহ ১০০ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এর অর্ধেক পরিমাণের বেশি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গর্ত বা রিজার্ভারের সংখ্যা কম থাকায় জল সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা প্রায় নেই। পরিকাঠামোগত অভাব বিশেষ করে নতুন রিজার্ভার, ডিপ টিউবওয়েল, পাইপলাইনের সম্প্রসারণ জল-সমস্যার অনেক বড় কারণ।

প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও জনচেতনা বৃদ্ধি করে প্রয়োজনে কঠোর আইন বলবৎ করে যদি নিয়মিত নদীগুলির ড্রেজিং সম্ভবপর হয় তাহলে খুব ভালো। বসতি বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি আইন ও নাগরিক কর্তব্যের সঠিক প্রয়োগ, পাশাপাশি নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামগত উন্নয়ন ও অধিক মাত্রায় সবুজায়ন মৃতপ্রায় নদীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে। নদীই প্রকৃতি তথা সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে।

প্রকৃতির বশে আমরা, প্রকৃতি আমাদের বশে নয়। প্রকৃতি নিয়ে খেলা নয়। প্রকৃতিকে ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। না হলে একটি নদীর মৃত্যু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। ফোটা ফুলের নীচের অংশ ৫। গাল অথবা পরিমাণে বেশি ৬। আম-কাঁঠালের গন্ধে এই পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। জন্ম থেকে শিশুর দেহে যে চিহ্ন থাকে ১০। বড় পুকুর বা জলাশয় ১২। উদ্দীপনা, হুড়োহুড়ি ১৪। গান্ধিজিকে আমরা যেভাবে সম্বোধন করি ১৫। কাঁঠাল, নিরেট মূর্খ বা অপদার্থ ১৬। ডিম্বাকৃতি বল হাতে নিয়ে খেলা।

উপর-নীচ : ১। এঁর নামে পৃথিবী বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ আছে ২। খুব ওজনদার ও গুরুভার বস্তু ৪। রগচটা ৭। কানে শুনতে পান না ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত ১০। ভারতীয় সংগীতের একটি তারবাদ্য ১১। ওলাইচণ্ডীর অন্য নাম ১৩। সারা মাসের পারিশ্রমিক।

সমাধান ■ ৪২৭৩

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। বাসি বিয়ে ৭। দফা ১০। সভা ১২। কিংখাব ১৪। কামাল ১৫। দুরমুশ ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। অপবাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিরস ৮। ফার্লং ৯। অবকাশ ১১। ভাসমান ১৩। বলক।

বিন্দুবিসর্গ

বিরোধী কৌশলে চাপে এনডিএ

মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বীই

পাটনা, ২৩ অক্টোবর : প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের ১৫ দিন আগে মোক্ষম একটি সামাজিক-রাজনৈতিক চাল দিল বিরোধী মহাজোট। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তেজস্বী যাদবের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল। বিকাশশীল ইনসান পার্টির (ভিআইপি) নেতা মুকেশ সাহনিকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তেজস্বীর তারুণ্য আর সাহনির মল্লা পুত্র পরিচয়— এই দুয়ের মিশেলে এনডিএ-কে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে মহাজোট।

এদিন পাটনার মহাজোটের এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বীর পাশে বসে কংগ্রেস হাইকমান্ডের দূত অশোক গেহলট বলেন, 'মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি সহ সমস্ত শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেজস্বী যাদবই হবেন মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী।' ভোটে জিতলে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আরও একজন নেতাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিহারের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অতি-পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (ইবিসি) ভোট। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশেরও বেশি ইবিসি-ভুক্ত। দীর্ঘকাল ধরে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই গোষ্ঠীটির ভরসায় টিকে ছিলেন। মহাজোটের লক্ষ্য ঠিক সেই ভোটব্যাঙ্কটিকেই নিজেদের দিকে টেনে আনা। মুকেশ সাহনি মূলত নিশাদ বা জেলে এবং নৌকাচালক সম্প্রদায়ের নেতা।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই গোষ্ঠীটি সাধারণত কোনও নির্দিষ্ট দিকে ঝুঁকে থাকে না। তাই কড়া টক্করের নির্বাচনে এই ভোটব্যাঙ্কই জয়-পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে উত্তর বিহারের মুজফফরপুর, মধুবনী, বৈশালী এবং খাগারিয়ার মতো নদীর ধারের অঞ্চলগুলিতে সাহনির প্রভাব যথেষ্ট। তেজস্বী যাদব একদিকে তাঁর তারুণ্য, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং চিরাচরিত সমর্থক গোষ্ঠীকে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। আর সাহনি যোগ দেওয়ায় জোটের ভোটব্যাঙ্কে যুক্ত হচ্ছে অতি-পিছিয়ে পড়া মানুষের একটি বড় অংশ।

সাংবাদিক বৈঠকে মুকেশ সাহানির সঙ্গে তেজস্বী যাদব। পাটনায়।

> মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি সহ সমস্ত শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেজস্বী যাদবই হবেন মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী।
>
> **অশোক গেহলট**

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি বিহারের সামাজিক রাজনীতিতে নতুন ধরনের মেরুকরণের ইঙ্গিত, যেখানে শুধু পিছিয়ে পড়াদের নয়, অতি-পিছিয়ে পড়াদেরও ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

নীতীশ কুমার আদৌ এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কিনা সেই প্রশ্নও তুলেছে মহাজোট। গেহলট বলেন, 'আমাদের জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম তো জানিয়ে দিলাম। কিন্তু এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে? আমরা অমিত শা, বিজেপি সভাপতির কাছে জানতে চাই, আপনাদের নেতা কে বলে দিন।' তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে তেজস্বী বলেন, 'নীতীশ কুমারের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছি, নীতীশ কুমারকে বিজেপি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী করবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার বলেছেন, পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে। নির্বাচনের পর জেডিইউকে শেষ করে ফেলা হবে। নীতীশ কুমারের এটাই শেষ ভোট। অমিত শা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

বিহার ভোটে 'ভিআইপি' এখন মাল্লা-পুত্র

পাটনা, ২৩ অক্টোবর : আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবই যে বিরোধী মহাজোটের মুখ, সেটা বহু আগে থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। সেটাও বৃহস্পতিবার সেরে ফেলেন মহাজোটের নেতারা। কিন্তু বিরোধী মহাজোটের উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) সুপ্রিমো মুকেশ সাহনির নাম ঘোষণা ছিল ভাইফোঁটার সকালে আসল চমক। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট তাঁর নাম ঘোষণার পর মুকেশ সাহনি পদ্মশিবিরকে হুংকার দিয়ে বলেন, 'বিজেপিকে যতদিন পর্যন্ত না ভাঙতে পারছি, ততদিন ছাড়ব না।' বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর দলের বিধায়কদের ভাঙানোর অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

নিষাদ সম্প্রদায়ের নেতা মুকেশ সাহনি নিজেকে মাল্লা-পুত্র বলে পরিচয় দেন। বিহারের মোট ২৪৩টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৫টি আসনে এবার লড়ছে ভিআইপি। বিহারে মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ নিষাদ সম্প্রদায়ের। পুরোটাই যাতে মহাজোটের অনুকূলে আসে, তার জন্য মুকেশ সাহনি এবং তাঁর দল মহাজোটের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গার তীর বরাবর আসনগুলিতে মাঝি-মাল্লাদের প্রভাব একবাক্যে মেনে নিয়েছে মহাজোট। তাই আরজেডির সঙ্গে আসনরফা নিয়ে জট পাকলেও শেষপর্যন্ত রাহুল গান্ধির দৌত্যে সেই জট কাটে। একদা বিজেপির জোটসঙ্গী মুকেশ সাহনি অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। প্রথমে সেলসম্যান তারপর বলিউডে সেট ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। শাহরুখ খান অভিনীত দেবদাস, সলমন খানের 'প্রেম রতন ধন পায়ো' সেটেও কাজ করেছিলেন তিনি। বিগ বসের সেটের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

ভাইফোঁটার স্নান-কাল নেই... বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজে।

রুশ তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়ানোই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে আবারও চাপে পড়েছে ভারতের জ্বালানি নীতি। গত দু'বছর ধরে রাশিয়া থেকে তুলনামূলক কম দামে অপরিশোধিত তেল কিনে ভারতের অর্থনীতি কিছুটা সাশ্রয় করেছিল। কিন্তু এবার সেই পথ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নতুন করে রুশ তেল কোম্পানি রসনেফট ও লুক অয়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ভারতের আমদানি প্রক্রিয়া প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের হুঁশিয়ারিতে স্পষ্ট— রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত থাকলে ভারতের রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। ফলত, রিলায়েন্স ও ইন্ডিয়ান অয়েল সহ বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে রুশ সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি পুনর্বিবেচনা শুরু করেছে।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়া থেকে তেল আসা কার্যত 'শূন্যের কোঠায়' নেমে আসতে পারে। নিষেধাজ্ঞার ফলে মধ্যস্থ দেশগুলির মাধ্যমে তেল আনার পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারত এখন মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলির দিকে বিকল্প উৎস হিসেবে ঝুঁকছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আপনারা জানেন, ভারত আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা এটা বন্ধ করে দেবে। এটি তো একটা প্রক্রিয়া। হুট করে বন্ধ করা যায় না। তবে চলতি বছরেই রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অনেকটাই কমিয়ে দেবে ভারত। এটা খুব বড় বিষয়। এখন যে পরিমাণ কেনা হয়, তার থেকে প্রায় ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।' বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সিদ্ধান্ত একদিকে মার্কিন শুল্কের বোঝা হ্রাসে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে তেল আমদানির খরচ বাড়াবে, যা মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা আরও তীব্র করবে। অর্থাৎ, ভূ-রাজনীতির এই পরিবর্তনে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য—দু'টিই নতুন এক পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে।

ট্রাম্পকে এড়াতেই কি আসিয়ানে নেই মোদি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : কুয়ালালামপুরে চলতি সপ্তাহের শেষে আসিয়ান সম্মেলনে স্বশরীরে অনুপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২৬-২৮ অক্টোবর আসিয়ান সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এড়াতেই মোদির না যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি না, উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যে ভারত রুশ তেল কেনা কমানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ করছে বলে খবর। সেক্ষেত্রে মোদির আসিয়ানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মোদির সঙ্গে শীঘ্রই বৈঠক হওয়ার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে মোদি বৃহস্পতিবার এক্সে লিখেছেন, 'মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমার বন্ধু আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা হয়েছে। আসিয়ানের চেয়ারম্যান পদের জন্য ওঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। আসিয়ান-ইন্ডিয়া সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দেব। আসিয়ান-ইন্ডিয়া কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ আরও গভীর হবে বলে আশা করছি।' ২০২২ সালে আসিয়ান সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন মোদি। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের খোঁচা, 'সমাজমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসায় কিছু বলা এক জিনিস। কিন্তু যে ব্যক্তি ৫৩ বার দাবি করেছেন যে তিনিই অপারেশন সিঁদুর থামিয়েছেন, আর ৫ বার দাবি করেছেন ভারত রুশ তেল কিনবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখানো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একটু বিপজ্জনক।'

৫ রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : বিহারে ভোট মিটলেই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ুর মতো পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। তাই ২০২৬ সালে ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে সবার আগে এসআইআর চালু করার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন। বুধ ও বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে বৈঠক শেষ হয় কমিশনের। বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে আলাদা একটি বৈঠকে বসেন সিইসি জ্ঞানেশ কুমার। রাজ্যগুলির প্রস্তুতির খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। খবর, প্রথম দফার এসআইআর শুরু হবে ২০২৬ সালে ভোটের মুখে থাকা রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ু থেকে। তবে আরও কয়েকটি রাজ্যকে এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নভেম্বরেই। দেশজুড়ে ধাপে ধাপে এই সংশোধন কার্যক্রম শুরু হবে জানা গিয়েছে, এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় একটি বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন শেষ নিবিড় সংশোধন ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকাকে মিলিয়ে দেখা হবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের স্থায়ী ও পরিযায়ী ভোটারদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে আরও স্বচ্ছতা আসবে।

এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে 'ম্যাপিং অফ ইলেক্টরস', যার মাধ্যমে আগের এসআইআর-এর সময়কার ভোটার তালিকা এবং বর্তমান তালিকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক বর্তমানে অন্য রাজ্যে, ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকেন এবং তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁর নাম বা তাঁর পরিবারের কারও নাম ২০০২ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ছিল, তাহলে তিনি সেই রাজ্যের তালিকায় থাকার অধিকার বজায় রাখতে পারবেন।

বেঙ্গালুরুতে গণধর্ষিতা বাংলার তরুণী

বেঙ্গালুরু, ২৩ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর গঙ্গোন্ডানাহাল্লি এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে কলকাতার ২৭ বছর বয়সি এক তরুণীকে গণধর্ষণ ও লুঠের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় কার্তিক, গ্লেন এবং সুযোগ নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে বাকি দুজন এখনও পলাতক।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা একটি বিউটি পার্লারে কাজ করেন। মঙ্গলবার রাত সওয়া ১২টা নাগাদ গঙ্গোন্ডানাহাল্লি এলাকায় ভাড়াবাড়িতে তাঁর চার বছরের ছেলের পাশে ঘুমাচ্ছিলেন। তখনই পাঁচ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হঠাৎ ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তারা নিজেদের 'পুলিশের লোক' বলে পরিচয় দিয়ে 'অবৈধ কার্যকলাপের তদন্তের' অজুহাতে ঢোকে বাড়িতে। এরপর তারা পালাক্রমে তাঁকে যৌন নির্যাতন করে এবং নগদ ২৫,০০০ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন লুঠ করে পালিয়ে যায়।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই দুষ্কৃতীরা সেখানে উপস্থিত দু'জন পুরুষকে বেঁধে ফেলে তাদের ওপর হামলা চালায়। এরপর তারা তরুণীকে পরপর ধর্ষণ করে। লুঠপাট সেরে মধ্যরাতে তারা এলাকা ছেড়ে পালায়। এরপরেই পুলিশের কাছে একটি জরুরি ফোন আসে এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন।

ঘটনায় তিনটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে পলাতক আরও দুই অভিযুক্তকে ধরতে। আক্রান্ত মহিলার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী গণধর্ষণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা এবং ডাকাতির অভিপ্রায়ে গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ধারায় মামলা করা হয়েছে।

চাকরির টোপ গিলে যুদ্ধক্ষেত্রে তরুণ

হায়দরাবাদ, ২৩ অক্টোবর : হায়দরাবাদের তরুণ মহম্মদ আহমেদ রাশিয়ায় মোটা বেতনের চাকরির প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে যান। সেখানে পৌঁছোনোর পরই তাঁকে জোর করে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। ভিডিওবার্তায় নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জানিয়ে আহমেদ বলেন, 'আমি সীমান্তবর্তী এলাকায় আছি। ২৫ জনের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৭ জন মারা গিয়েছেন। এখন চারজন ভারতীয় রয়েছি। আমরা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়।' তাঁর পায়ে প্লাস্টার থাকায় হাঁটতেও পারছেন না, জানিয়েছেন আহমেদ। তাঁর স্ত্রী আফশা বেগম বিদেশমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সাহায্য চেয়ে। আহমেদের এক আত্মীয় দাবি করেছেন, তাঁকে অস্ত্র হাতে জোর করে লড়াইয়ে পাঠানো হয়েছে। হায়দরাবাদের খইরতাবাদ এলাকার তরুণ এখন নিরাপদে দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

হর হর মহাদেব... বৃহস্পতিবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের মন্দির।

ভারতীয় চালকের ট্রাকে পিষ্ট ৩ জন

ওয়াশিংটন, ২৩ অক্টোবর : মাদকাসক্ত অবস্থায় ট্রাক চালিয়ে তিনজনকে পিষে দিল এক ভারতীয় ট্রাকচালক। মৃতদের পরিচয় মেলেনি। আহত হয়েছেন চারজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কানাডার অন্টারিও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে। ট্রাকচালক জশনপ্রীত সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মার্কিন সরকারি সূত্র বলছে, ভারতীয় জশনপ্রীত অনুপ্রবেশকারী।

২০২২ সালের অগাস্টে তিনি অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও বাইডেনের আমলে জামিন পান। পঞ্জাবের বাসিন্দা। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার যুবা সিটিতে থাকেন। সিসিটিভির ফুটেজে দুর্ঘটনার যে ছবি মিলেছে তাতে দেখা গিয়েছে, ১১৫ নম্বর ফ্রিওয়ে জংশনের ঠিক পূর্বদিকে একটি মালবাহী ট্রাক একটি এসইউভিকে ধাক্কা মারার পর একই লেনে থাকা একাধিক যানবাহনকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার ছবি উঠেছে ড্যাশক্যামে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো ও যাত্রীহত্যার অভিযোগে জশনপ্রীতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'কার্বাইড গান'-এ দৃষ্টিহীন ১৪ শিশু

ভোপাল, ২৩ অক্টোবর : বিষাক্ত বাতাস নিয়ে দেশজুড়ে চর্চার মধ্যেই এবারের দীপাবলির অন্যতম আকর্ষণ ছিল কার্বাইড গান বা দেশি ফায়ারক্র্যাকার গান। অফলাইনে তো বটেই, অনলাইনেও দেদার বিকিয়েছে এই আপাত নিরীহ বাজি। কিন্তু ওই কার্বাইড গান-ই দুঃস্বপ্নের রাত নামিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ১২২টি শিশুর পরিবারে। দীপাবলিতে কার্বাইড গান ব্যবহারের পর গত তিনদিনে চোখে মারাত্মক আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ওই ১২২ জন শিশু। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৪ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা বিদিশায়।

চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ঠিকই। কিন্তু কার্বাইড গানের আঘাত এতটাই মারাত্মক যে চিকিৎসার পরও কতজন শিশু চোখে ভালোভাবে দেখতে পাবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এই কার্বাইড গান মোটেও আতশবাজি বা খেলনা নয়। বরং একটি বিপজ্জনক বিস্ফোরক যন্ত্র বলা যায় সেটিকে। মূলত ফল পাকানোর রাসায়নিক ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে ছোট আকারের বিস্ফোরণ ঘটায় এই কার্বাইড গান। মূলত প্লাস্টিক বা টিনের পাইপ দিয়ে ওই গান তৈরি হয়। পাইপের ভিতরে সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বাইড রাখা হয়। তার সঙ্গে সামান্য জল দিলে তৈরি হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস। যা অত্যন্ত দাহ্য। এরপর ছোট ছিদ্র দিয়ে গ্যাস জ্বালানোর লাইটারের সাহায্যে ওই গ্যাসে আগুনের ফুলকি দিলেই তীব্র বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের সময় পাইপের ভিতর থেকে কার্বাইডের বাষ্প, ধাতব কণা ছিটকে আসে। যা চোখ, মুখ, শরীরের অন্য অংশে গুরুতর আঘাত করে।

হামিদিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৭ বছরের নেহার কথায়, 'আমরা বাড়িতে তৈরি কার্বাইড গান কিনেছিলাম। সেটি ফাটতেই আমার চোখ জ্বলে যায়। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।' আরও এক চিকিৎসাধীন রাজ বিশ্বকর্মা বলে, 'আমি সমাজমাধ্যমে দেখে কার্বাইড গান বাড়িতেই তৈরি করেছিলাম। সেটা ফেটে যেতেই আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি।' ভোপালের পাশাপাশি ইন্দোর, জবলপুর, গোয়ালিয়রের হাসপাতালেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে রিলস দেখে কার্বাইড গান তৈরির নেশায় মেতে ওঠে। হামিদিয়া হাসপাতালের সিএমওএইচ ড. মণীশ শর্মা বলেন, 'এই যন্ত্রটি সরাসরি চোখে আঘাত করে। যে ধাতব কণা বেরিয়ে আসে তা রেটিনাকে জ্বালিয়ে দেয়। অনেক শিশু পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে আইসিইউয়ে।'

হাসপাতালে ভর্তি বেশ কয়েকজন শিশু।

সেনাকে ৭৯ হাজার কোটি অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : দেশের সমরবাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ৭৯ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক হার্ডওয়্যারে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ।

খবর, স্থলসেনার জন্য উল্লেখযোগ্য নাগ মিসাইল সিস্টেম এমকে টু (এনএএমআইএস), গ্রাউন্ড-বেসড মোবাইল ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম (জিবিএমইএস), উচ্চ গতিশীলতার যান (এইচএমভিএস)। নৌসেনার জন্য ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ডকস (এলপিডিএস), অ্যাডভান্স লাইটওয়েট টর্পেডো (এএলডব্লিউটিএস), ৩০ মিমি নেভাল সারফেস গান ইত্যাদি। বিমানবাহিনীর জন্য কোলাবোরেটিভ লং রেঞ্জ টার্গেট স্যাচুরেশন/ ডিস্ট্রাকশন সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছিল।

ওয়াশিংটনকে সতর্ক করল মস্কো

রুশ নিষেধাজ্ঞায় খুশি জেলেনস্কি

ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটন, ২৩ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি রাশিয়ার দুটি বড় তেল কোম্পানি রোসনেফট ও লুকোয়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে 'সুচিন্তিত ও যথার্থ পদক্ষেপ' বলে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার ব্রাসেলসে পৌঁছে এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি লিখেছেন, 'এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রয়োজনীয় বার্তা। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার মূল্য দিতে হবে। আগ্রাসন হলে যে তার জবাব দেওয়া হবে না, তা নয়।'

রাশিয়া কিন্তু জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার ফল বিপরীত হবে। আমেরিকাকে পালটা সতর্ক করে রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'নিষেধাজ্ঞার উলটো ফলও হতে পারে। মার্কিন পদক্ষেপে মস্কোর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্ব অর্থনীতি। রাশিয়াকে আপসে আনতে সমর্থ হবে না আমেরিকা।' এদিন ক্রেমলিন একটি বার্তায় জানিয়েছে, 'ন্যাটোর পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া বিশ্বকে অস্থিতিশীল করছে। বাড়াচ্ছে ঝুঁকি ও উত্তেজনা।'

ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধ নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এতেই থেমে না থেকে রাশিয়ার দুই বৃহত্তম তেল সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মস্কোর বিরুদ্ধে ১৯তম জরিমানা প্যাকেজ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। চিন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে।

রাশিয়ার ওপর চাপ তৈরি করতেই ইইউ ও ট্রাম্পের পদক্ষেপ রুশ অর্থনীতিতে সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ রোসনেফট ও লুকোয়েল আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যে যুক্ত।

'সাহস থাকলে সামনে এসো'

মুনিরকে চ্যালেঞ্জ তালিবানের

কাবুল, ২৩ অক্টোবর : এতদিন ভারতকে হুমকি দিচ্ছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। এবার তাঁকেই পড়তে হল তালিবান হুমকির মুখে! সম্প্রতি মুনিরকে সরাসরি ও প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে 'পাকিস্তান তালিবান' নামে পরিচিত জঙ্গিগোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

টিটিপি-র শীর্ষস্তরের কমান্ডার কাজিম একটি ভিডিওতে মুনিরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, 'সাহস থাকলে আমাদের মুখোমুখি হও।' পাক সেনাপ্রধানকে উপহাস করে তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে বরং পাক বাহিনীর মাথাদেরই সামনে এসে যুদ্ধ করা উচিত।'

ভিডিওতে কাজিমকে পাক সেনাপ্রধানের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'পুরুষ মানুষ হলে সামনে এসে লড়াই করার সাহস দেখাও।' ব্যঙ্গাত্মক সুরে তাঁর হুমকি, 'মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে আমাদের সঙ্গে লড়ো।'

এই বক্তব্যের পরই ২১ অক্টোবর ইসলামাবাদ ঘোষণা করে, কাজিমকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে ১০ কোটি পাকিস্তানি রুপি।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে টিটিপি-র ক্রমাগত হামলায় পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পাক সেনাপ্রধানকে তালিবানের হুমকি সে দেশের সামরিক নেতৃত্বকেও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

করবো জয়, নিশ্চয়

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ জনসেবা আয়োগ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা আয়োজন করে। প্রথমেই নাম আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের। এছাড়া রয়েছে মিসলেনিয়াস সার্ভিস, ক্লার্কশিপ ইত্যাদি। অনেকেই একসঙ্গে একাধিক চাকরির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন। মাঝেমধ্যে হয়তো মনে হয়, এতগুলো বিষয়ের জন্য প্রিপারেশন নিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি। মনে প্রশ্ন আসে, কীভাবে এগোনো উচিত? কোন বিষয়ে কীসের ওপর জোর দিতে হবে বেশি? স্মার্ট স্টাডি অবশ্যই দরকার এবং প্রয়োজন সবকিছুর আগে নির্দিষ্ট রুটম্যাপ ঠিক করে নেওয়া। আজ প্রথম পর্ব

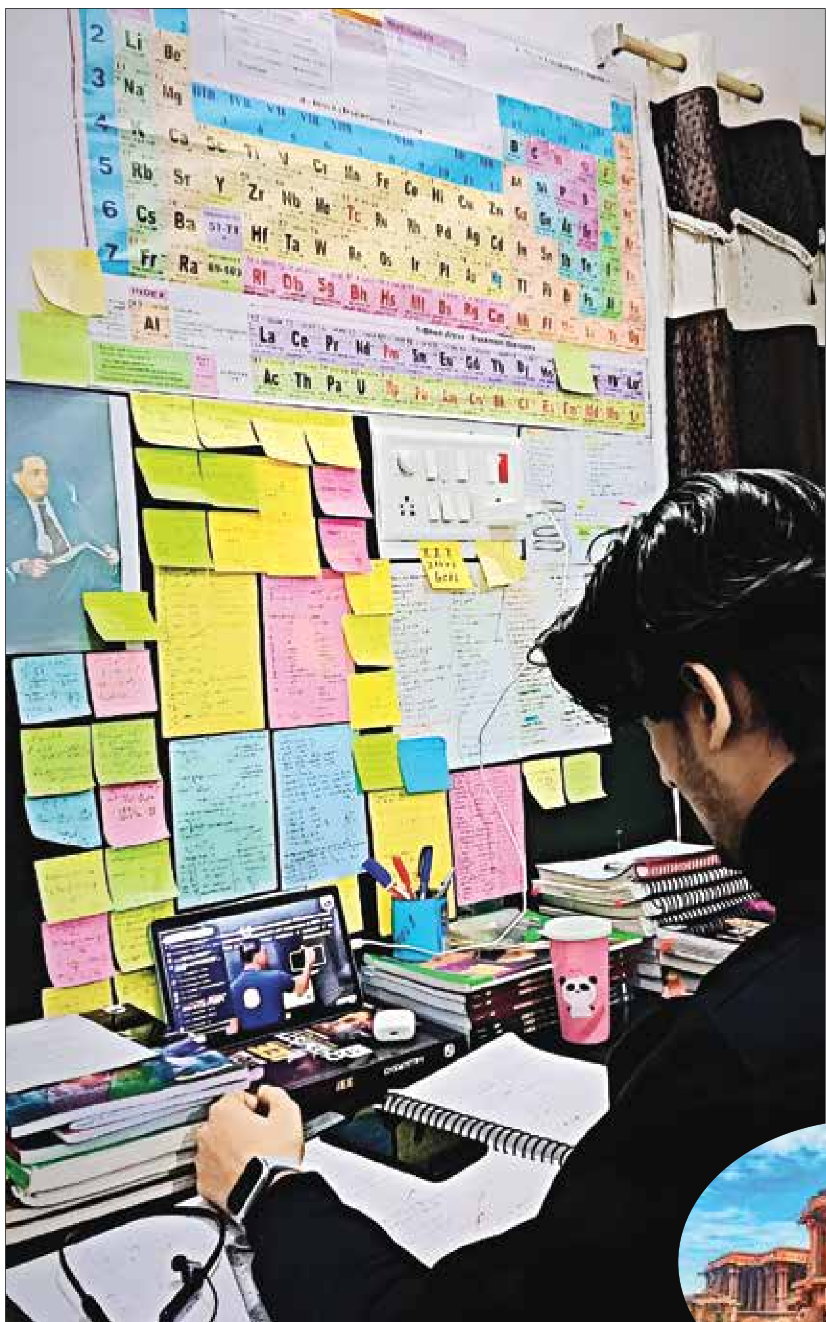

অমিতকুমার গোস্বামী
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ রেভিনিউ অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-এ)

আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি, যদি তোমাদের সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি ভালোমতো নেওয়া থাকে, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও একাধিক দপ্তরের পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা কমে যায়। সাহায্য মিলতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ও এমটিএস পরীক্ষায়। কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যাংকিং অথবা কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ক্ষেত্রে খাটবে না। পরিশ্রম আর স্বপ্নের প্রতি দায়বদ্ধতাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সেজন্য পরিশ্রম করতে হবে নিজেকে। যাত্রাপথে বাধা আসা, অল্পের জন্য সাফল্য হাতছাড়া হওয়া ইত্যাদি ঘটতে পারে, হার মানলে চলবে না। পরদিন আমরা বাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং সামগ্রিক সিলেবাসের রিভিশন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় ফিরব। আজ শেষে এইটুকু বলি, পড়াশোনা শুধুমাত্র দায়সারাভাবে শেষ কোরো না। মুখস্থ করে ঢেলে আসবে, সেই মনোভাবের থেকে নতুনকে, অজানাকে জানার-বোঝার-শেখার চেষ্টা করো। বই বেছে নিয়ে বুঝে পড়ো। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নাও। ভালো থেকো।

ভারতীয় সংবিধান

সংবিধান পড়া মানে কিন্তু শুধুমাত্র আর্টিকল মুখস্থ করা নয়। প্রত্যেকটি আর্টিকলে যে বয়ান দেওয়া রয়েছে, তার সঠিক অর্থ বোঝাও ভীষণ জরুরি।

ধরা যাক, ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল উনত্রিশ ও ত্রিশ, এই দুটি অনুচ্ছেদে মাইনরিটিদের অধিকার সম্পর্কে বলা রয়েছে। কিন্তু মনে রেখো আর্টিকল ২৯-এ কোথাও 'মাইনরিটি' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়নি। বলা হয়েছে ত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকল ওয়ান। অনুচ্ছেদ এক। সেখানে বলা হয়েছে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার কথা। ইউনিয়ন গঠিত হবে 'এগজিস্টিং স্টেট'গুলোকে নিয়ে। আরও একটি সংজ্ঞায় বলা আছে, 'টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া'।

এক্ষেত্রে টেরিটরি অফ ইন্ডিয়াতে এমন জমি যুক্ত হতে পারে, যেটা ভারতবর্ষ আগামীদিনে দখল করবে। সুতরাং টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া ধারণাটি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'র ধারণার থেকেও বড়। এধরনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই জটিল অবজেক্টিভ প্রশ্ন অথবা ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নের উত্তর তোমরা লিখতে পারবে। সংবিধান বিষয়টি খুঁটিয়ে পড়ার ওপর নির্ভর করছে। তাই আমার পরামর্শ, শুধুমাত্র আর্টিকল মুখস্থ কোরো না। বরং সেই আর্টিকলের বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা করো।

ইতিহাস

ভারতের ইতিহাসকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুরু হয় মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা থেকে পাল ও সেন রাজার সময়কাল পর্যন্ত। মধ্যযুগের ইতিহাস পাল, সেন যুগের পর থেকে মোটামুটি মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ধরা হয়। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকতেই পারে।

এই তিনটে বিভাগের ইতিহাস খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ঘটনাচক্রের সময়কালগুলো মেনে চললে ভালো। তোমরা যদি সাল অনুযায়ী ঘটনার চার্ট বানিয়ে ফেলতে পারো, তাহলে অবজেক্টিভ আর ডেসক্রিপটিভ- দু'ধরনের পরীক্ষাতেই সুবিধা পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরো তোমরা মৌর্য শাসনকাল পড়ছ। নোট তৈরির সময় বাঁদিকে সাল ও ডানদিকে সেই সালে কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তা লিখতে পারো।

আরও বিস্তারিতভাবে নোট তৈরি করা যেতে পারে। যেমন, যদি কোনও রাজার সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তবে প্রথমে সেই রাজা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সাব-হেড করে তারপর বাঁদিকে রাজার সময়কালের প্রতিটা সাল এবং ডানদিক বরাবর নির্দিষ্ট সালে ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখে রাখতে পারো। কোনও বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে তার নাম সাব-হেড করে নীচে সাল ও পাশে তথ্য লেখা যায়। এই পদ্ধতি সিকুয়েন্সিয়ালি হবে। মধ্যযুগের ক্ষেত্রেও তাই। আধুনিকযুগেরও।

উদাহরণ (ক)
পলাশির যুদ্ধ (সাব-হেড)
বাঁদিকে- ১৭৫৭ সাল
ডানদিকে- কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল? কেন সিরাজ-উদদৌলার পতন হয়েছিল? যুদ্ধের কারণ কী? ফলাফল কী হয়েছিল? ইত্যাদি।
একই বছরে আরও মাঝারি, ছোট মাপের ঘটনা থাকলে নীচে স্টার মার্ক দিয়ে তথ্য লিখে রাখো।
উদাহরণ (খ)
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (সাব-হেড)
বাঁদিকে- ১৮৮৫ সাল
ডানদিকে- প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য।
নীচে একই সালে ঘটে যাওয়া বাকি ঘটনা স্টার মার্ক দিয়ে।

ভূগোল

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক আর আঞ্চলিক, এই দুটো ভাগ রয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক ভূগোলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে উত্তরের হিমালয় পর্বত, তার সৃষ্টি, সীমানা, পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার, সেখানে কী কী ভৌগোলিক চরিত্র রয়েছে, একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার কী কী অংশ রয়েছে, সেখানকার ভূমিরূপ কেমন, সেখানকার পার্বত্য শ্রেণির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে শুরু করে নদ-নদী, ভূমিরূপ, তার ঢাল- পুরোটাই পড়তে হবে।

আবার ধরা যাক, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। ভারতের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যের মালভূমির চরিত্র, সেখানকার পর্বতশ্রেণি, কী কী খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়? এর বিস্তার কতটা এবং এর সৃষ্টির পেছনে কী ইতিহাস ছিল? ইত্যাদি পয়েন্ট করে করে পড়তে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ গাঙ্গেয় সমভূমির একটা বড় অংশ অধিকার করে। সেখানে পুরাতন পলিগঠিত সমভূমি, অপেক্ষাকৃত নতুন পলিগঠিত সমভূমি, এখানকার ভূমিতে কী চাষ হয়? ইত্যাদি পড়তে হবে। পড়তে হবে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিকভাবে বৃষ্টিপাতের বিভিন্নতা পড়বে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমন বিভিন্নতা তোমাদের পড়তে হবে।

ভারত আর পশ্চিমবঙ্গ ভূগোলের ক্ষেত্রে আলাদা খাতায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পয়েন্ট করে লিখলে উপকার হবে। আবার, আঞ্চলিক ভূগোলে বহুক্ষেত্রে টেবিল তৈরির জায়গা রয়েছে। যেমন ধরো, ভারতের মৃত্তিকা নিয়ে পড়ার সময় কোন অঞ্চলে কী ধরনের মৃত্তিকা পাওয়া যায়? তাতে কোন খনিজ বেশি মেলে? কোন ফসল ভালো চাষ হচ্ছে? -এসব নিয়ে একটি টেবিল তৈরি করা যেতে পারে।

প্রতিটি নদীর উৎস, কোথায় গিয়ে পতিত হয়, কোন কোন রাজ্য/জেলা দিয়ে যায়, তার রাস্তাপথে কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে কি না, নদীর মোট বিস্তার কত কিলোমিটার, ওয়াটার কমিশন গঠিত হয়েছে কি না, সেই নদী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন কোন রাজ্যের প্রয়োজন মেটায়, নদীর উপনদী কী ইত্যাদি পয়েন্ট যেমন ভারতের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, তেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও টেবিল বানাতে পারো। এই টেবিলগুলো পর্যায়ক্রমে তোমাদের মাঝেমধ্যে রিভিশন দিতে হবে।

এতে যেমন তথ্যগুলো মনে থাকবে, তেমন ডেসক্রিপটিভ লেখার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। সেন্সাস বা জনশুমারির ক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যভিত্তিক সেন্সাস আর পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক সেন্সাসের তথ্যের জন্য আলাদা চার্ট বানাবে এবং পিরিওডিক্যালি সেসব রিভিশন করবে।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পৃথিবীর ভূগোল সম্পর্কে ইউপিএসসি এবং আগামীদিনে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় পড়তে হবে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন, প্লেট টেকটনিক থিওরি, বিভিন্ন মহাসাগর ও তাদের চরিত্র, আবহাওয়া ও তার বর্তমানকালীন পরিবর্তন, নদনদী, পৃথিবীজুড়ে থাকা খনিজ সম্পদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিকার্য, শিল্প, ভূ-রাজনীতি (ভারত আর বিশ্ব ভূ-রাজনীতি, দক্ষিণ এশিয়া, ভারত মহাসাগরের ভূ-রাজনীতি, সীমান্ত সমস্যা), পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা, ভূমিধস, মহামারি), ভূমিক্ষয় ও ভূমি ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ম্যাপ ও চার্টের উপকারিতা, রিভিশন পদ্ধতি

ভূগোল পড়তে গেলে ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার আবশ্যিক। যেমন ধরো, পৃথিবীতে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের মধ্যে যে কোনও একটি কোথায় কোথায় সর্বোচ্চ পরিমাণে পাওয়া যায়, সেটা যদি তুমি ম্যাপ পয়েন্টিং করে পড়ো এবং নিয়মিত রিভিশন দাও, সেটা মুখস্থবিদ্যার চাইতেও বেশি উপযোগী পদ্ধতি। একই কথা চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আরও একটি উদাহরণ, ভারতের কোথায় কোথায় ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, তা মনে রাখার জন্য একটি ম্যাপ কিনে পয়েন্টিং করে রাখো। ম্যাপের ওপরে হেডিং দাও, 'ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনকারী কেন্দ্র সমূহ'। এভাবে পড়লে মনে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ধরো, এভাবে পৃথিবী ও ভারত মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি ম্যাপ তৈরি হল। রোজ পাঁচটি করে ম্যাপ সকালবেলায় ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেবে। চল্লিশটি ম্যাপ পড়তে আটদিন সময় লাগবে। একইভাবে সার্কুলেট করে রিভিশন করলে বিষয়গুলো আয়ত্তে চলে আসবে।

ভারতের অর্থনীতি ও রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা

ভারতের অর্থনীতি, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ইউপিএসসি পরিচালিত সিএসই অথবা ডব্লিউবিসিএস, দুটো পরীক্ষাতেই ভালো মানের প্রশ্ন আসে। অনেকের মনেই অর্থনীতি সম্পর্কে ভীতি কাজ করে। তবে শুরুতেই বলি, বিষয়টি মোটেই তত কঠিন নয়। বুঝে বুঝে পড়লে এর মতো সহজ বিষয় আর নেই।

ভারতের অর্থনীতির অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে পর্যায়কাল, সে সম্পর্কে ধারণা প্রথমেই তৈরি করে নাও। যেমন ধরো, স্বাধীনতার পরপরই ভারতীয় অর্থনীতি অর্থাৎ খানিকটা নেহরুভিয়ান অর্থনীতি অনেকাংশে সমাজতন্ত্র নির্ভর ছিল। ১৯৯১ সালে দেখা গেল, ভারত সমাজতন্ত্র নির্ভর অর্থনীতি ছেড়ে ক্যাপিটালিস্টিক প্রাইভেটাইজড অর্থনীতির দিকে পা বাড়াচ্ছে।

এই পরিবর্তনগুলো কেন হল? কী কী ঘটনা এই পরিবর্তনে সাহায্য করল? এসব যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে অর্থনীতি বুঝতে বিশেষ সমস্যা হবে না। ১২টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বেশ ক'টি এক বছরের স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ধরে এই পরিবর্তন ঘটেছিল। সেখানে ভারত সরকারের পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রকারভেদ, ভারতে কী ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, কৃষিকার্যের অবদান, খনিজ সম্পদের অবদান, শিল্পবিপ্লব, সার্ভিস সেক্টরের অবদান, জনসংখ্যা অর্থনীতির ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করে, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে বিভিন্ন সরকারি যোজনা (বিশেষত যেগুলো উপার্জনের সুযোগ দিয়েছে কিংবা গ্রাম ও শহরের উন্নয়নে সাহায্য করেছে) এবং বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোজনা কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা দরকার।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে কী ভূমিকা পালন করে, ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সচল রাখা, অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় টাকা সরবরাহ এবং সরকারকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সাহায্য করে কীভাবে- এসব পড়তেই হবে।

পাশাপাশি বর্তমানে অর্থনীতিতে কোন কোন দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রভাব ফেলছে বা আগামীদিনে ফেলতে পারে, তা দেখে নিও। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, নিয়মিত খবরের কাগজে চোখ রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ডিজিটাল মিডিয়ার বিশেষ বিভাগ সাহায্য করতে পারে। দৈনন্দিন কী কী বদল এল অর্থনীতিতে, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে- তেমন কী ঘটল ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে।

শুভ শক্তির পরশে ঘুচে যাক সমস্ত অহং, অভিমান

মনিকা পারভীন
স্নাতকোত্তরের পড়ুয়া, বাংলা বিভাগ, কোচবিহারের বাসিন্দা

'সমস্ত জীবনটা একটা ছন্দের মতো। জন্ম-মৃত্যু, দিন-রাত্রি, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদ; ঠিক যেন একটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। একবার উঠছে আবার পড়ছে। একটা আছে বলেই যেন আর একটার সার্থকতা, তাই না?'- চারুলতা সিনেমায় সৌমিত্রের কণ্ঠে এই সংলাপটি কমবেশি সকলের শোনা। যা বলে যায় এক সাধারণ অথচ গভীর দর্শনের কথা। পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি সত্তা পরস্পর সম্পৃক্ত হয়েই একসঙ্গে সহাবস্থান করে। প্রত্যেক মানুষের মনেও একই সঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী সত্তা কাজ করে। মিথোলজি এই দুই সত্তার নাম দিয়েছে, শুভ আর অশুভ শক্তি। বছরের এই সময় যে আলোর উৎসবে গোটা দেশ মেতে ওঠে, তাও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভর জয়ের উদযাপন। দীপাবলি, আলোর রোশনাই কেবল বাইরের অন্ধকারকে দূর করার কথা বলে না। আমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার একটু ফাঁক পেলেই দাঁতনখ বের করে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। হিংসা-দ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে চায়। তাদের দূর করতে না পারলে এ উৎসবের তাৎপর্য কী!

নতুনের ভাবনায়

যুগের সঙ্গে শুভ ও অশুভ-র ধারণা, অবস্থান ক্রমশ বদলাচ্ছে। সত্যযুগে শুভ এবং অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবতা ও অসুররা আলাদা লোকে অবস্থান করত। ত্রেতা যুগে কিন্তু রাম ও রাবণ অবস্থান করল একই লোকে। আরও পরে দ্বাপরযুগে মহাভারতের গল্পে আমরা দেখি, পাণ্ডব ও কৌরবরা একই পরিবারে জন্ম নিচ্ছে। আর সবশেষে, এই কলিতে শুভ আর অশুভ অবস্থান করছে একই ব্যক্তির মধ্যে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, জন্ম থেকেই প্রতিটি মানুষকে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সত্তার মুখোমুখি হতে হয়। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ধর্ম অনুযায়ী এদের নাম ভিন্ন হয় মাত্র। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাবকে চিনা সংস্কৃতিতে বলে ইন ও ইয়ান। ইসলামে বলে শয়তান আর ফেরেস্তা। মানুষের বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির অস্তিত্ব থাকে। যে অংশটিকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিই, মনোযোগ দিই- সেই অংশ বেশি শক্তিশালী হয়। মানুষের সার্বিক চরিত্র সেই অনুযায়ী গঠিত হয়।

পৃথিবীতে আজ এক 'অদ্ভুত আঁধার' নেমে এসেছে। তাই আজও শ্রেষ্ঠত্বের আস্ফালন দেখাতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলা যায়, একটা গোটা শহরকে স্রেফ মিসাইল ছুড়ে ধ্বংস করা যায়, ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষকে স্নাইপারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া যায়, আবার কখনও দশ বছর বয়সি দাদাকে তার ভাইয়ের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গলিত মৃতদেহ কুড়িয়ে নিতে হয়। নিজেদের অস্ত্র ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে কাউকে যুদ্ধের জিগির জিইয়ে রাখতে হয়। যখন জিওপলিটিক্সের দোহাই দিয়ে চূড়ান্ত নারীবিদ্বেষী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রপ্রধানদের রেড কার্পেটে অভ্যর্থনা জানাতে হয়, তখন জীবনানন্দের কথাটি বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে- 'যাদের হৃদয়ে কোনও প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

অন্ধকার! অন্ধকার! চাপ চাপ অন্ধকার! এ আঁধার দূর করতে ঠিক কতগুলো প্রদীপ দরকার? তবু বারবার অধ্যাপক কাফির উক্তি আমাদের মনে করে যেতেই হবে, 'ঘৃণার চেয়ে ভালোবাসা অনেক বেশি সংক্রামক।' ভালোবাসার শক্তি অসীম। ভালোবাসাই পারে সমস্ত অন্ধকারকে দূর করতে। 'মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা'কে দূর করতে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই উপনিষদে। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করতে হবে। আরও নত হতে শিখতে হবে। এই যাত্রা কোনও গন্তব্যের উদ্দেশে নয়। এই যাত্রা একটি নিরন্তর পথচলা, একটি নিরন্তর অনুশীলন। প্রদীপের আলো দেওয়ার প্রক্রিয়াটি যেমন একটি দহন প্রক্রিয়া, ভালোবাসাও খানিকটা তাই। ভালোবাসতে গেলে নিজেকে অনেকখানি পোড়াতে হয়। পোড়াতে হয় নিজের অহং, অভিমান। তবে এ পোড়ায় ক্ষত থাকে না, বরং এ দহনে অসীম সুখ!

রামচন্দ্র চোদ্দো বছরের বনবাস শেষে যখন অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন নগরবাসী তাঁদের প্রিয় রাজাকে স্বাগত জানাতে গোটা নগরী আলোকিত করেছিলেন। যা আমাদের কাছে 'দীপাবলি' বা 'দিওয়ালি'। এই পরব লংকার রাজা রাবণের বিরুদ্ধে রামের বিজয়ের প্রতীক। যা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়কে সূচিত করে। এছাড়াও দীপাবলির সঙ্গে একাধিক গল্প জড়িত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নরাকাসুর বধ, ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের আধ্যাত্মিক জাগরণ বা 'নির্বাণ' হয়েছিল এ সময়েই। শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্বে এই তিথি তাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

নিজেকে পোড়ানোর অবকাশটুকু যেন আমাদের থাকে। আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়াতে আমরা যেন আমাদের হৃদয় আরও নুইয়ে দিতে পারি। এই নফরতের দুনিয়ায় চিরকাল যেন মহব্বতের শের শুনিয়ে যেতে পারি। ওদের ঘৃণার বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত যেন একগুচ্ছ সূর্যমুখী এগিয়ে দিতে পারি- এতটুকুই দীপাবলির প্রার্থনা।

হেসেখেলে পার ২৫ বছর, আরও পথ চলার স্বপ্ন চোখে

খোকন সাহা

শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এই তিনটি বিষয়ের ওপর গত ২৫ বছর ধরে খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তা কতটা আন্তরিক তা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সবার সামনে পরিষ্কার হল। উপস্থিত প্রাক্তনীরা বছরভর বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, গবেষণার পরিকাঠামো উন্নয়নে সমিতি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা বছরের ইতিহাস বিভাগের পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। ডঃ শুক্লা সরকার, ডঃ সতী সিং, ডঃ মলয় করঞ্জাই, গৌতমেন্দু নন্দী প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেন। বিশিষ্টরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সমিতির লোগো এবং পরিচয়পত্র উন্মোচন করা হয়। সোমা দত্ত সমিতির প্রবীণ সদস্য। ৬৫ বছর বয়সে হাইজাম্প, লংজাম্প এবং দৌড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সোনা জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে এদিন সংবর্ধিত করা হয়। সমিতির ২৫ বছরের লোগো তৈরির জন্য শিল্পী অজয় সরকারকে সম্মাননা জানানো হয়।

২০০১ সালে এই সমিতি গঠিত হয়। সমিতি এপর্যন্ত দশটি গবেষণামূলক একক এবং সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে তাপস চট্টোপাধ্যায় রচিত 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস', 'উত্তরবঙ্গের আর্থিক- সামাজিক- সাংস্কৃতিক উন্নয়নের রূপরেখা' নামক সংকলন গ্রন্থ ও 'দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর স্মরণিকা' বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমিতি প্রতি বছর স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ফ্যাকাল্টির মেধাবী অথচ নিম্নবিত্ত পড়ুয়াদের পুরস্কার (মেডেল), অর্থ ও আইপ্যাড জাতীয় শিক্ষাসামগ্রী দিয়েছে। ক্যানসার ও অন্যান্য কঠিন অসুখে সংকটাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের অর্থসাহায্য করেছে। ক্যাম্পাসে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেছে। ত্রাণমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোভিডের সময় সমিতির সদস্যদের দান করা ১০ লক্ষ টাকায় উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা হয়েছিল। সাম্প্রতিক দুর্যোগের পর সমিতির সদস্যরা দুধিয়া, মিরিক, বিজনবাড়ি ও নাগরাকাটা গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি

রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সমিতির নানা জেলায় বছরভর অ্যাকাডেমিক সেমিনার ও আলোচনাচক্রের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে সমিতির পরিচালনার জন্য ৩০ জন সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে। মিউজিয়ামের প্রাক্তন কিউরেটর ফজলুর রহমান এর সম্পাদক পদে রয়েছেন। এছাড়া, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায় সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন। সবাই মিলে কাজ করে সমিতিকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে সদস্যদের দৃঢ়বিশ্বাস।

ডেঙ্গিতে মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়ে এক কিশোরের মৃত্যু ঘটল শহর শিলিগুড়িতে। প্রধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার মারা যায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াংশু মণ্ডল (১৩)। মৃত্যুর কারণ হিসেবে অ্যাকিউট নিউমোনিয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসকরা। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহ ধরে জ্বর, পেটের সমস্যা, শরীর ব্যথা, সর্দির উপসর্গ ছিল ওই কিশোরের। তিনদিন আগে শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হওয়ায় ওই কিশোরকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকালে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে প্রিয়াংশুকে এখান থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু পরিজনেরা মেডিকেলের পরিবর্তে ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বিকেলে ওখানেই মৃত্যু হয় কিশোরের। প্রিয়াংশুর সাত বছরের ভাইও জ্বরে আক্রান্ত। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়াংশুর মৃত্যুতে আতঙ্কে ছোট ছেলে অশ্বীনকেও বন্ড দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন বাবা বিকাশ মণ্ডল।

ঘটনার পর এলাকার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, আবর্জনায় নিকাশিনালাগুলির অবস্থা বেহাল। পাশেই রয়েছে গবাদিপশুর খাটাল। স্থানীয় কাউন্সিলার বিজেপির অনীতা মাহাতোর অভিযোগ, ‘পুজোর সময় বারবার পুরনিগমে জানিয়েও বাড়তি সাফাইকর্মী পাওয়া যায়নি। তাই ওয়ার্ডে ঠিকমতো সাফাইয়ের কাজও হয়নি।’ যদিও মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘মিথ্যে বলছেন কাউন্সিলার। সবসময় বাড়তি সাফাইকর্মী দেওয়া হয়। কিন্তু ওর ম্যানেজমেন্টের সমস্যা রয়েছে। ওয়ার্ডটির মনিটরিং আমরাই করছি।’

গঙ্গানগরের হরি ওম ঘাটের কাছে ছোট ছোট পাঁচ-ছয় ফুটের নিকাশিনালাগুলিতে আবর্জনার স্তূপ।

> পুজোর সময় বারবার পুরনিগমে জানিয়েও বাড়তি সাফাইকর্মী পাওয়া যায়নি। তাই ওয়ার্ডে ঠিকমতো সাফাইয়ের কাজও হয়নি।
>
> অনীতা মাহাতো
> কাউন্সিলার

শেষ কবে নিকাশিনালা পরিষ্কার হয়েছে, মনে নেই স্থানীয়দের। কিছুটা দূরেই খাটাল। খাটালের পাশের নিকাশিগুলিরও অবস্থা বেহাল। কোথাও জল জমে, কোথাও

কিশোরের মৃত্যুর পর এলাকায় জটলা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

আবার গোবর। স্বাভাবিকভাবেই তা মশামাছির আঁতুড়। খাটালের দূষিত জল সরাসরি গিয়ে মিশছে মহানন্দা নদীতে। এই খাটালের থেকে ৫০ মিটার দূরেই প্রিয়াংশুদের বাড়ি। এমন পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারকে কাঠগড়ায় তুলে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলছেন, ‘ওই কাউন্সিলারকে সবচাইতে বেশি সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। কাউন্সিলার বাড়ি থেকেই বের হন না। ওয়ার্ডের লোকেই বলছেন, কাউন্সিলারকে দেখা যায় না। তাহলে কী করে কাজ হবে।’

> মিথ্যে বলছেন কাউন্সিলার। সাফাইকর্মী দেওয়া হয়। কিন্তু ওর ম্যানেজমেন্টের সমস্যা রয়েছে। ওয়ার্ডটির মনিটরিং আমরাই করছি।
>
> গৌতম দেব
> মেয়র

কিশোরের মা ওয়ার্ডের ডেঙ্গির হাউস টু হাউস সমীক্ষক। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর স্থানীয় পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওষুধ এনে খাওয়ানো হয় প্রিয়াংশুকে। কিন্তু জ্বর না কমায় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রিয়াংশুকে ভর্তি করা হয় জেলা হাসপাতালে। একইসঙ্গে তার ভাই অশ্বীনকেও ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শুরু হলেও প্রিয়াংশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। অক্সিজেন সাপোর্টেও কাজ না হওয়ায় হাসপাতাল থেকে প্রিয়াংশুকে মেডিকেলে রেফার করা হয়। কিন্তু পরিজনরা প্রিয়াংশুকে নিয়ে যান বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই মারা যায় প্রিয়াংশু। এদিকে, বৃহস্পতিবার মৃত প্রিয়াংশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। সঙ্গে ছিলেন এইচবি বিদ্যাপীঠের শিক্ষকেরা। ওই স্কুলেরই ছাত্র ছিল প্রিয়াংশু। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে সঞ্জয় বলেন, ‘এলাকায় সাফ সাফাই তো হয় না। নিকাশি ব্যবস্থার হাল বেহাল। বাচ্চা ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে আমি কষ্ট পেয়েছি।’

মন্দির থেকে গয়না চুরি ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৩ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরে বৃহস্পতিবার ভোররাতে পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার গুরুদাস সাহার বাড়ির মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীরা চার লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। দুই বছর আগেও এই বাড়ির কালী মন্দিরে বড় চুরি হয়েছিল। এদিনই ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের বাড়ির মন্দিরেও চুরির উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা তালা ভাঙলেও চুরি করতে পারেনি। একের পর এক চুরির ঘটনায় শহরজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। চোর ধরতে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। বিজেপি নেতা সুরজিৎ ‘শহরের আইনশৃঙ্খলা লাটে উঠেছে’ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গুরুদাস আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ মামলার কিনারা না করলে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার ‘একটি গ্যাং’-কে চুরির ঘটনায় চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ওই গ্যাংয়ের এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় পাওয়া ফুটেজে একজন দুষ্কৃতীকেই অপারেশন করতে দেখা যাচ্ছে। আড়ালে আরও কেউ ছিল কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

এদিন ভোররাতে ওই দুষ্কৃতী মুখ ঢেকে বাড়ির পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রথমেই বাড়ির ভাড়াটিয়ার গেট বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর রড দিয়ে মন্দিরের গেটের তালা ভেঙে গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। দুর্গাপুজোর সময় থেকে এখনও পর্যন্ত রোজই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনা ঘটেছে। ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের বাড়ি যেমন দুষ্কৃতীদের টার্গেটে ছিল। তেমনি বাড়ির মন্দিরগুলিও টার্গেটে পরিণত হয়েছে। বাইক চুরির ঘটনাও হয়ে উঠেছে জলভাত।

গুরুদাস বলেন, ‘চার লক্ষাধিক টাকার মায়ের গয়না চুরি গিয়েছে। শহরে কি পুলিশ বলে কিছু নেই? পুলিশি টহলদারিও নজরে পড়ে না কেন? পুলিশের ডিউটি কি শুধুমাত্র জাতীয় সড়কেই সীমাবদ্ধ থাকবে? শহর তো চোরের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার না হলে থানা ঘেরাও অভিযান শুরু করব।’ চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া, ‘চোর ধরতে পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলেই অপরাধ বাড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্রিয় হওয়া উচিত।’ বিজেপি নেতা সুরজিৎ বলেন, ‘চুরির ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ নিয়ে সম্প্রতি আমরা থানায় স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে দ্রুত রাশ টানতে পুলিশ ব্যর্থ হলে আমরা জোরদার আন্দোলন শুরু করব।’

পুলিশ সুপার বলেছেন, ‘পুলিশ অপরাধ রুখতে সক্রিয়। তবে সম্প্রতি শহরে কিছু চুরির ঘটনা ঘটেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। আমরা সমস্ত ঘটনার তদন্ত করছি।’ তাঁর সংযোজন, ‘বিহারের এক দুষ্কৃতীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। সে একটি গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত। গ্যাংয়ের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই চক্রটি যে একাধিক চুরির ঘটনায় যুক্ত প্রাথমিক তদন্তে তা জানা গিয়েছে।’ তিনি জানান, সম্প্রতি আমরা বৈঠক করে সাধারণ মানুষকে মূল্যবান সামগ্রী রক্ষায় সচেতন থাকার জন্য রীতিমতো অ্যাডভাইজারি জারি করেছিলাম।

গ্যারাজে রেস্তোরাঁ, পথে গাড়ি

অভিযানে নামছে পুলিশ

শহরে বিভিন্ন অ্যাপার্টমেন্টের গ্যারাজ ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কোথাও চলছে রেস্তোরাঁ, কোথাও দোকান। মালিকরা গাড়ি সারাদিন রেখে দিচ্ছেন রাস্তায়। যার জেরে শহরের অলিগলিতে প্রায়দিনই যানজট লেগে থাকছে। এনিয়ে ছটপুজোর পরে অভিযানে নামছে মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ, আলোকপাত করলেন **শমিদীপ দত্ত**।

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শহর শিলিগুড়িতে যানজট সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একশ্রেণির মানুষ পার্কিংয়ের জায়গা দখল করে থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। শহরের বাসিন্দা মনোজিৎ দাস বলছিলেন, ‘শুধু পার্কিংয়ের জায়গা দখল করে রাখাই নয়, ব্যবসায়ীদের অনেকেই নিজেদের দোকানের সামনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পার্কিংয়ের জায়গায় নিজেদের গাড়ি রেখে দিচ্ছে। ফলে পার্কিংয়ের একটা বড় অংশের জায়গাই সারাদিন ব্লক হয়ে থাকছে।’

আবার অলিগলিতে বহুতল, অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে গ্যারাজের জায়গা ভাড়া দেওয়ার প্রবণতায় সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। গ্যারাজ ভাড়া দিয়ে গাড়ি রাখা হচ্ছে রাস্তায়। সারাদিন রাস্তায় গাড়ি রেখে দেওয়ায় প্রায়দিনই হায়দরপাড়া, আশ্রমপাড়ার অলিগলিগুলোতে যানজট লেগে থাকছে। হচ্ছে যানজটও। ডিসিপি (ট্রাফিক)-র কথায়, ‘আমরা এভাবে রাস্তার ওপর গাড়ির যানজট হতে দেব না। বিষয়গুলো নিয়ে পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলব।’ এর আগেও গ্যারাজের জায়গায় দোকান, রেস্তোরাঁ ভাড়া দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্নের মুখে পড়ে পুরনিগম। যদিও এব্যাপারে কোনওদিনই সেরকম কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ইচ্ছেমতো ‘নো পার্কিং’ বোর্ড লিখে দোকানের সামনের জায়গা ব্যবসায়ীদের দখল করে রাখার প্রবণতার বিষয়টা সামনে এসেছিল। নো পার্কিং লেখা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ভুয়ো বোর্ডের হদিসও মিলেছিল। বিষয়টা নিয়ে ট্রাফিক প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন ডিসিপি (ট্রাফিক)। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সচেতন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাফিক বিভাগ। তাতে কাজ না হলে, আইনত মোটা টাকার জরিমানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্ট মালিকদের সচেতন করার জন্য মাইকিং করা হবে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে আমরা অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ঢুকে আবাসিকদের এ ব্যাপারে সচেতন করব। তারপরেও কাজ না হলে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা শহরে সিস্টেমেটিক ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা নেব।’ এমনকি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পুরনিগমকেও পরিকল্পনা করে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ট্রাফিকের তরফে।

কী করতে চায় পুলিশ

- প্রয়োজনে অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ঢুকে আবাসিকদের সচেতন করব
- তারপরেও কাজ না হলে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে
- আমরা সিস্টেমেটিক ট্রাফিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ করব

বালির বস্তা তোলা নিয়ে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়া এলাকায় উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবারও প্রতিমা দেখতে অব্যাহত মানুষের ঢল। সুভাষপল্লির একটি মণ্ডপে প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাসের তোলা ছবি।

বিপজ্জনক পুলিশ আবাসন, বসবাসে ঝুঁকি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ আবাসন। শিলিগুড়ি থানার পিছনের পুলিশ আবাসনের পাঁচটি ব্লকে এমনই হাল যে একাংশের পুলিশকর্মীরা ইতিমধ্যেই ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কেউ কেউ এখনও সপরিবারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস করছেন ওই আবাসনেই। আবাসনের বেহাল দশা নিয়ে স্বভাবতই ক্ষোভ ছড়িয়েছে একাংশ পুলিশকর্মীদের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার ওই আবাসনে গিয়ে দেখা গেল, গোটা বাড়িজুড়ে বড় বড় ফাটল ধরেছে। কোথাও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গাছ জন্মে গিয়েছে। গাছের শিকড় ছড়িয়ে ধীরে ধীরে আরও ভগ্নপ্রায় দশা হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই অধিকাংশ ঘরের ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ে। আবাসিক পুলিশকর্মীরা জানান, বর্তমানে ওই আবাসনের পাঁচটি ব্লকের মধ্যে দুটি ব্লক একেবারেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে আছে। যে কোনও দিন কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বাকি তিনটি ভবনও প্রায় খালি। এক পুলিশকর্মীর স্ত্রী বলেন, ‘এই ব্লকের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ভয়ে বুক কাঁপে। যে কোনও সময় সিঁড়ি ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু কিছু তো করার নেই, বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে হচ্ছে।’

সব মিলিয়ে আবাসনে এখন মাত্র পঁচিশটি পরিবার রয়েছে। তাদের প্রশ্ন কোনওদিন কারও গুরুতর ক্ষতি হয়ে গেলে সেই দায় কে নেবে? বর্তমান আবাসিকের মধ্যে এক পুলিশকর্মী বলেন, ‘প্রাণ হাতে করে এই আবাসনে থাকছি। বর্ষাকালে ঘরে বসে বসেই ভিজতে হয়। যখন-তখন ছাদ থেকে চাঙড় ভেঙে পড়ছে। সত্যি বলতে এভাবে থাকা যায় না। যাঁরা আছেন তাঁরা বাধ্য হয়েই আছেন।’

পুলিশ আবাসনের ওই ৫টি ব্লকের বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়ে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেড কোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলেন, ‘বহুদিন ধরেই এই পাঁচটি ব্লক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দিয়ে এই সমস্যার কথা জানিয়েছি। আশা করি দ্রুত এই ভবনগুলো মেরামত করার ব্যবস্থা করা হবে।’

বালি পাচারের সন্দেহ

পুরনিগমের কাজে বাধা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : এলাকায় হামেশাই মহানন্দা নদী থেকে বালি চুরি করে ভ্যানে পাচার করে দেওয়া হয়। এলাকার কয়েকজন সেই কারবারে যুক্ত রয়েছে। এদিকে, কালীপুজোর আগে থেকে বাইরে থেকে কিছু মানুষ এসে নদী থেকে বালি তুলে সারি সারি বস্তায় ভরে চরের ওপর সাজিয়ে রাখছিলেন। যা দেখে শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীতে ছটঘাট তৈরির জন্য বালির বস্তা যে তৈরি করা হচ্ছে তা স্থানীয়দের জানা ছিল না। স্থানীয়দের সন্দেহ হয়, সমস্ত বালি পাচার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরনিগমের ট্রাকে যেই বালি ভর্তি বস্তা তোলা শুরু হয়, সেই সময় এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেন। কোথায় এত বালি ভর্তি বস্তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রশ্ন তুলে স্থানীয়রা পুরকর্মীদের আটকে দেন। ফলে পুরকর্মীদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে, বালির বস্তা তোলা বন্ধ করার খবর পেয়ে পুরনিগমের আধিকারিকরা আসেন। এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলে এনজেপি থানার পুলিশ আসে। কী কারণে বালি তোলা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন বাসিন্দারা পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ রায়ের কাছে করেন। কয়েকজন আবার সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। যদিও পুরনিগমের ওই ইঞ্জিনিয়ার জানিয়ে দেন, এই বালি কোথাও পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীতে ছটঘাট তৈরি করতে হবে। কিন্তু সেই নদীতে বালি না থাকায় মহানন্দা নদীর বালির প্রয়োজন পড়েছে। পুরনিগমের আধিকারিক অনেকবার বোঝানোর পর অবশ্য স্থানীয়রা আশ্বস্ত হন। এরপর বালির বস্তা সেখান থেকে ফের ট্রাকে তোলার কাজ শুরু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ধর বলেন, ‘এর আগে ছটঘাট তৈরির জন্য শীতলাপাড়া থেকে কোনও দিনও বালি তোলা হয়নি। মহানন্দা নদী থেকে দেদারে বালি চুরি হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম বাইরে থেকে কয়েকজন এসে নদী থেকে বালি তুলে বস্তায় ভরছে। সেই কারণে সন্দেহ হয়।’

শীতলাপাড়ায় নদীর চরজুড়ে নেশাখোরদের আস্তানা তৈরি হয়েছে। নদীর চরের ঝোপঝাড়ে বহিরাগতরা এসেও নেশা করে। সেই নেশার আসর বন্ধ করতে পুরনিগম যাতে সমস্ত ঝোপঝাড় কেটে ফেলে জায়গাটি পরিষ্কার করে সেই দাবি এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান।

ছটের বাজারেও চড়া দামের ছ্যাঁকা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শহরের বাজার ঘুরলেই বোঝা যাচ্ছে যে ছটের আবহ চলে এসেছে। বাজার সেজে উঠেছে ছটপুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে। তবে গত বছর থেকে দাম অনেকটাই বেশি। কোনও ক্ষেত্রে দাম কিছুটা বাড়লেও অনেক ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। পকেটে টান পড়লেও ভক্তিতে কমতি নেই। তাই দামের ছ্যাঁকা খেয়েও কেনাকাটা চলছে।

এদিন বিধান মার্কেটে হাতে ঝুড়ি নিয়ে দেখছিলেন শক্তপোক্ত কি না। তবে দাম শুনে বললেন, ‘পিছলে সাল সে দুগনা দাম ইসবার।’ একগাল হেসে ব্যবসায়ী উত্তর দিলেন, ‘আসলে সবকিছুর দাম বেড়েছে, কিছু করার নেই।’ গত বছর যে ঝুড়ি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে এবছর দাম ২৫০ থেকে ৩০০। ঝুড়ি, কুলো, লাউ, নারকেল এগুলি ছটপুজোর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আর প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম বেড়েছে অনেকটাই। প্রধাননগরের সমীর শাহ এদিন বাজারে এসেছিলেন ছটপুজোর বাজার করতে। উনুন, ঝুড়ি, কুলো কেনার ফাঁকেই বলছিলেন, ‘প্রথম দিন নাহায় খায় মানে সংযম পালন হবে। পরদিন খরনা, সন্ধেবেলা পুজো। তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে পুজো ও শেষদিনে ভোরবেলা নদীর ঘাটে পুজো দিয়ে ছটপুজো শেষ হবে। তাই জিনিসপত্র কিনতে এসেছি। গত বছর থেকে সবকিছুরই দাম বেড়েছে।’

উনুনের দাম ১২০ থেকে বেড়ে ২০০, ২৫০ হয়েছে। নারকেলের দামও বেড়েছে অনেকটাই। প্রতি বছর নিয়ম করে ছটপুজো করে থাকেন মালতী দাস। বলছিলেন, ‘সব নিয়ম মেনেই ছটপুজো করি। আর নারকেল তো কিনতে হয়। তবে এবছর নারকেলের দাম অনেকটা বেড়েছে। তাই কম কিনছি।’ শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে কোথাও ভিড় জমেছে কুলো, ঝুড়ি কেনার জন্য। আবার কোথাও লাউ ভাত উপলক্ষ্যে লাউ কিনছেন ছটব্রতীরা।

মহাবীরস্থান, বিধান মার্কেট, রেলগেট সহ বিভিন্ন বাজার ঘুরে ঠিক একই ছবি উঠে এল। ঝুড়ি, কুলো বিক্রেতা বিকাশ বর্মন বলছিলেন, ‘বাঁশের দাম বাড়ায় এবার একটু দাম বেড়েছে। কিছু করার নেই।’ কুলোর দাম অনেকটাই বেড়েছে স্বীকার করে নিচ্ছেন বিক্রেতা অসীম পাল। বলছিলেন, ‘ গতবারের থেকে ৮০ থেকে ১২০ টাকা বেড়েছে কুলোর দাম। আমাদেরও বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে।’ জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যে ছ্যাঁকা খেলেও বাজারে রয়েছে ভিড়। নিয়ম রক্ষার্থে অনেকেই নমো-নমো করে কেনাকাটা সারছেন।

চম্পাসারি বাজারে ছটপুজার কেনাকাটা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

লাগামহীন

- গত বছর যে ঝুড়ি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, এবছর দাম ২৫০ থেকে ৩০০
- নতুন উনুনের দাম ১২০ থেকে বেড়ে এবার হয়েছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা
- নারকেলের দাম লক্ষ্মীপুজোর সময়ের দামকে ছাড়িয়ে গিয়েছে অনেকটাই
- মহাবীরস্থান, বিধান মার্কেট, রেলগেট ঘুরে একই ছবি দেখা গেল

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কাকদ্বীপে কালী প্রতিমার মূর্তি ভাঙার পর সেই মূর্তি প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে অভিযুক্তের শাস্তির দাবি সহ রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার কর্মসূচির আয়োজন করল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ।

এদিন সন্ধ্যায় ভেনাস মোড় থেকে মশাল হাতে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি হিলকার্ট রোডের কিছুটা অংশ ঘুরে ফের ভেনাস মোড়ে আসার পর সেখানে মানববন্ধন হয়।

এদিন সংগঠনের তরফে বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, ‘এ রাজ্যে মহিলাদের ওপর প্রায়দিনই অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসছে। এখন নিস্তার পাচ্ছে না দেবদেবীর মূর্তিও। এমনকি সেই দেবদেবীর মূর্তি প্রিজন ভ্যানেও তোলা হচ্ছে। এর বিরোধিতাতেই আমাদের এই কর্মসূচি।’ এদিন সংগঠনের তরফে ঘটনায় অভিযুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা না হলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

সৌরঝড়ে স্পেসএক্সের ক্ষতি

২০২২ সালের শুরুতে যখন একটি শক্তিশালী সৌরঝড় হয়, তখন এটি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে আয়নিত কণার স্রোত পাঠায়। এই কারণে উপরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যার ফলে নিম্ন কক্ষপথে থাকা উপগ্রহগুলিতে বায়ুমণ্ডলীয় টান বেড়ে যায়। স্পেসএক্সের সদ্য উৎক্ষেপণ করা কয়েক ডজন স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট এই ঝড়ের কবলে পড়ে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথে পৌঁছানোর আগেই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়। এই ক্ষতি প্রমাণ করে, প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আধুনিক প্রযুক্তি কতটা দুর্বল। সৌরঝড় রেডিও যোগাযোগ, জিপিএস সিস্টেম এবং বিদ্যুৎ গ্রিডগুলিকে ব্যাহত করতে পারে এবং মহাকাশ ভিত্তিক পরিকাঠামোর উপর আমাদের নির্ভরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিও বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা এখন উপগ্রহগুলিকে মহাকাশের আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্বাভাস মডেল এবং প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। এই ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়, সবচেয়ে উন্নত মানব প্রযুক্তিও সূর্যের মহাজাগতিক শক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য।

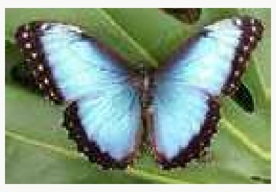

জিনের রাজা আফ্রিকার প্রজাপতি

পোকামাকড়ের জগতে অ্যাটলাস ব্লু প্রজাপতিটি তার জিনগত জটিলতার জন্য আলাদা। মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকার এই প্রজাপতির দেহে ৪৪৮টি ক্রোমোজোম রয়েছে, যা মানুষের চেয়ে প্রায় ২০০ জোড়া বেশি। প্রতিটি ক্রোমোজোম জেনেটিক উপাদান বহন করে এবং এত বেশি সংখ্যায় ক্রোমোজোম থাকায় এটি সবচেয়ে জিনগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ক্রোমোজোমের এই প্রাচুর্য এটিকে অনন্য বিবর্তনীয় সুবিধা দেয়। এটি পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে, দ্রুত বংশ বিস্তার করতে এবং নতুন রঙের প্যাটার্ন তৈরি করতে সাহায্য করে। এর ঝকঝকে নীল ডানা, যা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন প্রকারের, হয়তো তারই বহিঃপ্রকাশ।

ত্বকের বয়স ৩০ বছর কমানো

কেমব্রিজের ব্রাহাম ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মানব ত্বকের জৈবিক ঘড়িকে তিন দশক পিছনে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা এটি করেছেন কোনও স্টেম সেল ব্যবহার না করেই। নোবেলজয়ী ইয়ামানাকা কোষ রূপান্তর প্রক্রিয়ার একটি পরিবর্তিত রূপ প্রয়োগ করে, গবেষকরা ৫৩ বছর বয়সি ত্বকের কোষকে এমনভাবে পুনর্যৌবন দান করেছেন যে, তারা এখন ২৩ বছর বয়সির মতো আচরণ করছে। প্রক্রিয়াটি কোষের মূল পরিচয় নষ্ট না করেই সাময়িকভাবে তাকে আরও তরুণ অবস্থায় নিয়ে যায়। পুরোপুরি রূপান্তরের বিপরীতে এই আংশিক কৌশলটি কোষের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখে এবং তাদের ভাগ হওয়ার, কোলাজেন তৈরি করার এবং টিস্যু মেরামত করার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনে। গবেষকরা বিশ্বাস করেন, এই আবিষ্কারটি রিজেনারেটিভ মেডিসিনে বিপ্লব ঘটাতে পারে। একই পদ্ধতি ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাকের পর হার্টের টিস্যু মেরামত, বার্ধক্যজনিত পেশির শক্তি পুনরুদ্ধার এবং ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

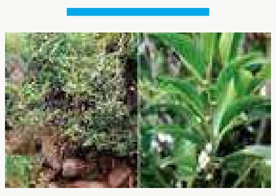

খনি পরিষ্কারে জাদুকর গাছ

ফিলিপাইনের খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা এমন এক অসাধারণ উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছেন, যার আছে অসাধারণ ক্ষুধা। এই ছোট ঝোপটির নাম রিনোরিয়া নিক্কোলিফেরা। এটি মাটি থেকে বিষাক্ত নিকেল শোষণ করতে পারে। এর শুকনো পাতায় প্রতি কেজি ১৮,০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত নিকেল জমা হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদের জন্য এই ঘনত্ব মারাত্মক হলেও, এই প্রজাতিটি দূষিত মাটিতে দিব্যি বেড়ে ওঠে, যেন বিষকে বেঁচে থাকার উপাদানে রূপান্তরিত করে। এই ধরনের গাছকে 'হাইপারঅ্যাকিউমুলেটর' বলা হয়। তারা মাটি থেকে ভারী ধাতু শোষণ করে নিজেদের টিস্যুতে নিরাপদে সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানীরা এখন দূষিত জমি পরিষ্কার করতে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাচ্ছেন। খনিশিল্পের আশপাশে এই গাছ লাগিয়ে ধীরে ধীরে মাটি বিষমুক্ত করা যেতে পারে। পরে সেই গাছ থেকে 'ফাইটোমাইনিং' নামে টেকসই প্রক্রিয়ায় নিকেল পুনরুদ্ধারও করা যেতে পারে। যন্ত্রের বদলে প্রকৃতি নিজেই পরিবেশ পরিষ্কারের প্রযুক্তি সরবরাহ করছে, যা এক অভিনব ও কম খরচের সমাধান।

ডাক্তারকে বেধড়ক মার

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : ভুল চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বাধল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার এক মহিলা চিকিৎসক সহ তিন চিকিৎসককে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল মৃতের বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা চিকিৎসককে চুলের মুঠি ধরে মারধর করার ঘটনাও ঘটেছে। নিগৃহীত হতে হয়েছে নার্সদেরও। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালে পৌঁছাতে হয় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনীকে। পুলিশি মধ্যস্থতায় এদিন সকাল ১১টা নাগাদ মৃত অভিজিৎ বিশ্বাসের (১৬) দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের পাশাপাশি এদিনই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়ের বক্তব্য, 'মৃতের পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করে তদন্ত চলছে। চিকিৎসকদের হেনস্তা করার ঘটনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পরপর তিনটি ওভার ডোজ ইনজেকশন দেওয়ার জন্য মৃত্যু হয়েছে অভিজিতের, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন হাসপাতালে চরম বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের বাড়ির লোকজন। চিকিৎসকদের মারধর, নার্সদের শারীরিকভাবে হেনস্তা, হাসপাতালে ভাঙচুরের চেষ্টা, বাদ গেল না কিছুই। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে না পৌঁছালে বড় ধরনের ঘটনা ঘটত বলে মনে করছেন হাসপাতালের বড় একটা অংশ। জানা গিয়েছে, কালীপুজোর পরের দিন মঙ্গলবার শহরের বন্দর এলাকার একটি পরিবারের চার সদস্য খিচুড়ি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বমি ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁদের মধ্যে বুধবার সকালে হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয় করোনেশন হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিজিৎ, তার মা নমিতা বিশ্বাস ও ঠাকুমা শাশ্বতী বিশ্বাসকে। রাতের দিকে তিনজনই সুস্থ হয়ে ওঠে বলে পরিবারের দাবি। অভিযোগ, সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও বৃহস্পতিবার ভোররাতে পরপর তিনটি হাই অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হয় অভিজিৎকে। এর পরেই সে নতুন করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়। মৃতের আত্মীয় সাগর শীলের অভিযোগ, 'আমার মামাতো ভাইকে ওভারডোজ ইনজেকশন দেওয়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে। আমাদের মোবাইল ক্যামেরায় অন রেকর্ড চিকিৎসকরা স্বীকার করেছেন বেশি পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ দেওয়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে।'

অভিজিতের আত্মীয়, পাড়ার লোকজন হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমান। বিক্ষোভকারীরা মেডিসিন বিভাগে চড়াও হয়। তারপরেই কর্তব্যরত চিকিৎসকদের মারধর শুরু হয়। রেয়াত করা তো দূরের কথা, মহিলা চিকিৎসককে চুলের মুঠি ধরে মারধর করার পাশাপাশি নীচে ফেলে দেওয়া হয়। বাধা দিতে এসে নিগৃহীত হতে হয় নার্স সহ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীকে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এদিন সকালে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছিল। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

গ্রেপ্তার ১

কিশনগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ জেলার নেপাল সীমান্তের গলগলিয়া থানার সামনে বৃহস্পতিবার নাকা চেকিং চলাকালীন পুলিশ একটি ই-রিকশা থেকে ২২ কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত বিট্টু ওরফে আমন সিং বিহারের পাটনা সিটির বাসিন্দা। গলগলিয়া থানার আইসি রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজা কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি হয়ে আনা হচ্ছিল এবং তা নেপালে পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল। শুক্রবার ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

চিত্রগুপ্তপুজো

কিশনগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ শহরে সাড়ম্বরে চিত্রগুপ্তপুজোর আয়োজন করে হিন্দুস্তানি কায়স্থ সমাজ। এদিন রোলবাগের চিত্রগুপ্ত মন্দিরে সারাদিন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। চিত্রগুপ্তপুজো সমিতির সভাপতি ডাঃ একে সিনহা বলেন, 'কায়স্থ সমাজের আদিপুরুষ এবং যম দেবতার হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত। এইদিন এই সমাজের মানুষ তাঁর আরাধনা করেন। এদিন এই সম্প্রদায়ের মানুষ কালিকলম স্পর্শ করেন না।' সন্ধের পর মন্দির প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দায়িত্ব পেয়েও কাজ শুরু করেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা

সড়ক সারাতে ভরসা পূর্ত দপ্তর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দার্জিলিং-শিলিগুড়ি সংযোগ স্থাপনকারী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দেখভালের জন্য পূর্ত দপ্তরের আলাদা অফিস রয়েছে। আধিকারিকও রয়েছেন। কিন্তু রাস্তার দায়িত্ব চলে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থার হাতে। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার কয়েক মাস কেটে গেলেও কেন্দ্রীয় সংস্থাটি কাজে হাত দেয়নি। তাই ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতের জন্য জেলা প্রশাসন সেই পূর্ত দপ্তরকেই তলব করছে। যেনতেনপ্রকারে রাস্তা মেরামত করে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থাকে অনুরোধ করে কাজ করাতে হচ্ছে পূর্ত দপ্তরকে। সম্প্রতি পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ভিভিআইপিদের যাতায়াতের জন্য পূর্ত দপ্তরকেই রাস্তা মেরামত করতে হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন পূর্ত দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা হাতে নেই, আর্থিক বরাদ্দ নেই,

১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। - ফাইল চিত্র

তাহলে কীভাবে কাজ করা সম্ভব? পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মণ্ডল বলেছেন, 'রাস্তা জাতীয় এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়ায় দার্জিলিং জেলায় আমাদের দুটি সাব-ডিভিশন পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়েছে। সেখানে আধিকারিক, কর্মীরা থাকলেও কাজ কিছুই নেই।' একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোডের দায়িত্ব পুনরায় পেতে চেয়ে রাজ্য পূর্ত দপ্তর কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে। যদিও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'শুধু মুখ্যমন্ত্রী এলেই জেলা প্রশাসনের ভাঙা রাস্তা মেরামতের কথা মনে পড়ে। সাধারণ মানুষের জন্য পূর্ত দপ্তর রাস্তা মেরামতের কাজ করে না। তাই রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

ধাপে ধাপে রাজ্যের হাতে থাকা জাতীয় সড়কগুলি কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে। গত বছর ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচআইডিসিএল)। ফলে সে সময় পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়কের একটি সাব-ডিভিশন কর্মহীন হয়। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দীর্ঘদিন পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক ডিভিশন-৯'এর হাতে ছিল। রাস্তাটি দেখভালের জন্য পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) দুটি সাব-ডিভিশন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশন অফিস দার্জিলিং মোড় থেকে মহানদী পর্যন্ত এবং দার্জিলিং সাব-ডিভিশন অফিস মহানদীর পর থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রাস্তা দেখভালের দায়িত্বে ছিল। প্রতিটি অফিসে একজন করে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, জব অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ বিভিন্ন পদে কর্মী রয়েছেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এই জাতীয় সড়কটিও এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাস্তাটির দায়িত্ব হস্তান্তরও হয়ে গিয়েছে। যার ফলে পূর্ত দপ্তরের দুটি অফিসের হাতে বাস্তবে কোনও কাজ নেই। কিন্তু ৪ অক্টোবরের দুর্যোগে রাস্তাটি আরও বেহাল হতেই মেরামতের জন্য ডাক পড়ছে পূর্ত দপ্তরেরই। যে কারণে রাস্তাটির দায়িত্ব ফিরে পেতে চাইছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর।

যা ঘটেছে

- দার্জিলিং-শিলিগুড়ি সংযোগকারী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার
- তবে কয়েক মাস কেটে গেলেও সংস্থাটি কাজে হাত দেয়নি
- ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতের জন্য জেলা প্রশাসন পূর্ত দপ্তরকেই তলব করছে

বিদায়বেলায়।। কলকাতার একটি কালী প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার।-পিটিআই

ভাগ্নের হাতে মামা 'খুন'

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : তিন শতক জমি লিখে না দেওয়ায় মামাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল ভাগ্নের বিরুদ্ধে। প্রথমে গলা টিপে এবং পরবর্তীতে গলায় গামছা পেঁচিয়ে নরেন দাসকে (৭০) খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে ভাগ্নের হাতে বেধড়ক মার খেতে হয়েছে মামি রত্না দাসকে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মকদমপুর গ্রামে। তবে অভিযুক্ত ভাগ্নে রবি দাস পালিয়ে যাওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পাঁচ বছর বয়স থেকে যে ভাগ্নেকে আগলে রেখেছিলেন মামা, বাধা না দিয়ে সন্তানস্নেহে বড় করেছিলেন মামি, উচ্চশিক্ষিত সেই ভাগ্নে রবির হাতে খুন হতে হল মামাকে। মারধর জুটল মামিরও। উচ্চশিক্ষিত রবি কেন এমন কাজ করলেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না মকদমপুরের বাসিন্দারা। ঘটনায় হতবাক প্রত্যেকেই। জানা গিয়েছে, বিহারের কাটিহার জেলার বারসইয়ের পৈতৃক বাড়িতে না থেকে রবি পাঁচ বছর বয়স থেকেই মামা-মামির কাছে মানুষ। ভাগ্নেকে এমএ পড়ানো, বিএড করানো, সমস্ত কিছুই নিজের টাকায় করিয়েছেন মামা নরেন। কিন্তু কিছুদিন ধরেই মামার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না ভাগ্নের। বিরোধ জমি নিয়ে। প্রায় এক বছর আগে রায়গঞ্জ ঘাটাল যাওয়ার রাজ্য সড়কের ধারে পাঁচ শতক জমি কেনেন মামা ও ভাগ্নে। মামা কিনেছেন তিন শতক এবং ভাগ্নে দুই শতক। কিন্তু কিছুদিন ধরে মামার কেনা তিন শতক জমি তাঁর নামে লিখে দেওয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করছিলেন এলাকায় প্রাইভেট টিউটর হিসেবে পরিচিত রবি। পরিবর্তে মামাকে টাকা দেওয়ার কথাও বলেছিলেন রবি। কিন্তু তাতে রাজি হননি নরেন। তিনি বিষয়টি জানান একমাত্র ছেলে পেশায় গাড়িচালক ভিনরাজ্যে কর্মরত হরিদাসকে।

জমি নিয়ে মামা ও ভাগ্নের মধ্যে বুধবার সকালেও বিরোধ বাধে। বাড়ি সংলগ্ন জগদীশপুর এলাকায় চলা কালীপুজোর মেলা থেকে মদ্যপ অবস্থায় রাত ২টার সময় বাড়ি ফেরেন রবি। ঘুম থেকে মামা ও মামিকে তুলে জমি লিখে দেওয়ার কথা বলেন। শুরু হয় গণ্ডগোল।

দেরিতে বহু ট্রেন

প্রথম পাতার পর

পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থার তরফে নমুনা সংগ্রহের পর ট্র্যাক মেরামতের কাজ শুরু হয়। ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে ট্রেন চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং সহ অন্য রেলকর্তারা। এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিপিআরও কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'ট্রেন ম্যানেজার তীব্র ঝাঁকুনির পর ট্রেন থামানোর কথা জানান। বিস্ফোরণের ফলে রেল ট্র্যাক ও স্লিপার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অসম পুলিশ, আরপিএফ সহ তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে।' ঘটনায় ৮টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। বিবেক ও সরাইঘাট এক্সপ্রেস দুই থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। দীপাবলি ও ছটপুজোকে কেন্দ্র করে এখন সমস্ত ট্রেনেই ভিড় রয়েছে। অসমের বেশিরভাগ ট্রেন ওই লাইন হয়েই চলাচল করে। অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ কোচবিহারের পর নিম্ন অসম এলাকায় কোকরাঝাড় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। স্বাভাবিকভাবেই এই বিস্ফোরণের ঘটনায় দুশ্চিন্তা বেড়েছে রেলমন্ত্রকের। সাম্প্রতিককালে অসমে নাশকতার তেমন অভিযোগ ওঠেনি।

এর আগে বিভিন্ন সময় বোরোল্যান্ড জনিত বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে স্থানীয় রাজনীতি সরগরম হলেও বর্তমানে সেই পরিস্থিতি বদলেছে। তবে হঠাৎ করে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তা স্পষ্ট করে জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলায় রেলমন্ত্রক এই বিষয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ।

বড় যুদ্ধ মহড়া

প্রথম পাতার পর

প্রকল্পে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ শুরু করেছে চিন। বাংলাদেশ ও নেপালের অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিলিগুড়ি করিডর এলাকায় স্লিপার সেল শক্তিশালী করতে শুরু করেছে একাধিক জঙ্গি সংগঠন। এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রক উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রণকৌশল ও সম্মিলিত আক্রমণের সক্ষমতার প্রমাণ দিতেই পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারের আয়োজন করেছে বলেই মত সেনা গোয়েন্দাদের একাংশের। তাছাড়া মহড়ার মাধ্যমে শত্রুদেশগুলিকে সুস্পষ্ট বার্তাও দিতে চাইছে ভারত। হিমালয়ের সবথেকে উঁচু অংশে কীভাবে ভারী যুদ্ধাস্ত্র, ট্যাংক পৌঁছানো যাবে সেসবও ঝালিয়ে নেওয়া হবে মহড়ার মাধ্যমে। মহড়ার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তিন বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বোচ্চ কর্তারা বেশ কয়েকটি যৌথ বৈঠক করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টারে বৈঠকে বসে মহড়া নিয়ে আরও একটি বৈঠক হবে। মহড়ার পর তিন বাহিনীর বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। তিন বাহিনীর যৌথ মহড়া হলেও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিএসএফ, এসএসবি, আইটিবিপি সহ সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই বার্তা পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেইমতো শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় থাকা নিরাপত্তাবাহিনীর ছাউনিগুলিতে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

সর্বস্বতায় বাগানের সর্বনাশ

প্রথম পাতার পর

অর্জিত আয় দিয়ে ব্যক্তিগত পুঁজির ভাণ্ডার না ফুলিয়ে অকাতরে খরচ করতেন স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে। এখনকার মালিকদের কাছে সেসব কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো অলীক।

১৮৭৭ সালটির সঙ্গে ডুয়ার্সের চা শিল্পে বাঙালির প্রবেশের কাহিনী। মুন্সী রহিম বক্স তৎকালীন ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৮৭৭ সালের ১৭ অগাস্ট জলঢাকা গ্র্যান্ট নামে চা চাষের জন্য ৭.২৮ একর জমির লিজ পান। লাগোয়া আলতাডাঙ্গার লিজ পান কালীমোহন রায় ও দুর্গাবতী সেন। পরে ওই লিজ আরেক শিল্পপতি বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ঘুরে রহিম বক্সের মালিকানায় আসে। যা জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগান নামে পরিচিত।

১৮৭৭ সালেই পথচলা শুরু বাতাবাড়ি, বামনডাঙ্গা, এলেনবাড়ি, ডামডিম ইত্যাদি বাগানগুলির। ১৮৭৯ সালটি বাঙালি ও ডুয়ার্সের চা শিল্পের যুগ সন্ধিক্ষণ। জলপাইগুড়িতে প্রথম ভারতীয় শিল্পপতিরা সেবছর জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করেন। প্রথম পুরোপুরিভাবে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি ১৮৭৯ সালে মোগলকাটা চা বাগান তৈরি করে।

জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি লিমিটেডের ১৮৭৯ সালের ২ জুনের সভার কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া যায়, তখন চেয়ারম্যান ছিলেন এক বাঙালি জয়চন্দ্র সান্যাল। অন্য ডিরেক্টররাও ছিলেন বাঙালি। ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জলপাইগুড়ির বাঙালি শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়ি টি, নর্দার্ন বেঙ্গল টি, গুরজংঝোরা টি, আটিয়াবাড়ি টি, রামঝোরা টি, দেবপাড়া টি, ডায়না টি, আঞ্জুমান টি, চামুর্চি টি, কাঁঠালগুড়ি টি, চুনিয়াঝোরা টি ইত্যাদি ১১টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেগুলির একটিরও এখন বাঙালি মালিকানা নেই। জলপাইগুড়ির রাজা প্রসন্নদেব রায়কত ১৯১৭ সালে বৈকুণ্ঠপুরে তাঁর জমিতে চা বাগান গড়ার অনুমতি দেন। ওই জমিতে বাঙালিদের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে তৈরি হয় সরস্বতীপুর, ১৯১৮ সালে জয়পুর ও করলাভ্যালি, ১৯১৯ সালে ভান্ডিগুড়ি বাগান। রাজা নিজেও শিকারপুর ও ভান্ডাপুর নামে দুটি বাগান তৈরি করেন।

১৯১৫ সালে জলপাইগুড়ির প্রথম চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে প্রথম চেয়ারম্যান হন আরেক বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। চা শিল্পে বাঙালির সেই গৌরবগাথা এখন রূপকথা হয়ে গিয়েছে।

ভাইফোঁটাতেও

প্রথম পাতার পর

একটা-দুটো পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। হাতি মোড়ে ভিড় সামলাতে কালীপুজোর পরদিন থেকেই এবার গার্ডরেল দিয়ে রাস্তা আটকে দিতে হয়েছে। ভাইফোঁটার দিনেও সেই গার্ডরেল সরানো যায়নি। রাত দেড়টা হোক বা তিনটে, নেতাজি রোড থেকে হাতি মোড় হয়ে রবীন্দ্রনগর বাজার বা খেলাঘর মোড়ের দিকে যেতে যানজটে এক ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে থেকেছেন কয়েক হাজার বাইক আরোহী ও টোটোতে থাকা দর্শনার্থী। ঠিক একই ছবি স্বামীজি মোড়ে। হায়দরপাড়া বা নজরুল সরণি হয়ে এগোনোর পথ আটকে দিতে হয়েছে গার্ডরেল দিয়ে। নজরুল সরণির চওড়া রাস্তার প্রায় অর্ধেকজুড়ে বিশাল মঞ্চ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

শহরের পুরোনো বাসিন্দারাও এই ক'দিন রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা অবাক। কালীপুজোয় এত থিম, এত বিগ বাজেটের পুজো, বিশাল প্রতিমা একসময় এই শহরে খুব একটা হত না। সেবক রোড, হাকিমপাড়া ও মহকুমা পরিষদ এলাকার হাতেগোনা কয়েকটা ক্লাবের বড় পুজো দেখেই সকলে বাড়ি ফিরতেন। গত কয়েকবছর তার সঙ্গে লেকটাউন বা হায়দরপাড়ার পুজো জুড়েছে। এবার কিন্তু শহরের সেই ট্রেন্ডে আমূল বদল। বিগ বাজেট, থিমের প্রতিমা আর চোখধাঁধানো প্যান্ডেলে ভিড় টানছে অনেক জায়গাই। আর শহরের প্রবীণরাও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন শহরের এই ভোলবদল।

সুভাষপল্লির এক মণ্ডপে বৃহস্পতিবার বাবুপাড়ার পঞ্চাশোর্ধ্ব ইভা ঘোষ স্বামীর সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে মণ্ডপ দেখছিলেন। আজ তো ভাইফোঁটা, আজও এলেন ঠাকুর দেখতে? প্রশ্ন শুনে বললেন, 'আসলে ভিড় হচ্ছে শুনে এই দু'দিন বেরোইনি। অনেকটা বয়স হয়েছে তো। ভেবেছিলাম আজ কিছুটা কম ভিড় হবে, তাই এসেছি। কিন্তু আজও তো দেখছি বেশ ভিড়।' কালীপুজোরও দিন বেড়েছে, প্রশ্নটা শেষ করার আগেই ইভা বললেন, 'ঠাকুর বেশিদিন মণ্ডপে থাকলেই তো ভালো। আমরাও দেখতে পারি। ওই ভিড়ে তো আর আসতে পারি না।'

হাতি মোড়ে এদিন রীতিমতো ঠেলাঠেলি করে ঠাকুর দেখে বেরোলেন বিদ্যাসাগরপল্লির সম্যতা পাল। অক্টোবরের শেষেও রাতে ঘেমে গিয়েছেন তিনি। বললেন, 'আমরা এখন সব উৎসব সেলিব্রেট করি। গণেশপুজোয় শহরে তিনদিন ধরে ঠাকুর দেখে মানুষ। আর কালীপুজোয় দেখবে না, তাই হয় নাকি?' একগাল হেসে জুড়লেন, 'আরে লোক না দেখলে এত আয়োজন তো বৃথা হয়ে যাবে।'

আইটিআই মোড়ে যানজটে আটকে ছিলেন ওই এলাকারই বাসিন্দা রাজ কামিয়া। বেরিয়েছেন ঠাকুর দেখতে, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছিলেন। বললেন, 'রাজস্থান থেকে দিদি এসেছে ভাইফোঁটা দিতে। তাই দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঠাকুর দেখাতে। এখনও তো বহু মণ্ডপে ঠাকুর রয়েছে। ফেস্টিভ মুড এখনও রয়েছে। দিদি আগে এখানকার কালীপুজো দেখেনি। বুধবারও বেরিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। খুব আনন্দ পেয়েছে।'

লেকটাউনের মণ্ডপে দাঁড়িয়ে একদল উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে মুঠোফোনে ভিডিও দেখছে। ওরা জানাল, কালীপুজোর আগে কয়েকদিন ধরে রিলস ও ভ্লগ ফলো করছিল। সেগুলো দেখেই মনে মনে ঠিক করে ফেলে কোথায় কোথায় যেতেই হবে। ভ্লগ থেকে পরবর্তী ডেস্টিনেশন বেছে নিয়ে এগোল ওরা।

হোটেল-রেস্তোরাঁ খোলা সারারাত। এমনকি ঘুঘনিওয়ালা, ফুচকাওয়ালাদেরও ছুটি নেই। সুভাষপল্লির মোড়ে পকোড়া বিক্রি করার ফাঁকে এমনই একজন বললেন, আগে দুর্গাপুজোর পরই ছটপুজোর জন্য বিহারে বাড়ি চলে যেতাম। এবার এখনও যাওয়া হয়নি। আজকের পর ভিড় না থাকলে বাড়ি যাব।

ঠিক একসুর রাস্তায় তিনরাত ধরে ডিউটি দেওয়া এক পুলিশকর্মীর। বললেন, আগে দুর্গাপুজোর ক'দিন ছুটি মিলত না। এখন তো কালীপুজোতেও দেখছি একই অবস্থা।

মুছেই যাচ্ছে কেরি সাহেবের গ্রাম

প্রথম পাতার পর

প্রধান সড়ক থেকে এখানে আসার একটি বোর্ড দেখলাম। সেখানেও কেরি প্রসঙ্গ নেই। শুধু লেখা, মদনাবতী নীলকুঠি ১.৫ কিমি। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস মিলে কি তাহলে কেরির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চায়?

পুকুরের ধারে দাঁড়ালে বোঝাই যায়, দু'দিকে বিশাল চত্বরজুড়ে ছিল নীলকুঠি। একটা দিক ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। অন্যদিকও অনেকটা দখলদারদের কবলে। গ্রামে ঢোকার মুখে বাড়িঘরের মধ্যে ঢেকে গিয়েছে কেরির মৃত সন্তানের সমাধি। তার গায়ে নলকূপের পাশে জল নিয়ে খেলা করছে কিশোর-কিশোরী।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গায়ে গায়েই সিমেন্টের এক লম্বা ফলক। তাতে কী লেখা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আর। শব্দ, অক্ষর বলে কিছু নেই। অদূরে একটি ছিঁড়ে যাওয়া ফ্লেক্সে কেরির একটি ছবি লাগানো। সেখানে লেখা, উইলিয়াম কেরি স্মরণে। কারা দিয়েছে এই বোর্ড? নীচে শুধু লেখা, উইলিয়াম কেরির বন্ধুরা। কেরির পাঁচ বছরের ছেলে পিটারের সমাধিটি বাঁধানো। সেখানে লেখা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ১৭৯৬-এ এই অক্টোবরের এগারো তারিখেই মারা যায় পিটার। এই সমাধিটি বানানো ২০১৬ সালে। বাংলা ও কানাডায় কেরির ভক্তরাই বানিয়ে গিয়েছেন এটা। রাজ্য সরকারের মতো সেই সংস্থারও আর কোনও মাথাব্যথা নেই গত নয় বছরে। তাঁদেরও কেউ দেখতে আসেননি কী অশেষ দুর্গতি ইতিহাসের জায়গাটার!

বামফ্রন্ট আমলের শেষ দিকে এই এলাকায় কেরির জন্মদিনে মেলা বসত। এখনও কি সেটা হয়? স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনেই প্রাচীন ডুমুর গাছের নীচে গ্রামের অটোস্ট্যান্ড। সেখানে নানা বয়সের পাঁচ-ছয়জন বসে। তাঁরাই বলছিলেন, তৃণমূল আমলের প্রথম দিকে জানুয়ারিতে এই মেলা চলত। এখন আর হয় না। হলেও নমো-নমো করে, যেখানে কেরির কোনও প্রসঙ্গ ছাড়া। অবাকই লাগল তাঁদের মুখে কথাটা শুনে। এই রাজ্য সরকারের আমলে চারদিকেই তো মেলা বেড়েছে।

হঠাৎ উইলিয়াম কেরির নামে মেলা বন্ধ হয়ে গেল কেন? এই এলাকারই সাংসদ সিপিএম ফেরত বিজেপির খগেন মুর্মু। তাঁরও কোনও মাথাব্যথা নেই কেরির স্মৃতি সংরক্ষণে। অথচ ইতিহাস বলছে, ২৩০ বছর আগে এই এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কেরি। তাঁকে শুধুই নিছক একজন মিশনারি, প্রকাশক বা নীল ব্যবসায়ী ভাবাটা চরম ভুল। গ্রামবাসীদের কাছেই জানা গেল, কেরির সেই নীলকুঠির জমি ধীরে ধীরে বেহাত হয়ে যাচ্ছে। চোখেও পড়ল, একটা দিকে মাটি কাটা হচ্ছে। কে দেখবে এসব?

কেরি যে মালদার এই সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামে এসে কাজ করেছেন, সেই সত্যটাও ধীরে ধীরে মুছে যেতে পারে। উইকিপিডিয়াতে কেরির জীবনীতে লেখা রয়েছে, তিনি শ্রীরামপুরে যাওয়ার আগে কাজ করেছিলেন মেদিনীপুরে। নালাগোলার কসবা এলাকার এই গ্রামের কোনও উল্লেখই নেই। কেউ সেটা সংশোধন করেও দেয়নি এতদিনে।

কেরির পুরোনো আস্তানার ভগ্নাবশেষ থেকে সবুজ ধানখেত পেরিয়ে দেখা যায় মালদার শেষ গ্রাম ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রথম গ্রাম। দক্ষিণ দিনাজপুরের সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও কেরির স্মৃতিচিহ্নকে দেশের মানচিত্রে তুলে ধরার কোনও চেষ্টা করেননি। অথচ এই জায়গাটা দু'দুটো জেলারই গর্বের জায়গা। কেরির কাজ করার ক্ষেত্রটা শুধুই মালদা জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরেও শিক্ষা ছড়ানোর কাজ করেছেন তিনি। বাংলায় বাইবেল লেখার পরিকল্পনাও তিনি শুরু করেছিলেন এই দিঘির পাড়ে। যা বাস্তব হয় শ্রীরামপুরে গিয়ে।

কেরি সাহেবকে নিয়ে বাংলায় বহু বই লেখা হয়েছে, তৈরি হয়েছে সিনেমাও। শুধু উত্তরবাংলার এই অখ্যাত গ্রামে কেরি সাহেবের স্মৃতিচিহ্নটুকু মুছে ফেলা হচ্ছে অজ্ঞাত কারণে। তা ভালো করে তুলে ধরার উদ্যোগও নেই কারও। ঔদাসীন্য না অজ্ঞতা? প্রশ্নটা ঘুরে বেড়ায় ভাঙা ইটের পাঁজরে, ঝিঁঝি পোকার ডাকে। উত্তর খোঁজে মদনাবতী, উত্তর খোঁজে মেঘডম্বুরদিঘি।

জোড়া ক্যাচ ফেলে হারল ভারত

ভারত-২৬৪/৯
অস্ট্রেলিয়া-২৬৫/৮ (৪৬.২ ওভারে)
২ উইকেটে জয়ী অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। থমথমে মুখচোখ। অপার বিস্ময়ের ঘোর!

কুপার কোনোলিকে শর্ট বল করতে চেয়েছিলেন অর্শদীপ সিং। ডেলিভারিটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আম্পায়ার ওয়াইড ঘোষণা করলেন। একরাশ বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে হতাশভাবে আম্পায়ারের দিকে তাকালেন অর্শদীপ। ততক্ষণে ২২ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট ম্যাচ ও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজ জয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে।

হওয়ারই কথা উৎসব। প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে টানা দুই ম্যাচে হারানোর কৃতিত্বের জন্য উৎসব করতেই পারেন অজিরা। টস জেতা থেকে শুরু করে ক্রিকেট স্কিল, সবেতেই আজ নিখুঁত ছিল মিচেল মার্শের দল। তুলনায় টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স হতাশায় ভরা। অনেকটা পারথের অ্যাকশন রিপ্লে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটে। 'বদরোগ' হিসেবে হাজির ক্যাচ ফেলার ঘটনাও। ম্যাথু শর্টের (৭৪) ব্যক্তিগত ২৩ ও ৫৫ রানে অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজরা যে ক্যাচ ছেড়েছেন, তারপর ম্যাচ জেতার কথা ভাবাই অপরাধ। জোড়া ক্যাচ মিসই ডুবিয়ে দিয়ে গেল আজ টিম ইন্ডিয়াকে।

টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে অ্যাডিলেডের বাইশ গজে কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না ভারতীয় ব্যাটাররা। অধিনায়ক শুভমান গিল (৯), বিরাট কোহলিরা (০) ফের ব্যর্থ। শ্রেয়স আইয়ারকে (৬১) নিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৭৩) যদি ১১৮ রানের পার্টনারশিপটা না করতেন, তাহলে ২৬৪/৯ স্কোরে পৌঁছাতে পারত না ভারত। অক্ষরও (৪৪) ব্যাট হাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের রানটা অন্তত তিনশোর ঘরে পৌঁছে দিতে পারেননি তিনি। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ২২ বল বাকি থাকতে ২৬৫/৮ করে অনায়াস জয় অজিদের।

ওডিআইয়ে ভারতীয়দের সর্বাধিক রান

ব্যাটার	ম্যাচ	রান
শচীন তেন্ডুলকার	৪৬৩	১৮৪৬২
বিরাট কোহলি	৩০৪	১৪১৮১
রোহিত শর্মা	২৭৫	১১২৪৯
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৮	১১২২১
রাহুল দ্রাবিড়	৩৪০	১০৭৬৮

সিরিজ শুরুর আগে থেকে অস্ট্রেলিয়া দলের তরফে বলা হচ্ছিল, ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের মাধ্যমে আসন্ন অ্যাসেজের প্রস্তুতি সারবেন তাঁরা। অ্যাসেজের প্রস্তুতি মার্শদের কতটা হল, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে শুভমান-গৌতম গম্ভীরদের টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতেই হবে। পারথে হারের পরই মাঠের ধারে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের বৈঠক করেছিলেন কোচ গম্ভীর। আজও বোলিং কোচ মর্নি মরকেল, সহকারী রায়ান টেন ডোসেটদের নিয়ে বৈঠক করলেন ভারতীয় কোচ। শনিবার সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের আগে দলের সমস্যা ও তার সমাধান পেলেন কি? জবাব জানে না দুনিয়া। 'রোকো' জুটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আকাশে কালো ঘনঘটা আরও বাড়ল কি?

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বারবার বৃষ্টির চোখরাঙানি ভারতীয় ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেছিল। আজ সমস্যা তৈরি করল

ওডিআইয়ে গত ১০ বছরে নিজের মন্থরতম অর্ধশতরানের পথে রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার।

লড়লেন একা রোহিত

অ্যাডিলেডের বাইশ গজ। শুরুতে কোহলির 'হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ডের' বাইশ গজ ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ ছিল না। এমন উইকেটে বড় শট খেলার পাশে ড্রাইভ করাও বেশ কঠিন। পরিস্থিতি বুঝে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত তাঁর 'স্টান্স' বদল করেছিলেন। পরিচিত আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ছন্দ থেকে বেরিয়ে ঠুকঠুকে, ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং করলেন। দলকে ভরসা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করে গেলেন। পরে গিয়ার বদলে আগ্রাসনও দেখালেন। ১৩০ মিনিট উইকেটে থেকে ৯৭ বলে ৭৩ রানের ইনিংসে রোহিত দেখিয়েছেন ধৈর্য, স্কিল, ইনটেন্ট ঠিক থাকলে রান করা সম্ভব। তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। শ্রেয়সও সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাকিরা?

নয়া অধিনায়ক শুভমান হতাশ করেছেন। পয়া মাঠে কিং কোহলিও ফের ব্যর্থ। আনকোরা জেভিয়ার বারলেটের (৩৯/৩) বলে যেভাবে বিরাট আজ এলবিডব্লিউ হয়েছেন বিরাট, সেটা একেবারেই কোহলিসুলভ নয়। টানা দুই ম্যাচে রানের খাতা না খোলার নজিরও গড়লেন। মিচেল স্টার্ক (৬২/২), জোশ হ্যাজেলউডরা (২৯/০) বরাবরই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও স্কিলফুল বোলার। কিন্তু স্টার্কদের সামলে দেওয়ার পর শুরুতেই অখ্যাত বারলেটের সামনে উইকেট উপহার দিলে দলের সমস্যা তো বাড়বেই। এখানেই শেষ নয়। গম্ভীর-শুভমানরা যেখানে দল অপরিবর্তিত রেখে কুলদীপ যাদবকে খেলানোর কথা ভাবলেনই না, সেখানে অস্ট্রেলিয়া অ্যাডাম জাম্পাকে (৬০/৪) দলে ফিরিয়ে এনে প্রমাণ করে দিয়েছে, অ্যাডিলেডের বাইশ গজে রিস্ট স্পিনাররাই রাজা। জাম্পা ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হয়েছেন আজ।

কুলদীপ কেন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নেই, সেই প্রশ্ন উঠেছে প্রবলভাবে। শশী থারুরও কুলদীপের হয়ে সওয়াল করেছেন। জাম্পার সাফল্যের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে বিষয়টা। কিন্তু কোচ গম্ভীরকে বোঝাবে কে? পারথে ব্যর্থ হলেও আজ অ্যাডিলেড লড়াকু ৭৩ রানের ইনিংসের মাধ্যমে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন হিটম্যান। অজিদের রান তাড়ার সময় বারবার শুভমানকে পরামর্শ দেওয়ার পাশে দলের বোলারদেরও বড় দাদার মতো আগলে রাখছিলেন হিটম্যান। কিন্তু তারপরও সাফল্য অধরা টিম ইন্ডিয়ার। শনিবার সিডনিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় না পড়তে হয় 'রোকো'-দের।

৫৫ রানে ম্যাথু শর্টের ক্যাচ ফেলেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। যা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাডিলেডে।

ওডিআইয়ে প্রথমবার টানা দ্বিতীয় শূন্য বিরাটের

কোহলির 'শেষের কবিতা'-র ইঙ্গিত

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : অনুশীলনে দুর্দান্ত। আসল পরীক্ষায় ডাহা ফেল!

বিরাট কোহলির হলটা কী? তিনি কি তাঁর কেরিয়ারের শেষটা দেখতে পেয়ে গিয়েছেন? নাকি তিনি বুঝতে পারছেন না, শারীরিকভাবে দারুণ ফিট থাকলেই ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়া যায় না।? দরকার পড়ে ম্যাচ প্র্যাকটিসের। সঙ্গে ক্রিকেটীয় স্কিলেরও।

কোহলির মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে এখন? আপাতত জানার কোনও উপায় নেই। কিন্তু ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নেমে বিরাট দুই ম্যাচে জোড়া শূন্য করবেন, কেউ কখনও ভেবেছিল বলে মনে হয় না। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

> একদিনের ক্রিকেটে কোহলির জোড়া শূন্য দেখব, ভাবিনি কখনও। আমি বিস্মিত।
>
> **ইরফান পাঠান**

চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিরাট করেছিলেন ৮ বলে ০। আজ পছন্দের, পয়া অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে ফের ০ করলেন কোহলি। উইকেটে টিকলেন মাত্র ৪ বল। পারথে মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে বারবার বিব্রত হয়েছিলেন তিনি। আজ পয়া অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে কোহলির পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন অখ্যাত জেভিয়ার বার্টলেট। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল আউট হওয়ার পর মাঠে নেমেছিলেন বিরাট। উলটোদিকে ছিলেন রোহিত শর্মা। রোকো জুটিকে নিয়ে তখন জল্পনা চরমে।

প্রথম দুই ডেলিভারি ছেড়ে দিয়েছিলেন কোহলি। মনে করা হয়েছিল, আজ ব্যাটিং নিয়ে একটু বেশিই সতর্ক তিনি। বার্টলেটের তিন নম্বর ডেলিভারি ডিফেন্স করেন বিরাট। ঠিক পরের ডেলিভারি পিচে পড়ে ভেতরের দিকে ঢুকে আসে। বলের লাইনের দিশা পাননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সরাসরি তাঁর প্যাডে আছড়ে পড়ে বার্টলেটের ডেলিভারি। আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন দ্রুত। নন-স্ট্রাইকার এন্ডে থাকা রোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান বিরাট। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সঠিক।

জোড়া একদিনের ম্যাচে টানা দ্বিতীয় শূন্য করে নয়া নজির গড়লেন কোহলি। তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে একদিনের ম্যাচে এমন ঘটনা প্রথম। একরাশ হতাশা নিয়ে ব্যাট হাতে যখন প্রিয় অ্যাডিলেড থেকে শেষবারের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কোহলি, তখন দর্শকরা তাঁকে অভিবাদন জানান। বিরাটও গ্লাভস তুলে দর্শকদের গুডবাই জানান। তাঁর এই গুডবাই জানানোর দৃশ্য ক্রিকেটমহলের পাশে সমাজমাধ্যমেও বিরাটের 'শেষের কবিতার' ইঙ্গিতপূর্ণ বিদায় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে কোহলি খেলবেন কি না, কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে ফের একটা সুযোগ দেবেন কি না, সেই প্রশ্ন ও জল্পনাও এখন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইরফান পাঠানের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার বিস্মিত হয়ে সমাজমাধ্যমে লিখে ফেলেছেন, 'একদিনের ক্রিকেটে কোহলির জোড়া শূন্য দেখব, ভাবিনি কখনও। আমি বিস্মিত।'

ক্যাচ মিসকে দুষছেন গিল

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : ভেবেছিলেন সিরিজে সমতা ফেরাবেন। ভেবেছিলেন জয়ের সরণিতে ফিরবেন।

স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। পরিকল্পনাও ভেস্তে গিয়েছে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাডিলেডের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টানা দুই ম্যাচের সঙ্গে সিরিজ হারের ধাক্কায় বিরক্ত ভারত অধিনায়ক। খেলা শেষের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শুভমান স্বীকার করে নিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাথু শর্টের জোড়া ক্যাচ মিস ফারাক গড়ে দিয়েছে। এভাবে ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা যায় না, এমন কথাও শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়কের গলায়। অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ শর্টের যে ক্যাচ ছেড়েছেন, সেই ক্যাচ ও দলের ফিল্ডিংকে কাঠগড়ায় তুলে গিল বলেছেন, 'আমার মনে হয় আমাদের ব্যাটাররা ভালো রানই করেছিল। কিন্তু খেলার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেললে, একবার নয়, একাধিকবার ক্যাচ হাতছাড়া হলে ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া খেলা এগিয়ে চলার সঙ্গে অ্যাডিলেডের পিচে ব্যাটিং করাটাও সহজ হয়ে গিয়েছিল।'

জোড়া ম্যাচের পাশে সিরিজ হারের যন্ত্রণা রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। শনিবার সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার। তার আগে ভারতীয় দলের জন্য প্রাপ্তি হল রোহিত শর্মার ব্যাট হাতে ছন্দ। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'রোহিত অনেকদিন পর ক্রিকেটে ফিরেছে। ওর খেলায় আমরা খুশি। দলের রানের ভিত গড়ার কাজটা ওই করেছে।' হিটম্যানের সঙ্গে ভারতের রান করার প্রাথমিক কাজটা দারুণভাবে শুরু করেছিলেন শ্রেয়স আইয়ারও। রোহিত-শ্রেয়সের ১১৮ রানের জুটি টিম ইন্ডিয়ার ২৬৪ রানের ভিত গড়েছিল। যদিও ম্যাচের ফল টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে যায়নি। শর্ট বলের দুর্বলতা কাটিয়ে শ্রেয়স কীভাবে রান পেলেন? ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শ্রেয়স শুনিয়েছেন তাঁর নয়া 'আপরাইট স্টান্সের' কথা। শেষ কয়েক বছর ধরেই নিজের ব্যাটিং স্টান্সের উপর কাজ করছেন তিনি। সেই স্টান্স বদলের ফলেই ব্যাটে রান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন শ্রেয়স। বলেছেন, 'আমি আচমকা কোনও কিছু করিনি। এক বছর আগে থেকেই আমি নিজের ব্যাটিং স্টান্স নিয়ে কাজ করছি। আপরাইট স্টান্স বাউন্সি পিচে আমার ব্যাটিং সহজ করে দিয়েছে।'

স্টান্স বদলে সফল শ্রেয়স

৬১ রানের ইনিংসে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার।

বাংলার অনুশীলনে শাহবাজ আহমেদ। ছবি : সিএবি মিডিয়া

কলকাতায় ফিরলেন সামি

গুজরাট ম্যাচে নামতে চলেছেন শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বাংলার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত ডিসেম্বরে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে আইপিএলের আঙিনায় শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত ২৭ মে। মাঝের সময়ে চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করা। চোট সমস্যা কাটিয়ে আপাতত ফিট বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। গতকাল রাতে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের অনুশীলনে প্রথমে ফিটনেস পরীক্ষা দিলেন। সফলও হলেন। পরে বাংলা দলের নেটে অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যাটিং সারলেন। বোলিংও করলেন। তাঁকে দেখে চোটের কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়নি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও আশাবাদী শনিবার থেকে ইডেনে শুরু হতে চলা গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে শাহবাজকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'শাহবাজ ফিট। ওকে গুজরাট ম্যাচে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। শাহবাজের মতো অভিজ্ঞ দলে থাকলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের ভারসাম্য বাড়বে।'

শাহবাজের প্রত্যাবর্তন বাংলা দলের অন্দরে খুশির পরিবেশ তৈরি করেছে। গতকাল রাতে কলকাতায় পৌঁছে আজ সকালের অনুশীলনে ছিলেন আকাশ দীপও। তাঁকেও দারুণ ছন্দে বাংলার নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। নয়াদিল্লি থেকে আজ দুপুরের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন মহম্মদ সামিও। তিনি শুক্রবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন। জানা গিয়েছে, গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে টিম বাংলায় একটিই পরিবর্তন হতে চলেছে। বিশাল ভাট্টির বদলে খেলবেন শাহবাজ। চার পেসারের স্ট্র্যাটেজিই বজায় রাখছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ যে পিচে খেলা হয়েছিল, ঠিক তার পাশের উইকেটে হওয়ার কথা গুজরাট ম্যাচ। পিচে ঘাস রয়েছে। তবে সবুজ উইকেট নয়। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পিচ নিয়ে না ভেবে আমাদের মাঠে সেরাটা দিতে হবে। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

ছুটছে রিয়াল, বড় জয় চেলসি-লিভারপুলের

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৩ অক্টোবর : টানা তিন ম্যাচে জয়। লা লিগার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ।

ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় ম্যাচে জুভেন্তাসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে জাভি অলন্সোর ছেলেরা। প্রথমার্ধে অবশ্য গোলের মুখ খুলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপেরা। ৫৭ মিনিটে জয়সূচক গোল করেন ম্যাচের জুডে বেলিংহাম।

ম্যাচের পর কোচ অলন্সো বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচই সহজে জেতা যায় না। জুভেন্তাস ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। শেষদিকে ওরা বেশ চাপ তৈরি করেছিল আমাদের রক্ষণে।' জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়ালের জার্সিতে ৩০০তম ম্যাচ খেলে ফেললেন গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। আপাতত তিন ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে আয়াখস আমস্টারডামকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে চেলসি। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন মার্ক গিউ, মোয়েস কাইসেডো, এঞ্জো ফার্নান্ডেজ, এস্তেভাও ও তাইরিক জর্জ। ডাচ ক্লাবটির গোলটি ওয়াউট ওয়েগহর্স্টের। এই ম্যাচে চেলসির গোলদাতাদের মধ্যে গিউ, এস্তেভাও ও জর্জ 'টিনএজার'। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও দলের তিনজন 'টিনএজার' স্কোরশিটে নাম তুলেছেন।

চেলসির মতো লিভারপুলও বড় জয় পেয়েছে। তারা ৫-১ গোলে হারিয়েছে এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে। রেডসের হয়ে গোল করেন হুগো একিটিকে, ভার্জিল ভ্যান ডায়েক, ইব্রাহিমা কোনাতে, কোডি গাকপো ও ডমিনিক সোবোসলাই। ফ্রাঙ্কফুর্টের গোলটি রাসমাস ক্রাইস্টসেনের।

ক্লাব ব্রাগাকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন লেনার্ট কারি, হ্যারি কেন, লুইস দিয়াজ ও নিকোলাস জ্যাকসন। এই ম্যাচে গোল করে জামাল মুসিয়ালাকে টপকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্নের জার্সিতে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়েছেন কারি।

গোলের পর হুংকার জুড়ে বেলিংহামের।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ	১-০	জুভেন্তাস
বায়ার্ন মিউনিখ	৪-০	ক্লাব ব্রাগ
চেলসি	৫-১	আয়াখস আমস্টারডাম
মোনাকো	০-০	টটেনহাম হটস্পার
অ্যাথলেটিক বিলবাও	৩-১	কারাবাগ এফকে
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট	১-৫	লিভারপুল
স্পোর্টিং লিসবন	২-১	মার্সেই
আটালান্টা	০-০	স্লাভিয়া প্রাহা
গালাতাসারে	৩-১	বোডো/গ্লিমট

পাঞ্জাবের নয়া স্পিন কোচ বাহুতুলে

চণ্ডীগড়, ২৩ অক্টোবর : আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংসের নতুন স্পিন বোলিং কোচ হলেন সাইরাজ বাহুতুলে। প্রাক্তন ভারতীয় লেগ স্পিনার দায়িত্ব পেলেন সুনীল যোশির জায়গায়। যিনি ২০২৩ সাল থেকে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচের ভূমিকায় রয়েছেন।

পাঞ্জাব সিইও সতীশ মেনন প্রাক্তন কোচ সুনীলকে বিদায় এবং বাহুতুলেকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'পাঞ্জাব কিংসের হয়ে সুনীলের অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বাহুতুলেকে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে বাহুতুলের ভাবনাচিন্তা, স্ট্র্যাটেজি বিশেষ করে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটারদের তুলে আনার ক্ষমতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত বাহুতুলের মন্তব্য, 'সামনের আইপিএলে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাতে মুখিয়ে রয়েছি। পাঞ্জাব এমন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা ভিন্নধারার ক্রিকেট খেলে এবং দলের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি।'

শুধু সংখ্যা দিয়ে রোকো-কে মাপা ভুল : চ্যাপেল

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : চলতি অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরই কি দুইজন আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দাঁড়ি টানবেন? জল্পনা ক্রমশ ডালপালা মেলছে। বুধবার অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ে রোহিত শর্মা ৭৩ রান করলেও চার বলের ইনিংসে খাতা খোলার আগেই বিরাট কোহলি সাজঘরে ফেরেন। গত ম্যাচে রোহিত ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিরাট কেরিয়ারে প্রথমবার টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন। যদিও 'রোকো' জুটিকে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে মাপতে নারাজ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল।

এদিন রোহিতের ফর্মে ফেরার চেষ্টা আনন্দ দিলেও বিরাট-ব্যর্থতায় হতাশ হয়েছেন গুরু গ্রেগ। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের দ্বিতীয় ওডিআই দেখার ফাঁকে একটি সংবাদমাধ্যমে নিজের কলামে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডস্যর গ্রেগ লিখেছেন, 'বিরাট-রোহিতকে শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে মাপতে যাওয়া ভুল। এখন ক্রিকেট দুনিয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছে। নতুন নতুন নাম উঠে আসছে। শুভমান গিলের মতো তরুণরা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু রোহিত-কোহলির তৈরি করা সোনালি অধ্যায় শুধুমাত্র রেকর্ডবুকে নয়, প্রতিটা ক্রিকেটপ্রেমীর মনে চিরকাল থেকে যাবে।' টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ থেকে গ্রেগ সরে দাঁড়ানোর পর বিশ্ব ক্রিকেটে বিরাট-রাজ শুরু হয়েছে। গত দেড় দশকে বিরাট-রোহিত ভারতীয় দর্শকদের একঝাঁক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। বিরাট শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেরই মুখ হয়ে উঠেছিলেন। যার জন্য গ্রেগের চোখে বিরাট শুধুমাত্র একজন ব্যাটার নন। চ্যাপেল বলেছেন, 'আমার কাছে কোহলি শুধু একজন ব্যাটার নয়। ও হল বিশ্ব ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি চালিকাশক্তি। ও মাঠে ব্যাট হাতে এমন সব ইনিংস খেলেছে, যেগুলি অনেকট ক্রিকেটার স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ভারতের ওডিআই দলকে হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজে আরও ক্ষুরধার, ফোকাসড করে তোলার মূল কারিগর ছিল বিরাট। কোহলির আগেও একাধিক কিংবদন্তি এসেছে। কিন্তু বাকিদের থেকে কোহলি আলাদা কারণ, ওকে শুধু সংখ্যা দিয়ে মাপা ভুল। বিরাট নিজেও কখনও পরিসংখ্যান নিয়ে ভাবেনি। বরং অধিনায়ক ও ক্রিকেটার হিসেবে দলের সাফল্যই ওর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। বিরাটের মূলধন হল ঐতিহ্য, সংখ্যা নয়। বিরাটের আবেগ, রানের খিদে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে ক্রিকেট শুধু সংখ্যার খেলা নয়।'

রোহিতের ক্রিকেটীয় জার্নিতেও মুগ্ধ গ্রেগ। বলেছেন, 'রোহিত ধীরে ধীরে মহান ক্রিকেটার হওয়ার দিকে এগিয়েছে। কেরিয়ারের শুরুতে দলে জায়গা পাকা করতে সমস্যায় পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের স্কিলকে উন্নত করে সাদা বলের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা হয়েছে। ওর ক্রিকেটীয় জার্নি বাকিদের কাছে অনুপ্রেরণা।' বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৩ সালে সাদা বলের ক্রিকেটে মিডল অর্ডার থেকে ওপেনিংয়ে আসাই রোহিতের কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। গ্রেগের গলায়ও একই সুর শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৩ সালটা রোহিতের কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল। ওডিআইয়ে ওপেন করতে নেমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি রোহিতের। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি, একের পর এক শতরান। টেকনিকের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসেও পরিবর্তন এসেছিল রোহিতের মধ্যে। যা ওকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

ব্যাটে রান না এলেও অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি।

টি২০ দলে ফিরলেন বাবর

লাহোর, ২৩ অক্টোবর : দীর্ঘ দশ মাস পর পাকিস্তান টি২০ দলে প্রত্যাবর্তন করছেন বাবর আজম।

এশিয়া কাপে পাক বাহিনীর হতাশাজনক পারফরমেন্সের পরই জল্পনা শুরু হয়েছিল, এবার হয়তো টি২০ দলে ফেরানো হবে বাবরকে। সেই জল্পনাই সত্যি হল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজের জন্য বৃহস্পতিবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই দুই সিরিজের দলেই রয়েছেন বাবর। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত বাবরকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত পিসিবি-র। তবে দলের নেতৃত্ব থাকছে সলমন আলি আঘার হাতেই।

জিতে সিরিজ ড্র প্রোটিয়াদের

রাওয়ালপিন্ডি, ২৩ অক্টোবর : পাকিস্তানকে দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট জেতার পর প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করাম বলেছেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে জয় ভারত সফরের আগে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সিরিজে আমাদের স্পিনাররা দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ৪০টির মধ্যে ৩৫টি উইকেটই গিয়েছে প্রোটিয়া স্পিনারদের দখলে।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৯৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে পাকিস্তান। প্রোটিয়া স্পিনার সাইমন হার্মারের (৭৯/৬) স্পিন জাদুতে মাত্র ১৩৮ রানেই শেষ হয় পাক দলের ইনিংস।

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান করেছিল ৩৩৩ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রহ করে ৪০৪ রান। ফলে প্রথম ইনিংসে ৭১ রানে এগিয়ে ছিল প্রোটিয়া ব্রিগেড। যে কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ৬৮ রান। ফলে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

ফুরফুরে মেজাজে গোয়ায় মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : 'ছুটি কাটাতে গোয়ায় চললেন?'

প্রশ্নটা করেই স্বভাবসিদ্ধ মজাদার হাসি। জেসন কামিন্সের পাশে বসে তখন পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে ব্যস্ত দিমিত্রিস পেত্রাতোস। চুপচাপ পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন জেমি ম্যাকলারেনও। কিন্তু কামিন্স চুপ করে থাকার লোক নন। চেনা সাংবাদিক দেখতেই মজা করার মেজাজে তখন তিনি। তাঁকে বলা গেল, 'আপনারা যদি ছুটি কাটাতে যান, তাহলে আমরাও ছুটিতেই থাকব।' তুরন্ত জবাব, 'আমার তো সবসময়ই ছুটির মেজাজ।' পাশে বসে মুচকি হাসি দেখা গেল চিরকালের গুরুগম্ভীর দিমির মুখেও। কামিন্স তো হাসিখুশিই থাকেন। কিন্তু এদিন দিমির মেজাজ দেখলেই বোঝা যাবে, কতটা স্বস্তিতে আছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। লম্বা আড়াই ঘণ্টার উড়ান। আপুইয়ার মতো কেউ কেউ পুরো সময়টা ঘুমিয়ে কাটালেন, তো আবার লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদদের দেখা গেল নিজেদের ট্যাবে সিনেমা-সিরিজ দেখে নিতে। তার মধ্যেই গোয়ার ছেলে বলেই ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের জন্য গর্বিত লিস্টন, 'ব্রাইসনের গোলটা দেখলেন?' সবাইকেই কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোতে হয়েছে সাতসকালে। তবু প্রত্যেকের হাসিমুখ নজরে এল ডাবোলিম বিমানবন্দর থেকে বাসে করে হোটেলে রওনা দেওয়া পর্যন্ত। এমনকি ছবির জন্য 'একটু দাঁড়াবেন,' বলা মাত্রই পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ফুটবলাররা। রবসন রোবিনহো অত্যন্ত

গোয়ার ডাবোলিম বিমানবন্দরে নামার পর দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিন্স। ছবি : প্রতিবেদক

চুপচাপ ধরনের মানুষ বলে মনে হল। হয়তো এখনও দলের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব তেমন গড়ে ওঠেনি। সেই তিনিও গোয়া পর্তুগিজ কলোনি ছিল শুনে উত্তেজিত। গোয়ার বহু মানুষ পর্তুগিজে কথা বলতে পারেন শুনে তো আপ্লুত তিনি। বলে ফেলেন, 'দেখি যদি আমার ভাষায় কথা বলার কাউকে খুঁজে পাই।' তবে স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা কোচ অবশ্য হালকা হাসি ও সৌজন্য বিনিময় ছাড়া বাড়তি কথা বলায় নেই। বরং তাঁকে খানিক চিন্তিতই লাগে। সম্ভবত সুপার কাপের জন্য মনে মনে ছক কষা শুরু করে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, এই সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হলে ফের সবাই ভুলে যাবে আইএফএ শিল্ডের সাফল্য। ফের ইরান না যাওয়ার সেই ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়তে শুরু করবে।

তাছাড়া গ্রুপেই আছে প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। যারা আবার দিন কয়েক আগেই এখানে এসে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এটাও ভুলছেন না, কলকাতা ডার্বির মতো ঝামেলার ম্যাচ ফের ১২-১৩ দিনের মধ্যে খেলতে হবে। সবমিলিয়ে কোচের আর হাসিমজা করার সময় কোথায়? এদিনটা তিনি অনুশীলনে ছুটি দিলেও রিসর্টের লনে হালকা গা ঘামানো থেকে রেহাই পেলেন না ফুটবলাররা। এখানে তিন ম্যাচ মিলিয়ে গোটা পাঁচেক ট্রেনিং সেশন পাচ্ছেন। তবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সব ক্লাবকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে কাউকেই এক মাঠে অনুশীলনের সুযোগ দিচ্ছে না। ইস্টবেঙ্গলকে যেমন প্যাক্স অব নাগোয়া ছাড়া এদিন দিয়েছে সালভাদোর দ্য মুন্ডো, তেমনি মোহনবাগান প্রথম দুইদিন পাচ্ছে উতোরদা আর ভারকার মাঠ। দল থাকছে বেনোলিমের এক পাঁচতারা অভিজাত রিসর্টে। সেখান থেকে বেনোলিমের মাঠ সবথেকে কাছে। ডার্বির আগেই মিলবে সেই মাঠ, জানালেন দলের ম্যানেজার অভিষেক ভট্টাচার্য। তবে আপাতত মাঠ বা অন্যান্য কোনও সমস্যা নিয়েই মোহনবাগান শিবিরে কেউ মাথা ঘামাতে নারাজ। সকলেরই ফোকাস এখন 'মিশন সুপার কাপে।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অনর্ঘ মজুমদার :** আজ তোমার জন্মদিন, মা-বাবার সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভালো করে থেকো, অতিতের কথা মনে হলে দাদাকে মনে রেখো। **'দাদা'**, জলেশ্বরি, ডাবগ্রাম-II।

রনজিতে জাদেজা

রাজকোট, ২৩ অক্টোবর : রনজি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। খেলাটি হবে ২৫ অক্টোবর রাজকোটে। এই মাঠে গত সপ্তাহে সৌরাষ্ট্র-কর্ণাটক ম্যাচে ৩৫টি উইকেটের মধ্যে ৩১টি গিয়েছিল স্পিনারদের ঝুলিতে। তার মধ্যে সৌরাষ্ট্রের স্পিনার ধর্মেন্দ্রসিং জাদেজা ১০টি উইকেট পেয়েছিলান। এবার তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা জুটি বাঁধছেন। ফলে দুই জাদেজার 'স্পিন জাদু' দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শৈলন্দ্রের অকশন ব্রিজ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ শক্তিগড়ের পারিজাত ভবনে শুক্রবার শুরু হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সচিব পিকে সিনহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ৬৪টি জুটি অংশ নেবে।

আঙুলে চোট পেলেন রিচা

স্মৃতি-প্রতীকার শতরানে সেমিফাইনালে ভারত

ভারত-৩৪০/৩
নিউজিল্যান্ড-২৭১/৮
(ডিএলএস নিয়মে ভারত ৫৩ রানে জয়ী)

নভি মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : জিতলেই পাকা সেমিফাইনালের টিকিট। আবার হারলেও সামনে থাকবে শেষ চারে যাওয়ার আরও একটি সুযোগ। এমন অঙ্ক নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট দেখালেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়াল। তাঁদের তৈরি মঞ্চে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়ে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠল ভারত।

ওপেনিং জুটিতেই দ্বিশতরান তোলেন স্মৃতি-প্রতীকা। ওডিআই কেরিয়ারের ১৪তম শতরান করে স্মৃতি (১০৯) যখন ফেরেন স্কোরবোর্ডে তখন ২১২ রান। যা মহিলাদের বিশ্বকাপে যে কোনও উইকেটে ভারতের সর্বাধিক জুটি। চলতি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম শতরানও এল স্মৃতির ব্যাট থেকে। মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক শতরান হয়ে গেল স্মৃতির (১৪টি)। তিনি ইনিংস সাজান ১০টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কায়। চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের মালিকও এখন স্মৃতি (৩৩১ রান)। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে নিজের দ্বিতীয় ওডিআই শতরান করেন প্রতীকা (১২২)। স্মৃতি ফিরে যাওয়ার পর রং ছড়ালেন ঘরের মেয়ে জেমিমা রডরিগেজ। এক ম্যাচ পর দলে ফিরেই তিনি অর্ধশতরান হাঁকালেন (৫৫ বলে অপরাজিত ৭৬)। ৩৮ বলে তাঁর অর্ধশতরান চলতি বিশ্বকাপে ভারতের দ্রুততম। ভারতের ইনিংসের ৪৮ ওভারের পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে এক ঘণ্টারও বেশি। ভারত থামে ৪৯ ওভারে ৩৪০/৩ স্কোরে। ডিএলএস নিয়মে নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৪ ওভারে ৩২৫।

রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই ওপেনার সুজি বেটসকে হারায় নিউজিল্যান্ড। জর্জিয়া প্লিমার (৩০) ও সোফি ডিভাইনকে (৬) তুলে সেই চাপ বজায় রাখেন রেণুকা সিং ঠাকুর (২৫/২)। তবে রেণুকার বলে সপ্তম ওভারে বাঁ হাতের মধ্যমায় চোট পান রিচা ঘোষ। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর কিপিং চালিয়ে গেলেও ২৩তম ওভারে উঠে যেতে বাধ্য হন তিনি। রিচার বদলে বাকি ম্যাচে কিপিং করেছেন উমা ছেত্রী। রেণুকাকে সংগত করেন ক্রান্তি গৌড় (৪৮/২), প্রতীকা (১৯/১), দীপ্তি শর্মারা (৫৭/১)। নিউজিল্যান্ড আটকে যায় ২৭১/৮ স্কোরে।

মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক শতরান

ব্যাটার	শতরানের সংখ্যা
মেগ ল্যানিং	১৫
স্মৃতি মান্ধানা	১৪
সুজি বেটস	১৩
ট্যামি বিউমন্ট	১২
ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট	১০

ওডিআই কেরিয়ারের ১৪তম শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা।

মাঠ ভাড়া করে প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া মাঠের অবস্থা খারাপ। তাই নিজেদের খরচে অন্য মাঠ ভাড়া করে অনুশীলন ইস্টবেঙ্গলের।

দিন তিনেক হয়ে গেল অস্কার ব্রুজোঁ দলবল নিয়ে চলে এসেছেন গোয়ায়। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের ধাক্কা কাটানোই সম্ভবত ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তবে ওই হারের পর হঠাৎ মাথাচাড়া দেয় কোচের সঙ্গে তৎকালীন গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দীর ঝামেলা। সেসব রেশ কাটিয়ে এখন পূর্ণ উদ্যমে সুপার কাপে মনোযোগী লাল-হলুদ শিবির এবং এখানে ভালো ফল করতে এতটাই বদ্ধপরিকর যে কোনও সমস্যার সঙ্গেই আপস করতে নারাজ অস্কার ও টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিনই যেমন সকালে ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া ক্যান্ডোলিমের মাঠ দেখতে গিয়ে হতাশ হন কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা। বড় বড় ঘাসের ওই মাঠ তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন অস্কার। এরপর এফসি গোয়ার নিজস্ব মাঠ সালভাদোর দ্য মুন্দো ভাড়া করা হয়। সেখানেই বিকেল সাড়ে চারটে থেকে অনুশীলন করে ইস্টবেঙ্গল। টিম ম্যানেজেন্টের বক্তব্য, এই মাঠেই বাকি দিনগুলো নিজেদের প্রস্তুতি সারবে দল।

তবে ঝামেলা অবশ্য এরপরেও থাকছে। তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ টিম ম্যানেজমেন্টের। শুধু পছন্দের মাঠই নয়, তাদের টিম বাস, এমনকি পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে দলসূত্রের খবর। তবে এই নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও আপাতত এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে প্রথম ম্যাচে স্থানীয় দল ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মহড়া নিতে তৈরি হচ্ছে অস্কারবাহিনী। যদিও ডেম্পো খেলবে দেশি ব্রিগেড নিয়ে তবু প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে নারাজ অস্কার। এদিন কোনও দল করে খেলা বা ট্যাকটিকাল অনুশীলনে না গিয়ে শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোতেই নজর দেওয়া হল। ব্যাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে নামার আগে শুক্রবারই হয়তো নিজেদের শেষ প্রস্তুতিতে ছক সাজিয়ে নেবেন কোচ। যা এদিন রেখেঢেকেই রাখলেন। এতকিছু খারাপের মধ্যে সুখবরও আছে সমর্থকদের জন্য। ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচগুলি ব্যাম্বোলিম থেকে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে ফেডারেশন। এখন দেখার খেলার ফল দিয়ে তাঁদের আরও খুশি করতে পারেন কিনা নাওরেম মহেশ সিং-সাউল ক্রেসপোরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা কুমারেশ কপাট - কে 24.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42K 52078 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বড় স্বপ্ন এবং সীমিত সামর্থ্যের একজন যুবক হিসেবে, এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে এমন এক দরজা খুলে দিয়েছে যা আমি কখনও কল্পনা করিনি। এটি আমাকে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার শক্তি জুগিয়েছে। জীবন বদলে দেওয়ার জন্য এবং আমার মতো সাধারণ মানুষকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিল্ড এল বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটা। আইএফএ শিল্ড এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে। তবে তা নিয়ে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে গত শনিবার আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সেই সাফল্যকে সামনে রেখে এদিন বিকেলে ক্লাব-লনে পতাকা উত্তোলন করলেন বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু। এদিন শিল্ড যখন মোহনবাগান তাঁবুতে ঢুকল ক্লাব চত্বর তখন শুনসান। পরে অল্প ভিড় জমলেও উপস্থিতির সংখ্যা একশোর বেশি হবে বলে মনে হল না। অন্য সময় এমন দিনে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। সেই উন্মাদনা একেবারে উধাও। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট, শিল্ড জয়ও সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন নেভাতে পারেনি। একথা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেন না মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসুও। তিনি বলেছেন, 'সমর্থকদের ক্ষোভ রয়েছে। তা অস্বাভাবিক বলব না। তবে ওদের অনুরোধ করব শিল্ড জয়ের আনন্দে শামিল হতে।' বিক্ষুব্ধ সমর্থকগোষ্ঠীর এক প্রতিনিধি অবশ্য জানালেন, তাদের দাবি যতদিন না পূরণ হচ্ছে, ততদিন প্রতিবাদ চলবে।

এদিকে আইএফএ ফেরত না নেওয়া পর্যন্ত আগামী এক মাস শিল্ড মোহনবাগান ক্লাবেই থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

গোয়ায় এসে গর্বিত জেসুস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : গোয়া একটা সময়ে ছিল তাঁদেরই উপনিবেশ। যে ইতিহাস বইয়ের পাতায় কখনও পড়েছেন, সেখানকার মাটিতে পা দিয়ে রোমাঞ্চিত আল নাসের কোচ জোরগে জেসুস। গোয়ার বহু মানুষ আজও পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলেন। এমনকি বহু পুরোনো মানুষের মধ্যে কোঙ্কনী নয়, পর্তুগিজ চেহারার ছাপ। এহেন জায়গায় এসে তিনি যে গর্বিত, এই কথা বলতে ভোলেন না জেসুস, 'একজন পর্তুগিজ হিসাবে অনেকটা গর্ব নিয়ে এই গোয়ায় খেলতে এসেছি। আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়ের সঙ্গে গোয়ার যোগাযোগ আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে ছিলেন, তাঁদের কথা মনে পড়ছে।' এদিকে, সাদিও মানে বলে গেলেন, 'এই স্কুলিংটা সত্যি খুব ভালো। আমি তো অবাক কারণ এত মানুষ আসবে এটা প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। দারুণ অভিজ্ঞতা হল। প্রশংসনীয়।'